Printers :

THE STAR PRINTING WORKS

30, Shibnarain Das Lane,

CALCUTTA.

রোমাণ্টিক উপন্যাস।

"রাজপুতের মেয়ে" "শোভাসিংহ" প্রভৃতি উপন্যাস প্রণেতা—

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক—

পি, এম, বাকৃচি এণ্ড কোং,

১৯ নং গুলুওস্তাগরের লেন, দর্জ্জিপাড়া,

কলিকাতা।

১৩২৮, শ্রাবণ।

মূল্য ১।০ টাকা।

একটী কথা

আত্মীয় স্বজনের নির্ম্মম আচরণে, বন্ধুবান্ধবের দুর্ব্যবহারে, সংসারের হৃদয়হীনতায় মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল—জগতে হৃদয় নাই, মানুষ নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বাক্‌চি ও আমোদকৃষ্ণ বাক্‌চি ভ্রাতৃ যুগলকে দর্শন করিয়া আমার সে ধারণা দূরীভূত হইল। দেখিলাম, জগতে হৃদয় আছে,—মানুষও আছে। ইহা ছাড়া আরও কিছু অধিক দেখিলাম। সেই দয়া-দাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা, ঔদার্য্য-মণ্ডিত, কর্ম্মবীর সহোদরদ্বয় আমার এই জগৎ-ঘৃণিত, উপেক্ষিত "মাতাল"কে জনসমাজে প্রকাশ করিলেন, সুতরাং "মাতালের" নিন্দা বা প্রশংসার ভাগী আমি নই। প্রশংসা ও নিন্দা যাঁহারা সমভাবে মেরুর মত অটল-অবিচলিত হৃদয়ে গ্রহণ করিতে সক্ষম, সেই নির্ব্বিকার নিরহঙ্কার কিশোরীবাবু ও আমোদবাবুই তাহার ভাগী।

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৫নং রাম পাল লেন, কলিকাতা।
সন ১৩২৮ সাল, শ্রাবণ।

প্রকাশকের নিবেদন।

ভারতসন্তানের বীজমন্ত্র বন্দেমাতরম্-স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র,—সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র ও রাজাগণেশ, বীরপূজা, বাঙ্গালীর বল প্রভৃতি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র সাহিত্যাকাশের নবোদিত ভাস্কর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মাতাল" উপন্যাস খানি,—আপনাদের নিকট গর্ব্বোৎফুল্ল হৃদয়ে প্রকাশ করিলাম। প্রকাশে আমাদের গর্ব্ব, পাঠে আপনাদেরও গর্ব্ব; কেন না, এ বঙ্গ-গৌরব বঙ্কিমের সজীব প্রতিভা,—বঙ্কিমের জীবন্ত স্মৃতি। সত্যই এমন ঘটনা-বৈচিত্র্যময় ভাব ভাষা পরিপূর্ণ উপন্যাস বঙ্কিম বাবুর পর আর পাঠ করি নাই, তাই সাগ্রহে মাতাল প্রকাশ করিলাম। যিনিই গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন—তাঁহাকেই বলিতে হইবে, হাঁ প্রমথবাবু বঙ্কিমের উপযুক্ত বংশধর, স্বনামধন্য পুরুষ। সূর্য্যের যেমন উপমা নাই, সেইরূপ উপস্থিত সাহিত্য-জগতে প্রমথ বাবুও উপমাহীন। বঙ্কিম-বংশধরের জন্য শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি জাগাইতে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ বাঙ্গালী এবং ভারতবাসী মাত্রেরই ইনি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার পাত্র, আমাদের আদরণীয়, আমাদের গরিমা, আমাদের সাহিত্যশ্রী। ইতি—

বশংবদ—

প্রকাশক।

উৎসর্গ।

কে আমার এ ঘৃণ্য মাতালকে আদরে গ্রহণ করিবে? কে এমন উদার অত্যুদার ব্যক্তি আছেন? চারিদিকে নেত্রপাতে দেখিলাম,—একজন আছেন, যাঁর নিকট উচ্চ-নীচ সবই সমান। তাই সেই সর্ব্ব-গুণাধার আদর্শ-পুরুষ, জ্যেষ্ঠ-সহোদর সম "গিরীশচন্দ্র", "ঝকমারী", "চাঁদে-চাঁদে", "ওলোট-পালট" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা, নাট্যাকাশের চির-উজ্জ্বল ভাস্কর মহাকবি গিরীশচন্দ্রের প্রিয়তম শিষ্য, সহচর, সাথী, পণ্ডিত—

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিদ্যারত্ন মহাশয়কে সভক্তি অন্তঃকরণে আমার হেয় হীন নামে অভিহিত মাতালকে উৎসর্গ করিলাম।

চিরস্নেহকামী—গ্রন্থকার।

—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—

"মাতালটা বড়ই বেয়াড়া, বদ্‌খৎ, বদমায়েস। দিন নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, রাত নেই, কেবল গাধার মত চেঁচাবে, ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াবে।"

"যা ব'লেছিস্ ভাই অমল, মাতালটার উপদ্রবে গ্রামে টে'কা ভার হ'য়েছে।"

"এই মাগ্যি-গণ্ডার বাজারে লোকের ভাত কাপড় জুটছে না—, আর মাতালটা রোজ মদ খায়! এত টাকাই বা পায় কোথায়?"

"কি জানি, কোথায় বাড়ী, কোথায় ঘর, কেন এই দুর্ভিক্ষের জায়গায় এসেছে,—কিছু জানি না, কিছু বুঝ্‌তেও পারি না"

"বোধ হয় চোর ডাকাতের সর্দ্দার। মাঝে মাঝে দু-চার দিন বাসাতেই থাকে না, আবার মাঝে মাঝে কতকগুলো লাঠিয়ালও লুকিয়ে চুরিয়ে আসে, কখনও ফকিরের বেশে—আবার কখনও বা রাজার বেশে বেড়ায়। ও নিশ্চয়ই ডাকাত না হয়ে যায় না।"

মাতাল।

"আরে রেখেদে তোর ডাকাত। এবার ফের যে দিন চেঁচাবে, কি ঝগড়া ঝাঁটি, মারামারি ক'র্‌বে, সে দিন মারের চোটে তার মদের বোতল পগারে প'ড়্‌বে। যত কিছু বলা যায় না, ততই বেড়ে উঠ্‌ছে,—আর বাড়্‌লে আমাদের পায়ে ক'রে মাড়িয়ে চ'লে যাবে।"

যুবক অমলের কথায় অন্যান্য যুবকবৃন্দ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল,—"ঠিক কথা,—আর বাড়্‌তে দেওয়া হবে না। এবার কিছু কর্‌লেই কোন কথা নেই, —প্রহার। দেখি মাতাল ঢিট্‌ হয় কি না।"

"ঐরে ঐ! কথা না ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে, নাম না ক'র্‌তে ক'র্‌তে, ঐ শোন্‌ মাতালের চীৎকার। নিশ্চয়ই কারুর সঙ্গে কি না কি হাঙ্গাম-টাঙ্গাম বাধিয়েছে।"

অমল বলিল,—"সত্যই তো মাতালের চীৎকার। চল্‌তো আজ মাতালের মাৎলামী গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি।"

অমল অগ্রে, পশ্চাতে যুবকবৃন্দ সগর্ব্বে, সদম্ভে, সদলে, "মাতাল" মারিতে ছুটিল।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রসাদপুর নামক এক জন-বহুল নগরের রাজপথ দিয়া দুইটা ষণ্ডাকৃতি কশাই একটী গাভীকে মারিতে মারিতে টানিতে টানিতে লইয়া যাইতেছে।

মর্ম্মভেদী আর্ত্তস্বরে গাভী চীৎকার করিতেছে, আর সকরুণ দৃষ্টিতে পথিকদের প্রতি চাহিতেছে—উদ্ধার লাভের আশায়। লোকও চ'ল্‌ছে অনেক, দেখ্‌ছে, শুন্‌ছে, বুঝ্‌ছে, কিন্তু কথা ক'চ্ছে না,—দেখেও—দেখ্‌ছে না।—তারা যেন মূক,—যেন অন্ধ—যেন বধির। যে যার আপন মনে, যে যার আপন কাজে চ'লে গেল।

নিরাশার ব্যর্থতায় অথবা অপদার্থ মানুষের প্রতি ঘৃণায় গাভী ভূমে লুটাইয়া বুঝি আর্ত্ত-ব্যথিত-কণ্ঠে বিধাতাকে বারংবার ডাকিতে লাগিল।

উপর্য্যুপরি প্রহারেও যখন গাভী উঠিল না,—চলিল না, তখন কশাই দুটো বলপূর্ব্বক রজ্জু আকর্ষণে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। কঙ্করে গাভী-গাত্র কাটিয়া রুধিরধারা বহিল।

মানুষ দেখিল এ দৃশ্য, কিন্তু সে তাহার কার্য্য করিল না। গাভীর আর্ত্তধ্বনি শুনিল,—কিন্তু তাদের নির্জ্জীব-হৃদয়ে প্রতিধ্বনি উঠিল না। আপন আপন স্বার্থরাশি লইয়া আপন আপন চিন্তায়, যে যাহার আপন আপন গন্তব্য-স্থানে চলিয়া গেল।

সহসা একটা মাতাল টলিতে টলিতে আসিয়া একহস্তে কশাইয়ের

মাতাল।

উন্নত-যষ্টি ও অপর হস্তে গাভীর রজ্জু ধারণ করিয়া স্ফীতবক্ষে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। বিস্ময়ে পথিকেরা দাঁড়াইল,—বিস্ময়ে কশাই জুটো মাতালের প্রতি চাহিল। কিন্তু মাতালের কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

বিস্ময়ে কশাই বলিল,—"কে হে তুমি পাঁদাড়ের কাঁটা, পাঁদাড় থেকে ছুটে এসে,—আমাদের বিঁধ্‌তে এলে? এ শক্ত হাড়, শক্ত চামড়া, বিঁধবে না—ফিরে যাও, যেখান থেকে এসেছ—সেই খানে ফিরে যাও। নইলে এই লাঠীর ঘায়ে গুঁড়িয়ে দেব।"

"তাই দাও ভাই, তবুও এরূপভাবে নিয়ে যেতে দেব না। অন্য উপায়ে,—অন্য ভাবে,—অন্য পন্থায় নিয়ে যাও.—এ পন্থা ত্যাগ কর।"

"ক্যাঁ-কোঁ ক্যাঁ-কোঁ ক'রে ডোবায় থেকে জন্ম গেল কেটে, আর পুকুর দেখে, পুকুরে এসে ব্যাং বাবু সমুদ্র মনে ক'রে লাফাচ্ছেন,—হাস্‌ছেন, ডোবাবাসীদের বিদ্রূপ ক'র্‌ছেন। বলি পাঁদাড়ে থেকে এ ধর্ম্মজ্ঞান শিখ্‌লে কি ক'রে! যেন পয়গম্বরের চেলা। দে দে ছেড়ে দে, আর বুজরুকি দেখাতে হবে না—আর বুজরুকি ক'র্‌তেও হবে না।"

"কশাই, তুমি আর এই গাভী, একই খোদার সৃষ্ট-জীব নও কি? তোমার ত্বক্ আর গাভীর ত্বক্, একই উপাদানে গঠিত নয় কি? ঈশ্বরের অংশ-কণা কি এই গাভীতে নাই? তবে কেন গাভীকে প্রহার ক'রে, নির্য্যাতন ক'রে, প্রকারান্তরে তুমি খোদাকে অপমানিত ক'র্‌ছো?"

"পাদড়ের এঁড়ে মামদো কিনা,- তাই কথা ব'লে গায়ে মাখে না, কাণেও শোনে না।"

সবলে কশাই রজ্জু টানিল। পুনরায় পূর্ব্ববৎ কশাই দুটো গাভীকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যেতে লাগল।

একবার অতি করুণ-দৃষ্টিতে মাতাল কৌতুকাবিষ্ট দর্শকগণের মুখের প্রতি আবেদন-মাখা চাহনিতে চাহিল, কিন্তু দেখিল কাহারও নয়নে বা বদনে কাতরতার লেশ মাত্র নাই।

মাতাল ভাবিল—এরা কি মানুষ! না এরা হিংস্র রুধির-পিপাসু জন্তু। ঘৃণায় মাতাল দর্শকগণ হইতে নয়ন ফিরাইয়া দেখিল,—গাভীকে কশাই দুটো পূর্ব্ববৎ একই ভাবে নিয়ে যাচ্ছে। অসহনীয় বেদনায় হৃদয় তা'র কাঁদিয়া উঠিল। অত্যাচার দর্শনে নয়ন দীপ্ততেজে জ্বলিয়া উঠিল। সজোরে সে বগলস্থিত বোতল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া কশাই-দ্বয়ের উপর ঝড়ের একটা ঝাপ্‌টার মত ঝাঁপাইয়া পড়িল। কশাই সে বেগ রোধে অক্ষম হইয়া ভূ-লুণ্ঠিত হইল। মাতালও মুহূর্ত্তে গাভীকে তাড়না করিল। মাতালের ইঙ্গিত বুঝি গাভী বুঝিতে পারিল,—মুহূর্ত্তে উঠিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে উল্কাবেগে ছুটিল।

এদিকে ভূপতিত কশাইদ্বয় উঠিয়া মাতালের হস্ত সজোরে চাপিয়া ধরিল এমন সময়ে মার মার শব্দে অমল ও অমলের দল আসিয়া উপস্থিত হইল। সহানুভূতির ইঙ্গিত ভাবিয়া কশাইদ্বয়ও মার মার করিয়া উঠিল।

দূরে বজ্রনাদ ধ্বনিত হইল "মার—মার—মার।" চমকিত-চিত্তে সকলে দেখিল, জল-প্রপাতের মত ক্ষুদ্র একদল লাঠিয়াল আসিতেছে।

চক্ষের পলকে লাঠিয়াল দল বহ্নি-প্রবাহের ন্যায় কশাই ও অমলের দলের উপর আসিয়া পড়িল, সে বহ্নির সম্মুখ হইতে যে যে দিকে পারিল পলাইল,—জনতা সরিয়া গেল।

অমল ভাবিল—আমার অনুমানই ঠিক,—মাতাল নিশ্চয়ই ডাকাত।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"এই—এই—এই,—গেল—গেল—যা!"

পর মুহূর্ত্তেই একটা যন্ত্রণার তীব্র-ধ্বনি উঠিয়া পথিকগণের গতি রুদ্ধ করিল।

বৃহৎ এক অশ্ব-যানের চক্রতল হইতে কতিপয় পথিক একটী দশম বর্ষীয় বালককে টানিয়া বাহির করিল। বালকের সর্ব্বাঙ্গ শোণিত-সিক্ত। মাথা ফাটিয়া, গাত্র কাটিয়া, রুধিরধারা ছুটিতেছে। সহানুভূতির ধ্বনি চতুর্দ্দিক্ হইতে উঠিল, জটলা জল্পনা কল্পনা চলিল—চিকিৎসকের হস্তে প্রদান, কিম্বা বাড়ীতে পৌছিয়া দিবার যুক্তি পরামর্শ, তর্ক বিতর্ক নানারূপ চলিল, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইল না। তাহাদের যুক্তি পরামর্শে বালকের যাতনার উপশম না হইয়া আরও বর্দ্ধিত হইল। কতকগুলি পরোপকারী নামধারী উদ্ধত-যুবক অশ্ব-চালককে প্রহার করিয়াই কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদন ও মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিল। আরোহী দুঃখের ভাণ দেখাইয়া চালককে তিরস্কার করিয়া ধর্ম্মের নিকট ও দশের নিকট মুক্তিলাভ করিলেন বিবেচনায়, যানারোহণে উদ্যত হইলেন।

সহসা ভিড় ঠেলিয়া একটা লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বালকের অবস্থা দেখিল,—মুহূর্ত্তে সে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া আরোহীর সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল,—"একটু অপেক্ষা করুন।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পুনরায় সে ভিড়ের ভিতর অদৃশ্য হইল।

মাতাল।

কি জানি কেন,—কি মন্ত্রগুণে আরোহী—লোকটার বাক্য অবহেলা করিতে সাহসী হইল না।

অনতিউচ্চকণ্ঠে ভিড় হইতে কে বলিয়া উঠিল,—"মাতালটা সর্ব্ব ঘটে আছে।"

তাহার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই মাতালটা পুনরায় ঘটনা-স্থলে আসিল। অজ্ঞাত লোকটার অস্ফুট শ্লেষবাক্য মাতালের কর্ণে পৌছিল,—তীব্র দৃষ্টিক্ষেপে চকিতে মাতাল দেখিল,—শ্লেষকারী "অমল।"

মাতাল তাহার উত্তরীয় ভিজাইয়া আনিয়াছিল। সযত্নে বালকের রক্ত ধৌত করিয়া উত্তমরূপে ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল। তার পর ধীরে ধীরে বালককে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক অশ্বযানে উঠিয়া নিকটস্থ চিকিৎসকের নিকট যাইতে চালককে আদেশ করিল।

শকট চলিল।

আরোহী স্তব্ধ,—দর্শক স্তম্ভিত, অমল অবাক।

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—⁂—

প্রসাদপুর নগরপ্রান্তে, দেবীপুররাজের বিশাল অট্টালিকা। অট্টালিকা-সম্মুখে বিশাল জন-সমারোহ। অন্ধ, আতুর, অক্ষম, অসমর্থ, দীন-দুঃখী, দুঃস্থ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীগণ,—জঠরানল নিবারণার্থে অট্টালিকাদ্বারে দণ্ডায়মান।

বহু ব্যক্তি একত্র একযোগে চাল, ডাল, বস্ত্র প্রভৃতি ভিক্ষার্থীদের বিতরণ করিতেছে। শত শত ভিক্ষুক দেবীপুরাধিপতি রাজা কালীকিঙ্করের জয়রবে নভোমণ্ডল প্রকম্পিত করিতেছে—চারিদিক্ হইতে শত সহস্র কণ্ঠে রাজার প্রতি আশীর্ব্বাদ,—দেবাশীর্ব্বাদের ন্যায় অজস্রধারায় বর্ষিত হইতেছে।

সাগরগর্জ্জনতুল্য সহস্র-কণ্ঠোচ্চারিত দেবীপুররাজের জয়ধ্বনি, প্রসাদপুর রাজ-অট্টালিকায় প্রতিধ্বনিত হইয়া রাজা দেবীপ্রসাদের হৃদয়ে হিংসার অগ্নিপ্রবাহ ঢালিয়া দিল। ক্রোধে, ঈর্ষায় প্রসাদপুরেশ্বর জ্বলিয়া উঠিলেন। ইচ্ছা হইল, এই মুহূর্ত্তেই, দেবীপুরাধিপতির অহঙ্কার চূর্ণ করেন। কিন্তু রাজা কালীকিঙ্করও তাঁহার অপেক্ষা হীনবল বা সম্পদ-হীন নহেন। কাজেই হৃদয়ের ক্রোধ-রাশি হৃদয়েই পুঞ্জীভূত রাখিতে হইল। কিন্তু এ বড় অপমান,—তাঁহার নিজের রাজ্যে, নিজের প্রজা,—নিজের রাজার জয়-ঘোষণা না করিয়া অপর রাজার জয়ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত করিতেছে! এ অপমান অসহনীয়। সেই মুহূর্ত্তেই পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে অন্ন-বস্ত্র বিতরণের আদেশ হইল, যাতে

মাতাল।

দেবীপুরাধিপতি রাজা কালীকিঙ্করের সুনাম, সুযশ ভেসে যায়, যাতে তাঁর জয়গান ডুবিয়া যায়, যাতে তাঁর নাম আর কেহ উচ্চারণ না করে।

দলে দলে ভিক্ষুক আসিল। আশাতিরিক্ত ভিক্ষা পাইয়া আনন্দিত চিত্তে জয়ধ্বনি ও আশীর্ব্বাদ বাণীতে মুহুর্মুহুঃ চতুর্দ্দিক্ কাঁপাইয়া তুলিল। দর্শকবৃন্দ সে অপূর্ব্ব গরিমাময় দৃশ্য দর্শনে পুলকস্পন্দনে তাহারাও দেবীপুররাজের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে কেবল সহস্র সহস্র কণ্ঠে উত্থিত হইল,—"জয় রাজা কালীকিঙ্করের জয়।"

দূরে বহুদূরে দিগন্তে প্রতিধ্বনি উঠিল,—"জয় রাজা কালীকিঙ্করের জয়।"

পথিক কর্ম্ম ভুলিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিল,—"জয় রাজা কালীকিঙ্করের জয়।"

বালক-বালিকা খেলা ধূলা ভুলিয়া, কোমল-কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠাইয়া বলিল—"জয় রাজা কালীকিঙ্করের জয়।"

তখন জলকল্লোলের মত অবিরত ধ্বনিত হইতে লাগিল,—"জয় রাজা কালীকিঙ্করের জয়।"

সহসা মেঘ-মন্দ্রে ধ্বনিত হইল,—"জয় মা ভবানীর জয়।"

চমকিতচিত্তে সকলে দেখিল,—"মাতাল।"

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল,—"মাতালবেটার মদের দাম নেই, তাই এসেছে।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপে মাতাল দেখিল,—জনতার মধ্যে অমল,—অধরে তার শ্লেষের হাসি।

মুহূর্ত্তে মাতাল কোমর বাঁধিয়া বিতরণ কার্য্যে লাগিয়া গেল। তাহাকে কেহ বাধা দিল না,—কিছু বলিল না।

অমল দেখিল,—"মাতালের বদনে স্নিগ্ধ মধুর হাস্য, নয়নে করুণার স্ফুরণ—দেহে অপূর্ব্ব কান্তি, অনুপম জ্যোতিঃ।"

সে একটু বিস্মিত হইয়া ভাবিল,—কই, মাতাল ভিক্ষা না চাহিয়া ভিক্ষা দিতেছে! এ কি রকম হ'ল।

সহসা জনতা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল,—সকলে সভয়ে পলায়ন-তৎপর হইল।

কারণ অনুসন্ধানে মাতাল দেখিল—একটা গাভী উচ্চশৃঙ্গ উচ্চ ক'রে, উন্মত্তবৎ শত বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া ছুটিতেছে। গাভীর সে ভয়ঙ্করী-মূর্ত্তি দর্শনে কেহ তাহাকে ধরিতে বা নিকটে যাইতে সাহস করিতেছে না।

একগাছি রজ্জু গাভীর গলদেশে ঝুলিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ও রুধিরাক্ত।

মুহূর্ত্তে মাতাল ছুটিয়া গাভীর সম্মুখে আসিল।

দুরন্ত গাভী শান্ত ভাব ধারণ করিয়া উন্নত গ্রীবা নত করিল। মাতাল রজ্জু ধারণ করিলে,—গাভী ধীরে অগ্রসর হইল। মাতালও ধীরে ধীরে তাহার সহিত চলিল। কিছুদূর যাইয়া গাভী অনতিবৃহৎ এক ভগ্নবাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটী শীর্ণকায় যুবক বহির্দ্দেশে আসিয়া দেখিল—তাহাদেরই গৃহ-পালিত গাভী সহ একটী যুবক দ্বারে দণ্ডায়মান। সবিস্ময়ে বলিল,—"একি! এ গাভী আপনি কিরূপে, কেমন ক'রে, কোথা থেকে পেলেন?"

"ব'লছি। তৎপূর্ব্বে বলুন দেখি, এ গাভীটী কি আপনার?"

"হাঁ—আমার।"

"কশাইকে কি বিক্রয় ক'রেছিলেন ?"

"ক'রেছিলুম।"

"ক'রেছিলেন !"

"হাঁ—ক'রেছিলুম।"

"আশা করিনি,—এ কথা যে শুন্‌বো, তা আশা করিনি। হিন্দু হয়ে, ব্রাহ্মণ হয়ে, ভদ্রলোক হয়ে, দেবী-স্বরূপিণী জীবন-দায়িনী জননী গাভীকে বৃদ্ধাবস্থায়—আজীবন পালন না ক'রে—কশাইকে বিক্রয় ক'রেছিলেন ! ভেবেছেন কি বিধির বিধান—ধর্ম্মকর্ম্ম কিছু নেই ?"

উত্তেজিত-কণ্ঠে যুবক বলিল—

"না ধর্ম্ম নেই। ও নাম আর উচ্চারণ ক'র্‌বেন না। ধর্ম্ম এখন অর্থ,—বিবেক এখন স্বার্থ,—বিধি এখন পীড়ন।"

"এই যে ভগ্ন জীর্ণ বাটী দেখ্‌ছেন—এ বাটী এমন ধারা চিরদিন ছিল না। একদিন শোভায় সৌন্দর্য্যে ইহা পথিকের মন হরণ ক'র্‌তো। এই যে বিশুষ্ক বিবর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বল দেখ্‌ছেন আমায়,—আমিও কিন্তু এমন ধারা চিরদিন ছিলুম না। একদিন—আমার রূপ, স্বাস্থ্য, শক্তিতে অনেকের হৃদয়ে ঈর্ষার বহ্নি জাগাইয়া দিত।"

"এই বাটী একদিন শান্তির আগার ছিল,—হাস্যের কল্লোল, প্রীতির হিল্লোল বহিত ;—কমলার করুণায় অতুল শ্রী ছিল। কিন্তু এখন—এখন এ যেন একটা শ্মশান। শুধু আছে হাহাকার, আছে ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস,—পীড়িতের অভিশাপ,—আছে অভাবের তাড়না,—আছে জ্বালা, আছে ব্যথা,—মর্ম্ম-ভেদী ব্যথার সান্ত্বনা নেই, প্রলেপ নেই, আছে

শুধু ক্ষত,—গভীর ক্ষত, সীমা নেই, অন্ত নেই। আছে অশান্তির দাবানল, আর আছে অত্যাচারের স্মৃতি।"

"বৃদ্ধ-পিতার শ্রীচরণ পূজা ক'রে, পত্নীর অনাবিল অগাধ ভালবাসায় স্নাত হয়ে, ভগ্নীর অত্যাচার আব্দার বহন ক'রে,—একমাত্র পুত্রের কোমল কমল-কোরক সম বদনে চুম্বন ক'রে, অতিথি আতুরের সেবা ক'রে, বড় সুখী ছিলুম আমি। কোনও দিন জ্ঞানতঃ কোনও অন্যায় অসঙ্গত কার্য্য জীবনে করি নাই। তবে,—তবে কেন আজ আমার এমন হ'লো? তাই বলি ধর্ম্ম নাই।"

"ভুল। ধর্ম্ম আছে, আপনার বিশ্বাস নাই।"

"বিশ্বাস নেই! পিতাকে প্রত্যক্ষ-দেবতা জ্ঞানে পূজা ক'রেছি,—কর্ত্তব্যবোধে পিতা, পুত্র, পরিবার, ভগ্নীর যথাযোগ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ক'রেছি, ভরণ পোষণ ক'রেছি—নারায়ণ-জ্ঞানে অতিথির সেবা ক'রেছি, ধর্ম্ম ভেবে আতুরের সাহায্য ক'রেছি। তবে কেন আজ সংসারের একমাত্র অবলম্বন শান্তি-সুখ-পুলক-প্রদায়িনী সহধর্ম্মিণীকে হারাইলাম! কেন তবে আজ আমার সরলা নির্ম্মলা পবিত্র-হৃদয়া ভগ্নী বৃথা কলঙ্কভারে প্রপীড়িতা জীবন্মৃতা অবিবাহিতা হয়ে আমার দেহকে দুর্ব্বিসহ চিন্তায় নিপীড়িত ক'চ্ছে? কেন তবে আজ চিকিৎসা ও পথ্যাভাবে আমার আরাধ্য-দেবতা পিতা, মরণকে আহ্বান কর্চ্ছেন? এই কি আমার বিশ্বাসের, আমার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা-স্থাপনের পরিণাম?"

"এত' তাঁর অনুগ্রহ।"

"অনুগ্রহ!"

"হাঁ—অনুগ্রহ।"

"আপনি দেখ্‌ছি পাগল।"

"পাগল কে নয়? কেউ বা অর্থের জন্য পাগল—কেউ বা রূপের জন্য পাগল—কেউ বা যশের জন্য পাগল—কেউ বা বিদ্যার জন্য পাগল—কেউ বা ঈশ্বরের জন্য পাগল—এ সংসারে পাগল কে নয় ভাই? পাগল না হ'লে অসার বস্তুর জন্য মানুষ হা হুতাশ করে?—ঐশ্বর্য্য-লাভের আশায় কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দেয়? পাগল না হ'লে ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করে? শুন ভাই, বাসন যেমন সিন্দুকে মর্‌চে পড়ে, সেই রকম, সংসারের বাসনারূপ সিন্দুকে থাকিয়া মানুষেও মায়া-মোহরূপ মর্‌চে ধরে। যেমন মর্‌চে-পড়া বাসন ঘসে-মেজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে তবে ব্যবহার কর্‌তে হয়,—তেমনি মায়া-মোহরূপ মর্‌চে-পড়া মানুষকে ঘসে মেজে নিয়ে তবে ঈশ্বর তাকে কোল দেন—সংসারের বাসনা-সিন্দুক থেকে মুক্ত ক'র্‌তে, একে একে তার সমুদয় বন্ধন ছেদন করেন। তাই বলি ভাই! তোমার প্রতি তাঁর অসীম অনুগ্রহ।"

"কিন্তু এরূপ অনুগ্রহের আমি প্রত্যাশী নই।"

"প্রত্যাশী নও বলেই ত' অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়েছ। স্বার্থ যার আছে,—তার প্রতি তিনি কখনও অনুগ্রহ করেন না। এ তাঁর পরীক্ষা, কখনও বিচলিত হ'য়ো না।"

"বিচলিত হবো না! রূপে গুণে সরস্বতী ও বীণাপাণির প্রতিমূর্ত্তি একমাত্র ষোড়শ-বর্ষীয়া ভগ্নী আমার অবিবাহিতা,—আর আমি বিচলিত হবো না। যান মশাই, আপনার উপদেশে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।"

"ভাই, তুমি তাড়ালেও তো আমি যাব না। তোমাকে বন্ধু

মনে ক'রেই ব'লছি—আমায় অসঙ্কোচে সব বল—পারি উপায় ক'র্‌বো!

"ক'র্‌বেন! উপায় ক'র্‌বেন? ক'র্‌তে পার্‌বেন। না না—সে যে শক্তিমান্‌, সে যে ধনবান্‌,—না, পার্‌বেন না।"

"কে সে?"

"সে রাজা দেবীপ্রসাদ। আমার ভগ্নীকে বিবাহ ক'র্‌বার প্রস্তাব ক'রে তার এত স্পর্দ্ধা,—এত অহঙ্কার যে, সে আমার ধর্ম্ম, আমার কৌলিন্য মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে—আমার ভগ্নীকে বিবাহ ক'র্‌তে চায়! ক্রোধে ক্ষোভে আমি সগর্ব্বে উত্তর দিই,—"ভগ্নীকে হত্যা ক'র্‌ব—তবু তাকে রাজা দেবীপ্রসাদের করে সমর্পণ ক'র্‌বো না।"

"আমার বাক্যের উত্তরস্বরূপ সে আমার জমি-জায়গা বলপূর্ব্বক গ্রহণ ক'র্‌লে। মিথ্যা অভিযোগে আমায় ধৃত ক'রে সর্ব্বস্বান্ত ক'র্‌লে। তাতেও আমি উদ্যম না হারিয়ে ভগ্নীর জন্য অনেকের অনুগ্রহপ্রার্থী হ'লেম। আমার ভগ্নীর রূপে গুণে মুগ্ধ হ'য়ে অনেকে বিনা অর্থে কন্যা গ্রহণে সম্মত হলেন। কিন্তু পাপিষ্ঠ রাজার প্রতিশোধলিপ্সা মেটে নাই, সে আমার সরলা-পবিত্রহৃদয়া ভগ্নীর নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটালে। যাঁরা দয়া ক'র্‌বেন ব'লেছিলেন—তাঁরা সকলেই আমাকে হতাশ ক'র্‌লেন। আত্মীয় আত্মীয়তা ত্যাগ ক'র্‌লেন। বিনা কারণে, বিনা অপরাধে আমি পৃথিবীর পরিত্যক্ত হ'লেম। এততেও রাজার পরিতৃপ্তি হ'লো না, করুণার সঞ্চার হ'লো না,—সে আমার ভগ্নীকে অপহরণের কল্পনা ক'র্‌লে! যখন সে কথা শুন্‌লেম, তখন চক্ষের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হ'য়ে এলো, জগৎ যেন গভীর একটা ম্লান আঁধারে

ডুবে গেল,—আর সেই আঁধারের বুক চিরে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড যেন লোলরসনা বিস্তার ক'রে গগনস্পর্শ করলে। সব জীবজন্তু তা'তে পতঙ্গের মত প'ড়ছে—আর পুড়ে ম'র্‌ছে। সহসা মনে হ'লো—দিই—ভগ্নীকেও ঐ অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিই। কল্পনা ক'র্‌লুম, কিন্তু পার্‌লুম না। ধর্ম্ম রাখ্‌বো, মর্য্যাদা রাখ্‌বো,—বোন্‌কে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'র্‌বো—তবু মর্য্যাদা হারাবো না। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞায় স্বহস্তে ভগ্নীর চরণস্পর্শী কেশ-রাশি কেটে ফেল্‌লুম। শুধু তাই নয়—উত্তপ্ত-লৌহশলাকায় কুসুমকোমল অঙ্গ তার বিকৃত ক'রে দিলুম। তার যন্ত্রণার আর্ত্তনাদে কর্ণ যেন বধির হ'য়ে গেল। অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার জন্মা'ল—ক্রোধে সেই উত্তপ্ত-শলাকায় নিজের ললাটে ভীষণ আঘাত ক'র্‌লুম। জ্ঞানহীন দেহ আমার মাটিতে লুটা'ল, এই দেখুন, প্রত্যক্ষ দেখুন ললাটে সেই আঘাতের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান।"

মাতাল দেখিল সত্যই যুবকের ললাটে ভীষণ আঘাতের চিহ্ন। করুণায় মাতালের হৃদয় ভরপূর হইয়া উঠিল—সহানুভূতির অশ্রুতে নয়ন তার সিক্ত হইল। ব্যথিত চিত্তে মাতাল বলিল—

"ওঃ, এত অত্যাচার! এত অবিচার!"

"হাঁ, এত অবিচার। আমি ভাবি, কি ক'রে, কেমন ক'রে আমি বেঁচে আছি? কেন আমি উন্মাদ হইনি, কেন আমি মরিনি? তা হ'লে এ অত্যাচার অবিচার সহ্য ক'র্‌তে হ'তো না।"

"স্থির হও ভাই, অধীর হ'য়ো না। আমি শপথ ক'র্চ্ছি,—তোমার ভগ্নী—আজ হ'তে আমারও ভগ্নী, আমি তার বিবাহ দেব-ই দেব। সাধ্য থাকে রাজা বাধা প্রদান ক'রবেন। দেখ্‌বো তাঁর কত শক্তি।

তুমি ভাই, এখনকার মত এই অর্থ কাছে রাখ,—তার পর আবার দেব। আর বৃথা চিন্তায় তুমি শরীর নষ্ট ক'রো না।"

যুবক স্তম্ভিত, বিস্মিত। এমন সময় পূর্ব্বোক্ত কশাই দুটো উপস্থিত হইয়া গাভীর মূল্য ফেরত চাহিল। বিনা-বাক্যে মাতাল কশাইদের হস্তে দাবী অনুযায়ী অর্থ প্রদান করিল,—তাহারা বিনা-বাক্যে চলিয়া গেল।

বিস্ময়-চকিত কণ্ঠে যুবক বলিল, "আপনি কি মানুষ! কই, মানুষে তো এত করুণা, এমন সহানুভূতি কখনও দেখি নাই, শুনি নাই। মানুষ তো কেবল অনিষ্টই করে, উপকারও যে করে, তা তো জান্‌তুম না। না, আপনি মানুষ নন্—দেবতা। বলুন বলুন,—করুণা যখন ক'রেছেন, তখন বলুন কে আপনি?"

"আমার নাম শোননি? আমার নাম 'মাতাল'।"

মাতাল দ্রুত চলিয়া গেল।

যুবক ভাবিল, এই-ই সেই 'মাতাল'! এত উন্নত, এত মহান্, এত পবিত্র!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"মা!"

"এস বাবা, ভেতরে এস। তুমি আমার পেটের ছেলের মত,—লজ্জা কি বাবা, ভেতরে এস।"

অতি জীর্ণ এক কুটীরের ভিতর মাতাল প্রবেশ করিয়া বলিল, "মা, তুমি দেবী। লোকের মন কত জটিল, কত কুটিল, তা জান না,—হয় তো নানা লোকে নানা"--

বাধা প্রদানে বিধবা বলিলেন, "কি, লোকে ব'ল্‌বে ব'লে আমি তাতে ভয় পাব! যারা অধার্ম্মিক, পাপী, তা'রাই লোকের কথায় ভয় পায়। যদি আজীবন আন্তরিক-ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিতে স্বামী-দেবতার পূজা ক'রে থাকি,—তবে মানুষ তো দূরের কথা, দেবতাকেও ভয় করি না।"

ভক্তিপ্রদীপ্তা তেজোগর্ব্বিতা বিধবার নয়নে যেন একটা উজ্জ্বল বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, বদনে একটা অতুল গরিমা ফুটিয়া উঠিল। সে তেজোময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী গাম্ভীর্য্যময়ী অতুলনীয়া মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি দর্শনে মাতাল চমৎকৃত হইল।

আবেগ-কম্পিত হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মাতাল বলিল, "মা—মা, তুই শুধু সুশীলের মা নস্‌, আমার মা নস্‌—তুই জগতের মা। তোর নয়নে যে পবিত্র বহ্নি দেখ্‌লুম, সে বহ্নিতে মানুষ কেন,—বিশ্ব পুড়ে ভস্ম হ'তে পারে। তুই দেবী, তোকে মা ব'লে তোর নিকট সন্তানের

স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য। দে মা, দে, তোর পদধূলিতে আমায় পবিত্র কর্, আমায় ধন্য কর্।" ভক্তিভরে বিধবার পদধূলি লইয়া মাতাল অঙ্গে মাখিল।

বিধবা উৎফুল্লিতচিত্তে মাতালের সারল্যমণ্ডিত বদনের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আজ আমিও তোমার মাতৃত্বের গর্ব্বে অতুল গর্ব্ব অনুভব ক'চ্ছি।"

"হাঁসালি মা, হাঁসালি। আমি একটা মাতাল, ভবঘুরে লোক, সকলেই আমায় মাতাল ব'লে অবজ্ঞা করে, ঘৃণা করে; কেবল তুই আমায় আদর ক'রে ছেলে ব'লে কোলে টেনে নিয়েছিস্।"

"তোমায় মাতাল ব'লে ঘৃণা করে! যারা দয়ামায়া বর্জ্জিত, বিবেক বুদ্ধিরহিত, তারা—সেই তারা শুধু তোমায় ঘৃণা করে। কালর সবই অদ্ভুত, অস্বাভাবিক। স্বামী বর্ত্তমানে যখন আমাব ঐশ্বর্য্য ছিল, তখন কতশত লোক আস্তো যেতো, শুভ-কামনা ক'র্তো, আত্মীয়তা দেখাতো। কিন্তু যখন স্বামী হারিয়ে উদরান্ন অভাবে পুত্রের হাত ধরে, স্বামীর স্মৃতি-বহুল আমার দেবালয়-স্বরূপ ভিটা বিক্রয় ক'রে এই কুঁড়ে ঘরে এলুম, কই, তখন তো কেউ দেখ্‌লে না? তারাই আবার তোমার নিন্দা করে, তারাই আবার মানুষ ব'লে গর্ব্ব করে! আশ্চর্য্য!"

"বাবা, তুমি আমার একমাত্র পুত্রকে ফিরিয়ে দিয়েছ; আমার স্বামীর স্মৃতি, তাঁর বংশধরকে রক্ষা ক'রেছ,—তুমি বিশ্বের অনাদৃত হ'লেও, তুমি আমার অতি আদরণীয়। আর—আর -তুমি যদি মাতাল হও, তবে আশীর্ব্বাদ করি,—জগতের সকল লোকই যেন তোমারই মত "মাতাল" হয়।"

হাসিয়া মাতাল বলিল, "মা কি আর ছেলের দোষ দেখ্‌তে পায় ? সে যাক্ এখন, সুশীল কোথায় মা !"

"টোলে গেছে। সেও তোমার কথা বলে,— বলে, 'যে দিন গাড়ীর তলায় প'ড়েছিলাম, সে দিন মাতাল না থাক্‌লে, আমাকে তুমি আর ফিরে পেতে না' তা সত্যি কথা, বাবা! তোমার ঋণ অপরিশোধনীয়।"

কথা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে মাতাল বলিল, "ও সব কথা এখন রেখে কিছু খেতে দাও—বড ক্ষিধে পেয়েছে।"

সহসা হাস্যময়ী বিধবার বদনমণ্ডল গম্ভীর হইল,—চিন্তার একটা রেখা দেখা দিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিধবা বলিলেন, "বাবা একটু ব'স, একটা কাজ সেরে এখনি আস্‌ছি।"

"কোথায় যাবে মা ?"

"এই—এখানে।"

"বুঝেছি মা। আর তোমায় যেতে হবে না। তুমি আমার বেজায় সুখ্যাতি ক'র্‌ছিলে কিনা, তাই সেই সুখ্যাতির বেগ রোধ ক'র্‌বার জন্য খেতে চেয়েছিলুম। নইলে সত্যি, আমার একেবারেই ক্ষিধে নেই, তুমি ব'স "

বিধবা কাঁদিয়া ফেলিলেন। সে ক্রন্দনে মাতালেরও নয়ন অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল। অনুতপ্ত-হৃদয়ে মাতাল বলিল, "কেঁদ না, কষ্ট ক'র না মা! না জেনে না বুঝে তোমার মনে কষ্ট দিলুম,—তোমায় কাঁদালুম, আমায় দয়া কর, আমায় ক্ষমা কর মা! আর চল্ মা, এ জীর্ণ দীর্ণ ভগ্ন কুটীর ছেড়ে দেবীপুর রাজ-অট্টালিকায় চল্—সেখানে

তুই রাজ-মাতা হ'য়ে প্রজা পালন ক'র্‌বি। রাজা কালীকিঙ্কর সেবকের মত, সন্তানের মত, তোর চরণ সেবা ক'রে, তোকে মা ব'লে হৃদয় জুড়াবে,—চল্ মা চল্।"

"না বাবা, সেখানে যাব না।"

"কেন মা? রাজা তোমায় পেলে বড় সুখী হবে। সেও মাতৃহীন। তার ছিল সব, নেই কেউ। আমার মুখে তোমার কথা শুনে সে কেঁদে ব'ল্লে, মাকে এখানে নিয়ে এস, মাকে পূজা ক'রে, মা ব'লে সেবা ক'রে, হৃদয়-ব্যথা লাঘব করি। তাই বলি চল্ মা সেখানে।"

"না বাছা, আমি কোথাও যাব না।"

"যাবে না? সে রাজা বড় দুঃখী, তাই সে দুঃখীকে ভালবাসে, দুঃখীর সঙ্গে কাঁদে,—দুঃখীর সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব। সকলে আমায় অবজ্ঞা করে, মাতাল ব'লে ঘৃণা করে, তাই সে সকলের চেয়ে আমাকে বেশী ভালবাসে। এমন দুঃখীর প্রতি তোমার দয়া হবে না মা?"

"দয়া হবে না! তার জন্য আমার প্রাণ কাঁদ্‌ছে, সন্তান ব'লে তাকে বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে ক'র্চ্ছে। কিন্তু আমি তো যেতে পার্‌বো না, না না, কিছুতেই যেতে পার্‌বো না। আমার কোথাও যাবার উপায় নাই। সে রাজার বাড়ী, মেলাই গোলমাল,—মেলাই ভিড়, সেখানে আমার পূজার, আমার নারায়ণের আরাধনার ব্যাঘাত হবে। না আমি যাবো না, যেতে পার্‌বো না।"

বিধবার কণ্ঠস্বর দৃঢ় ও উচ্চ হইল

মাতাল।

"তোমার গৃহে নারায়ণ আছেন? কই আমি তো দেখিনি, জানিনে!"

"দেখ্‌বে এস।"

মাতাল বিধবা সহ ক্ষুদ্র একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল,—কক্ষে পূজার উপকরণ সবই রহিয়াছে, কিন্তু নারায়ণ শিলা নাই।

মাতাল জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় মা তোমার নারায়ণ?"

অঙ্গুলি সঙ্কেতে বিধবা ভিত্তি-গাত্রস্থিত একখানি তৈল-পট দেখাইয়া বলিলেন, "উনিই আমার নারায়ণ, আমার আরাধনার দেবতা,—আমার স্বামী।"

মাতাল দেখিল,—তৈল-পটখানির নিম্নে লেখা রহিয়াছে,—মহা-মহোপাধ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীচন্দ্রপতি শাস্ত্রী শিরোমণি।

মাতাল বলিল, যাঁর বিদ্যার প্রভাবে সমগ্র ভারত পর্য্যন্ত, প্রতিভার জ্যোতিতে আলোকিত, যাঁকে আবাল্য দেবতা জ্ঞানে পূজা ক'রেছি, ভক্তি ক'রেছি, সেই মহাত্মার সহধর্ম্মিণী তুমি? আজ ভিখারিণী অনাথিনী! অথচ এই বিশাল ভারতে কুবের সদৃশ শত শত ব্যক্তি রয়েছেন। মা! এই জন্যই আজ ভারতবাসী এত হেয়, এত হীন। ভারতে প্রতিভার পূজা নাই, জ্ঞানের আদর নাই, বিদ্যার কদর নাই। সকলেই এখন অর্থ-উপাসক। অর্থ-ই দেবতা, অর্থ-ই মোক্ষ, অর্থ-ই পুণ্য-ধর্ম্ম, অর্থ-ই আরাধ্য। পরের উন্নতিতে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরে যারা, তাদের অবনতি হবে না তো হবে কাদের? এখন বল মা, আদেশ কর মা, এ ভগ্ন-কুটীর ভগ্ন ক'রে অট্টালিকা নির্ম্মাণ ক'রে দিই।"

"না বাবা, ভিখারিণী অট্টালিকা নিয়ে কি ক'র্‌বে ?"

"তবে অনুমতি দাও, রাজা কালীকিঙ্করকে ব'লে এই ভগ্ন-কুটীরেই এ দেবতার প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে, এঁরই নামে এক অন্নসত্র স্থাপন করি, অনুমতি দাও মা,—এ অনুমতি দিতেই হবে, নতুবা ছাড়্‌বো না। এ সন্তানের আব্দার।"

"তুই সত্যিই পূর্ব্বজন্মে আমার ছেলে ছিলি—এ জন্মেও হলি। বেশ তাই কর্‌!"

"অতি আগ্রহে এ কাজ ক'র্‌বো। হাঁ আর একটা কথা, রাজা কালীকিঙ্কর তোমায় একশত টাকা প্রণামীস্বরূপ দিয়েছেন এবং প্রতিমাসে দেবেন।"

"ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন, কিন্তু আমি এ নেব না।"

"কেন মা! সন্তানের কর্ত্তব্যই যে বৃদ্ধ-জনক-জননীকে এইভাবে পূজা করা। হতভাগ্য রাজার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক হয়ে থাকে যদি, সন্তান জ্ঞান ক'রে থাক যদি, তবে এ প্রণামী গ্রহণে তার নিদর্শন দেখাও মা!"

মাতাল বিধবার চরণতলে টাকাগুলি রাখিয়া ভক্তিভরে তাঁর চরণধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "তবে আসি মা ?"

বিধবার তখন কথা কহিবার শক্তি নাই। নয়ন আর্দ্র, অধরোষ্ঠ কম্পিত, কৃতজ্ঞতায় হৃদয় তাঁর উদ্বেলিত।

মাতাল চলিয়া গেল।

বিধবা ভাবিলেন, "এ মাতাল না দেবতা!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"দেওয়ান! এ কিসের বাদ্যধ্বনি?"
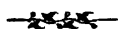
"বিবাহের।"

"বিবাহের! কোথায়, কার বিবাহ?"

"সদয়কুমারের ভগ্নীর।"

"সদয়কুমারের ভগ্নীর! যে আমার ক্রোধে সমাজচ্যুত, তার ভগ্নীর বিবাহ! কোথায়—কার সঙ্গে বিবাহ তা'কি জান?"

"জানি! দেবীপুর-রাজ কালীকিঙ্করের প্রধান সভা-পণ্ডিতের পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ।"

"কবে?"

"আজই!"

"এ বিবাহের উদ্যোগী কে জান?"

"জানি। যে মাতালের কথা আপনি ইতিপূর্ব্বে শুনেছিলেন,—সেই মাতালই এ বিবাহের উদ্যোগী। বিশ হাজার টাকা জামাতার কৌলীন্য মর্য্যাদার জন্য প্রদান করিতেছেন।"

"কে এই মাতাল, যে আমার শক্তি উপেক্ষা করে? আমারই নিগৃহীত, নিপীড়িত, আমারই কৌশলে জাতিচ্যুত, আমারই ষড়-যন্ত্রে কুলটা নামে অভিহিত, তারই সঙ্গে কুলীন-শ্রেষ্ঠ রাজ-সভাপণ্ডিতের পুত্রের সঙ্গে বিংশ সহস্র মুদ্রা প্রদানে বিবাহ দেয়, কে এই মাতাল?"

"কি জানি, কে এই মাতাল। তবে অনেকের বিশ্বাস ও অনুমান সে ডাকাত।"

"সে যেই হোক, তার স্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি ব্যোমস্পর্শী। এ স্পর্দ্ধা তার নমিত ক'রে দিতে হবে। একটা সামান্য মাতাল যদি আমার শক্তিকে অগ্রাহ্য করে, আমারই রাজ্যের ভিতর নিজের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য ক'রে চলে যায়,—তবে প্রজারা আমার শক্তি-সামর্থ্যে সন্দিহান হবে। আমার শাসন আর কেউ মানবে না, রাজস্বও কেউ দেবে না। মাতালকে শাসন ক'র্‌তেই হবে, এ বিবাহ পণ্ড ক'র্‌তেই হবে! শোন দেওয়ান, এই মুহূর্ত্তে লাঠিয়ালদের খবর দাও। যেন আজই রাত্রে বিবাহবাটী আক্রমণ ক'রে, বিবাহ পণ্ড ক'রে দেয়। আর মাতালকে যেরূপে যেমন করে হোক, আমার কাছে যেন বেঁধে আনে। জীবিত বা মৃত আমি মাতালকে চাই-ই, যাও।"

"যথা আজ্ঞা।"

দেওয়ান প্রস্থানোদ্যত হইলে, পুনরায় আহ্বান করিয়া রাজা বলিলেন, "শোন দেওয়ান, তুমি আমার অতি বিশ্বাসী। আমার সকল গুপ্ত-কার্য্যই তুমি জান এবং তুমিই আমার প্রধান সহায়, ভরসা। সেই জন্যই আমার অনুগ্রহে তুমি আজ দেওয়ান, সকলের শীর্ষ-স্থান অধিকার ক'রেছ। যদি এই শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকতে চাও, তবে আমার আদেশ বিস্মৃত হয়ো না, পালনে বিলম্ব ক'রো না—যাও।"

নীরবে দেওয়ান চলিয়া গেল। রাজা কল্পনায় দেখিলেন বিবাহ

পণ্ড হইয়াছে, মাতাল ধৃত হইয়া তাঁর সম্মুখে যুক্তকরে দণ্ডায়মান, আর পার্শ্বে সদয়কুমার ও তদীয় ভগ্নী তাঁহার করুণা-ভিখারী রূপে দণ্ডায়মান।

রাজার বদন সুখকল্পনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—*—

সদয়কুমারের ভগ্ন-জীর্ণ ক্ষুদ্র বাটী নবকলেবরে, নববেশে, নবভাবে সজ্জিত হইয়াছে। দ্বারস্থিত মধুর সাহানার ধ্বনি চতুর্দ্দিকে মধু ছড়াইয়া দিতেছে।

মাতাল মহাব্যস্ত, কথা কহিবার বা বিশ্রামের সময় নাই, কারণ মাতাল বরকর্ত্তা, আবার মাতালই কন্যাকর্ত্তা।

অদূরে পাত্রের বাসাবাটী। পাত্রের সঙ্গে দেবীপুররাজ্যের অনেক সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আসিয়াছেন। মাতালের মুখে প্রকাশ যে রাজা কালীকিঙ্কর অসুস্থ, নতুবা তিনিও আসিতেন।

এত উচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ যে মাতালের আহ্বানে আসিবেন—তাহা সদয়কুমার ভাবেন নাই। আর শুধু সদয়কুমার কেন, কেহই তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। মাতালের এই অদ্ভুত কার্য্যে, অসীম ক্ষমতায় সকলেই আশ্চর্য্য।

নিশারাণী যখন মাথায় উজ্জ্বল মুকুট পরিয়া, তারা-হারে শোভিত হইয়া, পুষ্পের সৌরভে ধরা মাতাইয়া উজ্জ্বল মুকুটের স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া, প্রকৃতির আবাহনে শঙ্খধ্বনির বাদ্যে ধীরে ধীরে আসিয়া, অলস অবশ-অঙ্গ যখন পৃথিবী-বক্ষে ছড়াইয়া দিলেন, তখন শত তারার ন্যায়, শত দীপ জ্বালিয়া উজ্জ্বলকিরণে চারিদিক্ আলোকিত পুলকিত, করিয়া শোভা-সৌন্দর্য্য বিতরণে, গুরু-গম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে হৃদয় পুলকে নাচাইয়া, বালক-বালিকার আনন্দ-নর্ত্তনে,

ঝিঁঝিঁ পোকার সহিত ঐক্যতান মিলাইয়া, মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া বর ও বরযাত্রী আসিল। সন্ধ্যা আবাহনের ন্যায় শত শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল। চাঁদও তাহা শুনিতে উঁকি মারিল।

সহসা আশেপাশে চারিদিকে "মার মার" শব্দ উত্থিত হইল। সকলে কম্পিত-চরণে কম্পিত-হৃদয়ে পলায়নতৎপর হইল।

মাতাল সকলের গতি রুদ্ধ করিয়া বলিল, "ভয় নাই, স্থির হউন। বিশহাজার টাকা যৌতুক শুনিয়া উহা লুঠের আশায় ডাকাত প'ড়েছে। ডাকাত যে প'ড়্বে, তা আমি পূর্ব্বেই জান্‌তুম, সে জন্য আমিও পূর্ব্ব হ'তেই প্রস্তুত আছি। আপনারা সকলেই শঙ্কা ত্যাগ ক'রে সুস্থচিত্তে বসুন। মাতালের বাক্য শেষ হইতে না হইতে উর্দ্ধশ্বাসে ভীমাকৃতি একব্যক্তি আসিয়া মাতালের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মাতাল জিজ্ঞাসা করিল, "সর্দ্দার, খবর কি?"

"হারু-সর্দ্দার আপনার অশীর্ব্বাদে কখনও পেছপাও হয়নি—হবেও না, আজও আমরা জিতেছি।"

"বড়ই খুসী হলেম। এই নাও তোমাদের পুরস্কার।" এই বলিয়া এক থলি মুদ্রা মাতাল হারুর হাতে প্রদান করিল। প্রণামান্তে হারু চলিয়া গেল।

সদয় ভাবিল, "কে এই উদার, অত্যুদার মাতাল! ব্যবহারে দেবতা, অথচ মাতাল। আঁধার আলোক পাশাপাশি, অদ্ভুত, আশ্চর্য্য বিধাতার সৃষ্টি।"

বিনা বাধায় মহাসমারোহে সদয়কুমারের ভগ্নীর বিবাহ হইয়া গেল। পিতা-পুত্র কৃতজ্ঞতায় অন্ধ হয়ে মাতালকে প্রণাম করিলেন।

ত্রস্তে, ভয়ে, দূরে সরিয়া মাতাল বলিল, "ছিঃ ছিঃ করেন কি? আপনারা ব্রাহ্মণ—দেবতা, আমি শূদ্র—সেবক।"

সদয়কুমারের পিতা বলিলেন, "তুমি শূদ্র নও, মানুষ নও,—তুমি জগতের শিক্ষা-দীক্ষা-দাতা, মানবের ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক। আর তুমি আমার দেবতা, আমার কাণ্ডারী।"

— —

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"কি ব'ল্‌ছো, তুমি দেওয়ান? একি সত্য? সত্যই কি একটা সামান্য মাতাল আমার শক্তিকে হটিয়ে দিলে! একি সত্য? না ভুল শুনেছো, ভুল্ ব'ল্‌ছো।"

"না মহারাজ, এ ভুল নয়, এ ধ্রুব, স্থূল, প্রত্যক্ষ।"

"আর এই সংবাদ তুমি নিজে আমার কাছে দিতে এসেছ? দেখ্‌ছি—তোমার এ উচ্চপদের বা জীবনের স্পৃহা নেই।"

"যতদূর সম্ভব, যতদূর সাধ্য, বিবাহ পণ্ডের চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু মাতাল যেন অন্তর্যামী, যেন দৈব-শক্তি-সম্পন্ন। আমাদের শত কৌশল, শত চেষ্টা এক নিমেষে ব্যর্থ ক'রে দিলে।"

"সদয় কুমারের বাটীর পশ্চাতে যে ক্ষুদ্র আম্রকানন আছে, তন্মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায় পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল লুকিয়ে থাক্‌তে আদেশ দিই। যখন বরানুগমনে সকলে মহা-ব্যস্ত থাক্‌বে, তখন আক্রমণ ক'র্‌বে এইরূপ উপদেশ দিই! মহাসমারোহে বর এল। লাঠিয়ালরা আক্রমণোদ্যত হ'ল, এমন সময়ে কোথা থেকে একদল লাঠিয়াল এসে, শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় সহসা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লো। অতর্কিত ভীষণ আক্রমণে আমাদের লাঠিয়ালরা আহত হয়ে পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা ক'র্‌তে বাধ্য হল। এতে আমার বা লাঠিয়ালদের কোন অপরাধ নেই।"

"এত দুর স্পর্দ্ধা সে নগণ্য "মাতালের!" সে কি ভেবেছে রাজা

দেবীপ্রসাদ অথর্ব্বের মত, তার এই অত্যাচার, এই উদ্ধত-ব্যবহার নীরবে সহ্য ক'র্‌বে ? দেখ্‌ছি সে মূর্খ, জীবনের মায়া-মমতা-হীন।"

"কিন্তু এ যে বিশ্বাস হয় না দেওয়ান,—যে এক 'মাতাল', বিংশ-সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে, যার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই, তারই ভগ্নীর বিবাহ দেয় ! আমার শাসন, আমার শক্তি উপেক্ষা ক'রে স্বেচ্ছামত আমারই রাজ্যে কার্য্য করে ! এ যে অসম্ভব ব'লে বোধ হয় দেওয়ান।"

"তথাপিও এ সত্য। তাই ব'ল্‌ছি মাতাল যেন দৈব-বলে বলীয়ান্।"

"সে যে বলেই বলীয়ান্ হোক্—আমার ক্রোধাগ্নি হ'তে তার উদ্ধার নেই,—এ নিশ্চয়। সে যেখান থেকে এসেছে, তাকে সেই খানে পাঠাব।"

"সে কোথায় ?"

"পর-পারে। দেওয়ান, একজন বিশ্বাসী,—সাহসী ও কৌশলী যুবকের প্রয়োজন। এরূপ কেহ আছে ?

"আছে।"

"কে সে ?"

"সে আপনারই একজন বর্দ্ধিষ্ণু-প্রজার একমাত্র সন্তান। কি কারণে জানি না, সেও মাতালের পরম শত্রু। মাতালকে বিতাড়িত ক'র্‌তে ইতি মধ্যে অনেক চেষ্টা ক'রে বিফল-মনোরথ হয়। সেদিন আমাদের লাঠিয়ালদের অনেক সাহায্য করে। ঘটনাস্থল হ'তে সে-ই সর্ব্বশেষে পলায়ন করে। সুতরাং সে যে সাহসী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর সে এ ক্ষেত্রে যে বিশ্বাসী হবে,—সে বিষয়েও কোন সংশয় নেই। কারণ,—আমাদেরও যে উদ্দেশ্য, তারও সেই উদ্দেশ্য। এত সতর্কতা

সত্ত্বেও সে আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ব্ব হ'তে জান্‌তে পেরে, সাগ্রহে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়, সুতরাং সে যে চতুর—সে বিষয়েও কোন ভুল নেই।"

"হুঁ। কিন্তু মাতাল কেমন ক'রে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পারলে?"

"বোধ হয় গুপ্তচর নিয়োগ করে'ছিল।"

"সে গুপ্তচর কে তা জান?"

"না।"

"এ তবে অনুমান?"

"সে কে তা যদি জান্‌তুম, তবে এতক্ষণ তাকে হত্যা ক'র্‌তুম।"

সত্যই এ দেওয়ানের অনুমান। মাতাল কোনও গুপ্তচর নিয়োগ করে নাই, বা কোনরূপে সন্ধানও পায় নাই। মাতাল অনুমানে বুঝিয়াছিল যে, অহঙ্কারী রাজা তাঁহার অহঙ্কার অটুট রাখ্‌তে এ বিবাহে বাধা প্রদান ক'র্‌বেনই। এই অনুমানে নির্ভর ক'রেই মাতাল পূর্ব্বাহ্ণে কয়েকজন বলিষ্ঠ লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া পাত্রের সহগামী দরওয়ান, বাহক প্রভৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল। সন্দেহে আম্রকাননের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। সন্দেহই সত্যে পরিণত হইল।—দেখিল কানন মধ্যে বৃক্ষান্তরালে সুদীর্ঘ লগুড় হস্তে বহু ব্যক্তি লুক্কায়িত হইল।—তখন মাতাল স্বীয় লাঠিয়ালদের কানন-মধ্যস্থিত ব্যক্তিদের আক্রমণের আদেশ প্রদান করিল। আচম্বিতে আক্রান্ত হইয়া রাজ-নিয়োজিত লাঠিয়ালদল পলায়ন করিল।

গম্ভীর-বদনে, গম্ভীর-কণ্ঠে রাজা বলিলেন,—"সে যুবকটী কোথায় থাকে, কোথায় বাড়ী তা জান?"

"তা জানি না।"

ভ্রূকুটী করিয়া রাজা বলিলেন,—"তবে কেমন ক'রে জান্‌লে, সে বর্দ্ধিষ্ণু-প্রজার সন্তান?"

"তার আকারে প্রকারে গর্ব্বিত-বাক্যে, চাল চলনে ও বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ দর্শনে সহজেই অনুমিত হয়, যে সে নিশ্চয়ই ধনীর সন্তান।"

"উত্তম। সন্ধান কর,—তাকেই আমার প্রয়োজন।"

"সন্ধানে প্রয়োজন নাই! সে বহির্দ্দেশে আমার প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা ক'রছে।"

"কি উদ্দেশ্যে সে নিজে উপযাচক হয়ে এসেছে?"

"পলায়িত লাঠিয়ালরা ভয়ে পরাজয়ের সংবাদ আন্‌তে সাহস করে নাই,—তাই তাদের সমবেত অনুরোধে ও নিজেরও বোধ হয় কোন উদ্দেশ্য-সাধনে, সে স্বয়ং এই সংবাদ দিতে এসেছে। আমি অপেক্ষা ক'র্‌তে ব'লে আপনার নিকটে এসেছি।"

"বেশ তাকে নিয়ে এস।"

ঘোর-বিপদ্-মুক্তের ন্যায়, দেওয়ান একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনা-বাক্যে রাজ-সকাশ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

রাজাও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

শরতের আকাশ যেমন গম্ভীর নিবিড় কৃষ্ণ, কুঞ্চিত জলদজালে আবৃত হয়—কখনও বা অমল ধবল, তরল মেঘ নীলাকাশের অপরূপ, অনন্ত সৌন্দর্য্য-রাশির নিম্নে শিশুর-হাস্যের ন্যায় ভাসিয়া বেড়ায়,—আবার কখনও বা মন্থর-গমনে, ভীষণা মূর্ত্তিতে বিশাল-হৃদয়ে, যেন কত গভীর

বেদনা, কত গূঢ় কথা, হৃদয়-ভেদী ব্যথা নিয়ে বেড়ায়, তেমনি মাতালের এ গুরু-অপমান স্মরণে রাজার বদন গম্ভীর, ভ্রূকুঞ্চিত, নাসারন্ধ্র-স্ফীত, সজোরে বক্ষঃ দ্রুত স্পন্দিত হইল।—আবার প্রতিশোধ চিন্তায় ক্রোধের চিহ্ন সকল অন্তর্হিত হইয়া বদন গম্ভীর অথচ ভীষণ-ভাব ধারণ করিল, নয়ন বৃহদায়তন হইল। দেখিলে বোধ হয় সে বদনে কখনও হাস্যরেখা অঙ্কিত হয় নাই, সে নয়নে যেন কখনও প্রেমের বিকাশ হয় নাই। হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি নিয়ে সে বদন জলভারাক্রান্ত মেঘেরই মত হইয়া উঠিল।

রাজা চিন্তা-সমুদ্রে কূল পাইলেন। ঘন ঘোর মেঘ ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া তরল স্বচ্ছ হইল। কল্পনাকাশ রাজাকে সাফল্যের কিনারায় আনিল। তখন মেঘ সম্পূর্ণ অপসারিত হইয়া আকাশ হাসিয়া উঠিল!

এমন সময়ে দেওয়ান কক্ষে প্রবেশ করিলেন, পশ্চাতে তাঁর এক নবীন যুবক।

রাজাকে লক্ষ্য করিয়া দেওয়ান বলিলেন,—"এই সেই যুবক।"

রাজা দেখিলেন,—যুবক উন্নতকায়, বলিষ্ঠ, নয়নে বদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব মাখান রহিয়াছে। বর্ণ প্রভাতারুণের ন্যায় উজ্জ্বল ঈষৎ স্বর্ণাভ, স্নিগ্ধ। সন্তুষ্ট হইয়া রাজা বলিলেন,—"হাঁ তুমি পারবে। যুবক, তোমার নাম কি?"

"নির্ম্মল।"

"থাক কোথায়?"

"উপ-নগরে।"

"পিতা কি করেন ?"

"তিনি মহাজন।"

"তুমি মাতালের অনিষ্ট-সাধনে স্থির-সংকল্প ?"

"হাঁ—স্থির-সংকল্প।"

"কারণ ?"

"কারণ সে মাতাল, লম্পট, উচ্ছৃঙ্খল। তার ভীষণ চীৎকারে অসভ্য ইতরজনোচিত ব্যবহারে গ্রামে টেঁকা ভার হ'য়েছে। শুধু তাই নয়—তার অত্যাচার-ভয়ে গ্রামবাসিনী কুল-রমণীরা সবাই সদাই শঙ্কিতা। একাকিনী নদী হ'তে বারি আনয়নে সাহসী হয় না। একদিন কোন কারণে আমার এক দরিদ্র প্রতিবাসীর একমাত্র অনূঢ়া কিশোরী কন্যা নদীতে বিলম্ব হওয়ায়, সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে নদী থেকে বারি নিয়ে নিজ কুটীরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রছিল,—এমন সময়ে একটা বৃহৎ বৃক্ষের অন্তরাল হ'তে মাতাল দ্রুত নির্গত হ'য়ে বালিকার উপর আপতিত হয়। বালিকা আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠে। দৈবক্রমে আমিও সেই সময়ে নদী-তীর থেকে ভ্রমণান্তে সেই পথে ফিরছিলুম। বালিকার কাতর চীৎকার শ্রবণে ঘটনা স্থলে এসে ব্যাপার দেখেই সব বুঝলুম। চকিতে পশ্চাৎ থেকে এসে মাতালের গণ্ডে এক ভীষণ চপেটাঘাত ক'রলুম। পাপাত্মা ভাবলো, বুঝি আমার সঙ্গে আরও লোক আছে, তাই সে বালিকাকে ত্যাগ করে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল। তাই ব'লছি, মাতালের অত্যাচারে গ্রামে টেকা ভার হয়েছে, কুলবালার ধর্ম্মরক্ষা করা সঙ্কট হয়েছে। তাই আমি মাতালের শত্রু—তাই আমি মাতালের শত্রুতা সাধনে কৃত-সংকল্প।"

নির্ম্মল সবই সত্য বলিল। কেবল মাতালের ভূমিকায় নিজের নাম, নিজের ভূমিকায় মাতালের নাম বসাইল। তার গণ্ড প্রতি একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলে, এখনও মাতালের সে ভীম চপেটাঘাতের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সে দিন মাতাল উপস্থিত না হইলে, সে অনূঢা বালিকার ইহকাল পরকালের সর্ব্বস্ব-রত্ন পিশাচ নির্ম্মলকর্ত্তৃক অপহৃত হইত। মাতালের জন্যই তাহা হইল না।

নির্ম্মলের বহুদিন হইতেই দরিদ্র প্রতিবাসীর এই কোহিনূর তুল্যা অতুলনীয়া রত্নটীকে বক্ষে ধারণের ইচ্ছা বলবতী ছিল। কিন্তু প্রতি-বাসী দরিদ্র হইলেও অতি তেজস্বী। বাক্যের ছটায়, উদারতার ভাণে, অর্থের প্রলোভনে কোন পথেই কিছুই হইল না। উপরন্তু প্রতিবাসি-পুত্র বলিয়া দরিদ্রের অন্তঃপুর মধ্যে নির্ম্মলের যেটুকু প্রবেশা-ধিকার ছিল, তাহাও বন্ধ হইল।

তখন নিরাশ-প্রণয়ী এই অবৈধ উপায় অবলম্বনে রত্নাধিকারী হইবার চেষ্টা করেন, চেষ্টাও সফলপ্রায় হইয়াছিল,—এমন সময়ে মাতাল কোথা থেকে ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে, তার সব আশা, সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিল। তাই মাতালের উপর নির্ম্মলের এই ভীষণ ক্রোধ। তাই নির্ম্মল মাতালের প্রতিশোধলালসায় ক্ষিপ্ত প্রায়। তাই নির্ম্মল সেদিন রাজার লাঠিয়ালদের দলের সঙ্গে যোগদান ক'রেছিল।

নির্ম্মলের এই তীব্র কণ্ঠোচ্চারিত তীক্ষ্ণ ক্রোধ-হিংসা-ব্যঞ্জক-বাক্যে রাজা বুঝিলেন, সত্যই নির্ম্মল মাতালের নিধন-প্রয়াসী। ভাবিলেন— এই নির্ম্মলের দ্বারাই তাঁহার কার্য্যোদ্ধার হইবে। তাঁকে আর কিছুই

করিতে হইবে না। মাতালের হত্যার জন্য রাজার প্রতি কেহ সন্দেহ বা দোষারোপ করিতে পারিবে না।

প্রীত-হৃদয়ে,—প্রীতকণ্ঠে রাজা বলিলেন,—"শোন যুবক, মাতালকে প্রকাশ্যভাবে আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত ক'র্‌তে পার্চ্ছি না। কারণ তার অপরাধের সেরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। অথচ সে আমার শক্তিকে প্রতিপদক্ষেপে দলিত ক'র্চ্ছে। তাই তাকে আমি দুনিয়া থেকে সরাতে চাই, বুঝেছ?"

"বুঝেছি রাজা, আমিও তাই চাই।"

"এ কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তে পার্‌বে?"

"নিশ্চয়ই পার্‌বো।"

"উত্তম, তা যদি পার, তোমায় প্রচুর পুরস্কার দেব।"

অতি বিনীত-ভাবে, বিনয়-নম্র-ধীর-কণ্ঠে নির্ম্মল বলিল,—"আমি কোনও পুরস্কারের প্রার্থী নই রাজা! আমি শুধু প্রতিশোধ নিতে চাই, আর আপনার একটু অনুকম্পা চাই।"

রাজ-প্রদত্ত প্রচুর পুরস্কার উপেক্ষা করে! সাশ্চর্য্যে রাজা নির্ম্মলের প্রতি চাহিলেন। এতক্ষণ রাজা যুবকের বাক্যের সত্যাসত্যের প্রমাণ দেখিতেছিলেন। এখন সহসা যুবকের বেশ-ভূষার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। রাজা দেখিলেন—যুবক বহুমূল্য বেশে ভূষিত। কণ্ঠে মূল্যবান মুক্তাহার স্বর্ণ-জাল-জড়িত-পরিচ্ছদের উপর থাকিয়া দুলিতেছে। প্রত্যেক অঙ্গুলীতে এক একটা মহামূল্যরত্নাঙ্গুরী শোভা পাইতেছে।

রাজা বুঝিলেন—দেওয়ান সত্যই বলিয়াছিল। যুবক বর্দ্ধিষ্ণুপ্রজার সন্তান।

রাজা বলিলেন,—"উত্তম, তোমায় রাজ-সম্মানে ভূষিত ক'র্‌বো, তুমি যা চাও,—তাই দেবো। এখন বল যুবক, উপস্থিত তুমি কি সাহায্য চাও?"

"কিছুই চাই না রাজা, একটা মাতালকে সরাতে কতক্ষণ? আমি একাই তা পার্‌বো। আপনার করুণা যে পেয়েছি এই যথেষ্ট। এখন তবে আসি রাজা! আশা করি শীঘ্রই শুভ-সংবাদ সহ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হবো।"

"আমিও আশা করি, তুমি তা পার্‌বে।"

তারপর দেওয়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এ যুবক যদি কখনও কোন সাহায্য চায়, সাহার্য্য ক'র্‌বে।"

"যথা আজ্ঞা" বলিয়া দেওয়ান নির্ম্মল সহ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

———

নবম পরিচ্ছেদ।

যাহার জন্য রাজা শঙ্কিত, যার নাম, যার অদ্ভুত কার্য্য রাজার অন্তরকে দুর্ভাবনায় উদ্বেলিত করিয়াছে, যার প্রাণ-নাশে রাজা সদা চেষ্টিত, সেই মাতাল কিন্তু ভয়-ভাবনা-বিহীন।

শারদ-প্রভাতের মত সুন্দর, মলয়-সমীরের মত স্নিগ্ধ, গঙ্গাবারির মত পবিত্র, ললিত সরল বিমল হাস্য তার অধর প্রান্তে,—শত-শশি-রশ্মির মত যেমন ফুটিয়া উঠিত, তেমনি এখনও তাহা ফুটিয়া উঠে।

নভোনীল সরোবরে সিন্দূরের বিন্দুর মত, রক্তিম-কমলের মত জগৎ সবিতা যেমন গাছের মাথা, সাগর-হৃদয়, আকাশের কোল, রক্তিম-আভায় রঞ্জিত করিয়া জলদের অন্ধকার পৃথিবীর অন্ধকার ভুক্ত করিয়া, দীপ্ত, উজ্জ্বল, মোহনরূপেতে নভঃস্থলে উদিত হন, তেমনি মাতালেরও সেই রক্তপদ্মের ন্যায় স্বর্ণাভ স্বর্গলোক-মণ্ডিত প্রশান্ত-বদন-মণ্ডল যেমন সদা দীপ্ত, উজ্জ্বল মোহন মধুর ছিল, এখনও তাহা তেমনি মোহন, তেমনি মধুর —পাপীর হৃদয় আলোকিত করিতে তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি দীপ্ত।

প্রত্যহ যেমন সকাল সন্ধ্যায় রক্তিমবরণী, মৃদুলগামিনী তট-বিহারিণী, নয়ন-মনোহারিণী তরঙ্গিণীর তীরে অনন্ত, অসীম, অমল শোভা ও সৌন্দর্য্য দর্শনে আসিতো, তেমনি এখনও আসে যায়। আজও আসিয়াছে। তটিনী নগর হইতে বহুদূরে উপনগরপ্রান্তে, তীরভূমি জন-শূন্য, স্তব্ধ, নীরব, গম্ভীর। কেবল মাঝে মাঝে দূরে দূরে ধীবরের এক একটা পর্ণ-কুটীর ব্যতীত আর অন্য লোকের বসতি নাই। তীরে এখানে ওখানে সেখানে

মাতাল।

অসংখ্য বৃক্ষরাজি। এক এক স্থানে বহুবৃক্ষ একত্রিত হইয়া যেন ক্ষুদ্র এক একটা অরণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

অস্ত-গমনোন্মুখ রক্তিম-সূর্য্যের রক্তিম-আভা অঙ্গে মাখিয়া স্রোতস্বিনী স্বর্ণ-সূত্রের ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে। নীলাকাশও স্বর্ণ-সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আকাশ ও পৃথিবী উভয়েই স্বর্ণ-মণ্ডিত, বৃক্ষশিরও স্বর্ণখচিত। আর সেই সকলের মধ্যে সুচারু, সুমনোরম নানাবিধ পক্ষী সঙ্গীতে আকাশ মাতাইয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ-পক্ষ বিস্তারে ছুটিতেছে। সূর্য্যের স্বর্ণ-আভা পক্ষী-পালকে পতিত হইয়া স্বর্ণময় করিয়া তুলিতেছে। সেই নয়ন-রঞ্জিনী,—মনোহারিণী, সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে ধীরে ধীরে মাতাল নদী-তীরে বেড়াইতেছিল।

সহসা তরল-কাতর-ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইয়া মাতালকে ব্যথিত করিল। অনুমানে মাতাল বুঝিল, এ ক্রন্দনধ্বনি কোন বালকের। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-ক্ষেপ করিয়া মাতাল অস্পষ্টালোকে দেখিল, অদূরে এক পর্ণকুটীর। কুটীর লক্ষ্য করিয়া মাতাল অগ্রসর হইল। মাতাল কুটীরের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুটীরখানি তালপত্রের, ভগ্ন—অতি জীর্ণ, তাহাও শতস্থানে ছিদ্র। যেন দরিদ্রতার কঙ্কাল-মূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি।

মাতাল যে স্থানে উপস্থিত হইল, তাহারই অতি নিকটে বংশ-দণ্ড নির্ম্মিত, চতুষ্কোণ একটা কুটীর। তাহারও কিয়দংশ ভগ্ন। কুটীর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া মাতাল দেখিল, কয়েকটা মৃত্তিকা নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য তৈজস-পত্রাদি কিছুই নাই। বুঝিল, এটা রন্ধন-কক্ষ। এই সময় শিশুর ক্রন্দন নীরব হইল। তখন স্ত্রীলোক ও পুরুষের কথোপ-কথন মাতালের কর্ণে প্রবেশ করিল। মাতাল যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল,

সে স্থান হইতে উভয়ের কথোপকথন স্পষ্ট শ্রুত হইতেছিল। মাতাল শুনিল স্ত্রীলোক বলিতেছে,—"এখন কি উপায় ক'র্‌বি? না খেয়ে আর ক'দিন থাকা যায়!"

দুঃখ-ক্লেশ-সংমিশ্রিত নিরাশা-জড়িত কণ্ঠে পুরুষ উত্তর করিল,—"কি ক'র্‌বো বল্? উপায় ভেবে তো কিছু পাচ্ছিনি। জাল না হ'লে তো আর শুধু হাতে মাছ ওঠে না। বিনি পয়সাতেও কেউ জাল দেবে না। আর দিলেও,—মাছ উঠ্‌লেও, কিন্‌বে কে? এই দুর্ভিক্ষের বাজারে, লোকের শুধু ভাত জুটছে না, তা আবার মাছ কিন্‌বে!"

"তা হ'লে না খেয়ে ম'র্‌বি?"

"তা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? ভগবান যা ক'র্‌বেন তাই হবে,—তোর আমার কিছু শক্তি নেই—কোন হাতও নেই।"

"কোন হাত নেই ব'লে চুপ ক'রে বসে থাকা তো আর চলে না?"

"কি ক'র্‌তে বলিস্?"

"চেষ্টা দেখ্। রাজার কাছে যা, তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়। আমাদের এ দুঃখের কথা শুন্‌লেও কি রাজার দয়া হবে না?"

"না হবে না। বরং সয়তানের হ'তে পারে, তবু রাজার হবে না।"

"তবে কি হবে?"

"হবে আর কি—ম'র্‌বো! আমাদের সৃষ্টি ক'রেছেন যিনি, তিনিই যদি অন্ন না দেন, তা'হলে কিছুতেই তা' মিল্‌বে না। তাই বলি ভাবিস্‌নে কালিন্দী ভাবিস্‌নে,—সেই তাঁরই উপর সব ভাবনা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্।"

"শুধু তাঁর ওপর বিশ্বাস ক'রে, তাঁর ওপর ভার দিয়ে, ঘরের কোণে ব'সে থাকলেই কি তিনি হাঁড়ির ভেতর টাকা রেখে যাবেন।"

"নিশ্চয়ই,—সে বিশ্বাস যদি রাখ্‌তে পারিস্‌, তবে তোর হাঁড়ির ভেতরেই টাকা থাকবে।"

"ঠিক ব'লেছ ধীবর। জীব সৃষ্টি ক'রেছেন যিনি, জীবের আহারও যোগান তিনি। সেই জন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্ব হ'তেই জননীর স্তনে সন্তানের জন্য অমৃতের আবির্ভাব হয়।"

অপ্রত্যাশিত, অসম্ভাবিতভাবে, সহসা এক অপরিচিত ভদ্রবেশধারী জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের ন্যায় এক দিব্যকান্তি ব্যক্তিকে কুটীর-দ্বারে দণ্ডায়মান দেখিয়া ধীবর ও ধীবরপত্নী অতি বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া নির্ব্বাক নিশ্চল ভাবে মাতালের মধ্যাহ্ন ভাস্কর-সম প্রদীপ্ত মুখপানে অনিমেষে চহিয়া রহিল।

মাতাল পুনরায় বলিল,—"ধীবর, বিধাতার প্রতি এই অটল-বিশ্বাস হারিও না। ভেবো—সতত মনে রেখো,—যে ঈশ্বর সর্ব্বত্র, সদা জাগ্রত হ'য়ে আছেন। বিশ্বাস না হয়, দেখ,—তোমাদের দুঃখ বিমোচনে হয়তো তিনি হাঁড়ির ভেতরেই অর্থ রেখে গেছেন। তোমাদের হাঁড়ির ভেতরটা একবার দেখ দেখি।"

অবাক হইয়া নির্ব্বাকে পতি-পত্নী রন্ধন-কক্ষে আসিয়া হাঁড়ির মধ্যে দেখিল, লাল-বস্ত্রাবৃত ক্ষুদ্র একটা পুঁটুলী রহিয়াছে। ধীবর ত্রস্ত-হস্তে পুঁটুলী খুলিয়া দেখিল—সত্যই তাহা রজত-মুদ্রায় পূর্ণ।

পুলকে হরষে, তাহারা অজ্ঞাত-মহাপুরুষের পদরজঃ গ্রহণাভিলাষে দ্রুত কুটীর-দ্বারে আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই

দশম পরিচ্ছেদ।

—

"যা—যা—মিন্সে যা,—খোঁজ, খোঁজ, খুঁজে দেখ্ তিনি কোথায় গেলেন। ওরে, সে মানুষ নয়! মানুষ নয়! আমাদের পাঁজর-ধসা দুঃখ, বুক-ভাঙ্গা কান্না বুঝি দেবতা শুনেছেন, তাই ছদ্মবেশে এসেছেন। আর না হয় তিনি অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ। ওরে যা, যা, তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়্‌গে—পায়ের ধূলো, তোর মাথায় দে,—আমাদের মাথায় দে, আমরা ত'রে যাই। ওরে যা,—যা, শীগ্‌গির যা,—কোন্ দিকে তিনি গেলেন, খুঁজে দেখ্।"

তখন রজত-কিরণে, রজত-কিরীট মাথায় পরিয়া, সুনীল আকাশে অমল-ধবল-পাল তুলিয়া শ্যামল ধরণীর বুকে রজত তরঙ্গ স্তরে স্তরে ঢালিয়া তৃণদলের মাথায় মুক্তা-বিন্দু ছড়াইয়া পুষ্পবালার অবগুণ্ঠন খুলিয়া তটিনী-হৃদয়-দর্পণে নিজের রজতময়ী হাস্যময়ী, শুভ্র-স্বচ্ছ-কমল মুখখানি দেখিতে দেখিতে, কণ্ঠে তারাহার পরিয়া ধরণীকে কুসুম ভূষণে ভূষিত করিয়া চাঁদ আকাশে হাসিতেছিল।

স্ত্রীর প্রত্যুত্তরে ধীবর বলিল,—"ঠিক ব'লেছিস্ কালিন্দী,—আমি সে দেবতাকে খুঁজ্‌তে চ'ল্লুম।"

ধীবর কুটীর ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিল,—কিন্তু বৃক্ষশ্রেণী ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

আবার বিস্ময়ে ধীবর ভাবিল, "তবে সত্যই কি ইনি ছদ্মবেশী দেবতা!"

মাতাল।

সন্দেহে ধীবর পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল, পাড় হইতে নদী বহু-নিম্নে। সেখানে কেহ থাকিলে পাড়ের কিনারায় না আসিলে দৃষ্ট হয় না। পাড়ের অতি ধারে আসিয়া ধীবর এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল। সহসা দূরে জ্যোৎস্নালোকে ধীবর দেখিল—একটী লোক ধীরে ধীরে নদী-কিনারায় চলিয়াছে। তাহার ধবল পরিচ্ছদ, ধবল-জ্যোৎস্না-স্নাত হইয়া অতি উজ্জ্বল-ভাবে ধীবরের নয়নে প্রকটিত হইল। পরিচ্ছদে ধীবর বুঝিল, এই তার অন্বেষিত-দেবতা। তখন ধীবর সেই অভীষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পাড় ধরিয়া দ্রুত সেই দিকে অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূর যাইলে ধীবর সভয়ে দেখিল—অনতিদূরে একটা লোক দ্রুত আসিয়া বৃক্ষকাণ্ডের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল। চন্দ্রকিরণে তার হস্তে কি যেন চক্ মক্ করিয়া উঠিল। মাতাল তখন ধীবরের কিছু দূরে,—যে বৃক্ষকাণ্ডে লোকটা লুকাল, তার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে।

কতক ভয়ে, কতকটা সন্দেহে ধীবরও একটা বৃক্ষাশ্রয়ে লুক্কায়িত হইল। ধীবর মূর্খ হইলেও একেবারে নীরেট নির্ব্বোধ নয়। সে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, লোকটার তাহার প্রতি লক্ষ্য পড়ে নাই। কেন না, ধীবর যেভাবে আসিয়াছিল, যেভাবে বৃক্ষকাণ্ড পার্শ্বে লুকাইল, তাহা অনায়াসেই লোকটার লক্ষীভূত হইতে পারিত। কিন্তু লোকটার কোনও দিকে দৃক্‌পাত নাই। সে কেবল নির্নিমেষ নয়নে কিনারাস্থিত ব্যক্তির প্রতি চাহিয়া আছে। ধীবর ভাবিল, লোকটা তস্কর। বুঝি তাহার দেবতার নিকট, যে অর্থ তিনি তাহাকে অযাচিত ভাবে দান করিয়াছিলেন,—সন্ধানে সে অর্থ তাঁরই নিকট আছে বিবেচনা করিয়া, এ লোকটা তাহার পরমোপকারী দেবতাকে হত্যা করিয়া অর্থ অপহরণের

জন্য লুক্কায়িত আছে। তস্করের পশ্চাৎস্থিত অতি নিকটেই ধীবর একটা ক্ষুদ্র-বৃক্ষের আশ্রয়ে লুকাইয়াছিল। তস্কর তাহাকে দেখিতে না পাইলেও, ধীবর তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।

মৃদু-সমীরে বৃক্ষ-পত্র হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল, আর রসিকা প্রেমিকা চন্দ্রমা, নব-পরিণীতা নবীনা কুলবধূরা যেমন অবগুণ্ঠন হইতে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সব দেখিয়া লয়,—অথবা যেমন হাস্য-রঞ্জিত রামধনু-বর্ণোজ্জ্বল বিম্বাধর মধ্য হইতে মাঝে মাঝে মুক্তাসম হৈম-কান্তিময় দশনাবলী তারামালার মত ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ আঁধার অরণ্যে মাঝে মাঝে পত্রান্তরাল হইতে চন্দ্রমাকিরণ ঝিক্ মিক্ করিয়া অরণ্য-হৃদয় দেখিয়া লইতেছিল। তাহার বিমল হাস্য কাননে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই রজত আলোকে, ধীবর দেখিল, দূর হইতে সে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা সুশাণিত তীক্ষ্ণ দীর্ঘ-ছুরিকা। তদ্দর্শনে ধীবরের ছিন্ন-সন্দেহ একত্রিভূত হইল। সে কৃতনিশ্চয় হইল যে এ লোকটা তস্কর, আর আমারই দেবতার বধের প্রয়াসী।

মাতাল কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে লোকটা বৃক্ষান্তরাল হইতে নির্গত হইয়া দৃঢ়-হস্তে স্থিরলক্ষ্যে ছুরিকা উত্তোলন করিয়া মাতালের পশ্চাতে আসিল। ধীবর এবার আর স্থির থাকিতে পারিল না। ব্যাঘ্রের মত লাফ দিয়া একটা ঝঞ্ঝার ন্যায় লোকটার উপর পতিত হইল। সে বেগ রোধে অক্ষম হইয়া লোকটা ভূপতিত হইল। চকিতে ধীবর তাহার হস্তস্থিত ছুরিকা ক্ষিপ্রহস্তে গ্রহণ করিয়া, বাম হস্তে সে লোকটার দক্ষিণকর ধারণ করিল। পতন-শব্দে চমকিত হইয়া মাতাল পশ্চাতে চাহিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া নীরব নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিল। প্রথমে

কাহাকেও চিনিতে পারিল না, কিছু বুঝিলও না। কিন্তু নিকটে আসিয়া মাতাল উভয়কেই চিনিল। অধিকতর বিস্ময়ে মাতাল বলিল—

"একি! ধীবর, অমল! তোমরা এখানে এ ভাবে দাঁড়িয়ে?"

অমল দুই একবার সাধ্যমত ধীবরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করিল. কিন্তু সে বজ্রমুষ্টি-বিমুক্ত হইতে না পারিয়া নীরব রহিল। ধীবর তখন আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিয়া গর্জ্জিয়া অমলকে বলিল—

"রাক্ষস, যে ছুরী তুই এই দেবতার বুকে বসাতে এসেছিলি—আয় সেই ছুরী তোর ঐ দয়ামায়াহীন বুকে বসিয়ে দিই।" এই বলিয়া ক্রোধান্ধ ধীবর সত্যসত্যই অমলের বক্ষোপরি ছুরিকা উত্তোলন করিল। তদ্দর্শনে মুহূর্ত্তে মাতাল ধীবরের উত্তোলিত হস্ত ধারণে কোমল-কণ্ঠে বলিল,—"কর কি ধীবর! ছিঃ নরহত্যা মহাপাপ।"

উত্তেজিত-কণ্ঠে ধীবর বলিল,—"নরহত্যায় পাপ বটে, কিন্তু পশু-হত্যায় কোনও পাপ নাই।"

"জীব মাত্র হত্যায়ই পাপ। যে যার কৃত-কর্ম্মের ফল একদিন না একদিন নিশ্চয়ই ভোগ করিবে। তুমি, আমি তার বিচারকর্ত্তা বা দণ্ডদাতা নই। যিনি দণ্ডদাতা, তিনি ঠিক দণ্ড দেবেন।" তারপর অমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"অমল ভাই, আমি তোমার কি অনিষ্ট ক'রেছি, যে আমায় হত্যা ক'র্‌তে এত ব্যগ্র? আমায় অপমানিত ক'র্‌তে এত চেষ্টা! সেদিনের সে কথা কি এখনও বিস্মৃত হও নাই? নিঃসহায়া, অনূঢ়া বালিকার প্রতি অত্যাচারে উদ্যত হয়েছিলে, তাই তোমায় না চিনে প্রহার ক'রেছিলুম। তুমি জাননা অমল, সে প্রহার আমারই অঙ্গে তোমার চেয়েও লেগেছিল। এত জোরে তা লেগেছিল যে, যন্ত্রণায়

আমার চোখ ব'য়ে অশ্রুধারা ছুটেছিল। কেবল কর্ত্তব্য বোধে নিরুপায় হ'য়ে প্রহার ক'রেছিলুম। যদি তাতে আমার হৃৎপিণ্ডটা আর্ত্ত-ক্রন্দনে বিদীর্ণ হয়ে যেত, তথাপি সে কার্য্যে যেই হোক, স্বয়ং ভগবান হ'লেও বাধা দিতুম। ভাই, কর্ত্তব্য যা, ক'রেছি তা, তার জন্য বৃথা কেন এ প্রতিহিংসাবহ্নি হৃদয়ে পূরে রেখে, তার উত্তাপে অহর্নিশি দগ্ধ হ'চ্ছ? নিবিয়ে দাও এ প্রতিহিংসানল, ছেড়ে দাও এ কণ্টকাকীর্ণ-পাপ-পথ! দেখ্বে, হৃদয় আনন্দ-প্রবাহে ভরপূর হ'য়ে উঠ্বে। অনাবিল শান্তির সুবিমল স্বচ্ছ সমীর তোমার প্রাণে এক নব-শিহরণ ঢেলে দেবে, নয়নে তোমার স্বর্গের সৌন্দর্য্য সুষমা ফুটে উঠ্বে, বদন, তোমার সে সুষমায় স্নাত হ'য়ে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ ক'র্বে। যাও অমল, আর তোমায় কিছু ব'লবার নেই।"

অমল নিঃশব্দে নির্ব্বাকে চলিয়া গেল।

এখানে বলা নিষ্প্রোয়জন যে নির্ম্মল ও অমল একই ব্যক্তি। অমলের পিতা যথার্থই ধনবান ব্যক্তি। অমলকে না চিনিলেও তার নাম রাজার অবিদিত না থাকিতে পারে, তাই অমল নিজের সঠিক নাম লুকাইয়াছিল। পৃথিবীখ্যাত ব্যক্তির নাম মাত্র সকলে জানে,—কিন্তু নামের উত্তরাধিকারীকে কয়জন প্রত্যক্ষ চেনে?

ধীবর এতক্ষণ নীরবে ছিল। সে শুধু অবাক বিস্ময়ে মাতালের স্নিগ্ধ-করুণা-উচ্ছ্বসিত মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। মৃদু-হাস্যে মধুর কোমল-কণ্ঠে মাতাল বলিল—"কি দেখ্ছো ধীবর?"

"আপনাকেই দেখ্ছি। দেখ্ছি, আর ভাব্ছি, কিন্তু কিছু বুঝ্তে পাচ্ছিনি, সব গুলিয়ে যাচ্ছে।"

মাতাল।

"কি ভাব্‌ছো?"

"ভাব্‌ছি আপনি মানুষ না দেবতা?"

হাসিয়া মাতাল বলিল,—"দেবতা তো নই-ই; ঠিক মানুষও নই, আমি "মাতাল"।"

বিস্ময়াবেগ-পূরিত-কণ্ঠে ধীবর বলিল,—"সে কি! আপনি কি সেই মাতাল"

"কোন্ মাতাল?"

"যে মাতালের কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র।"

"হাঁ ধীবর! আমিই সেই ঘৃণ্য মাতাল!"

"আপনি ঘৃণ্য! আপনি মাতাল? তবে জগতে পূজার মানুষ আর কে আছে? আপনি সেই কোন,—আপনি আমার প্রভু, গুরু, দেবতা। এ দীনকে পদধূলি দানে ধন্য করুন!"

ধীবর ভূলুণ্ঠিত হইয়া ভক্তিভরে মাতালের চরণ-ধূলি লইল।

সযত্নে সস্নেহে মাতাল ধীবরকে উঠাইয়া আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিল,—"আর তুমি আমার প্রাণদাতা, পরমাত্মীয়, আমার সহচর, সহোদর ভাই।"

———

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"তোমার নাম কি ধীবর?"

"আজ্ঞে আমার নাম দাশু জেলে।"

"দাশু, তুমি আমার প্রাণদান ক'রেছ, তোমার নাম কখনও ভুল্‌বো না, হৃদয়ে যত্নে তা গেঁথে রেখে দেব। তোমার এ উপকার ভোল্‌বার নয়, তোমার এ ঋণ শোধ ক'র্‌বারও নয়। তবে দেবীপুরাধিপতি রাজা কালীকিঙ্কর আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, ভালবাসেন। তাঁকে ব'লে তোমার এ কুটীরের পরিবর্ত্তে অট্টালিকা নির্ম্মাণ ক'রে দেব। যাতে সুখস্বচ্ছন্দে স্ত্রী-পুত্র ভরণপোষণ ক'রে দিনাতিপাত ক'র্‌তে পার, তারও সুব্যবস্থা ক'রে দেব। তাই ব'লে ভেব না যে, এ আমার প্রাণ-রক্ষার পুরস্কার। না দাশু, তা নয়, এ মূল্যহীন প্রাণের মমতা আমার কিছুমাত্র নেই। তবে আত্ম-হত্যায় বিধাতার বিপক্ষতাচরণের ভয়ে শুধু, এই দেহটা কষ্টে ব'য়ে বেড়াচ্ছি। এ আমার প্রাণ-রক্ষার পুরস্কার নয়, এ তোমার উদারতার পুরস্কার। এই ঘোর অভাবের ভীম-প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও তুমি ধর্ম্ম-পথ-চ্যুত হও নাই,—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাও নাই,—অবৈধ-উপায়ে অভাব মোচনের চেষ্টা মাত্র কর নাই। আমার সামান্য মাত্র উপকারের বিনিময়ে নিজের জীবন বিপদাপন্ন ক'রে ঈশ্বরের করুণার মত ছুটে এসেছ। তুমি অতি সৎ,মহৎ—এ তারই পুরস্কার।"

"একি কথা ব'ল্‌ছেন, আমি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, অতি দীন; আপনার

দাস—পায়ের ধূলো।" এই বলিয়া দাশু আর একবার মাতালের পদধূলি লইল।

মাতাল পূর্ব্বে যেদিকে যাইতেছিল, এখনও সেই দিকে দাশুর সহিত কথা কহিতে কহিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। সহসা দাশু থমকিয়া দাঁড়াইল। তদ্দর্শনে মাতাল বলিল, "কি থাম্‌লে যে দাশু? বাড়ী যাবে? তা যাও, কা'ল আমি নিজে এসেই তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো।"

দাশু কিন্তু কোনও উত্তর না দিয়া কম্পিত দেহে সম্মুখে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তদবস্থায় দাশুকে অবস্থিত হইতে দেখিয়া, তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণে মাতাল বলিল, 'অমন ক'রে কি দেখ্‌ছো দাশু?"

অঙ্গুলী সঙ্কেতে দূরে কি দেখাইয়া দাশু শঙ্কা-জড়িত-কণ্ঠে কেবল মাত্র বলিল, "ঐ"।

সম্মুখে কোথাও কিছু না দেখিয়া মাতাল বলিল, "ঐ কি দাশু?"

পূর্ব্ববৎ-কণ্ঠে দাশু বলিল, "ঐ যে! ঐ—আলো!"

মাতাল দেখিল দূরে একটা আলো জ্বলিতেছে। মাতাল ভাবিল,—ঐ আলোই দাশুর শঙ্কার একমাত্র কারণ। মাতাল বুঝিল—অশিক্ষিত অজ্ঞ-লোকেরা অরণ্যে বা প্রান্তরে আলোক দেখিলে ভূত বা প্রেতের লীলা ভাবে। আলোক দৃষ্টে দাশুও তাহাই ভাবিয়াছে। এই সিদ্ধান্তে দাশুর অমূলক শঙ্কা দূরীভূত করিতে মাতাল বলিল, "আলো দেখে কেন এত ভয় পাচ্ছ দাশু? ও আলো কারও ঘরে জ্বল্‌ছে।"

"না ও আলো নন্দন-কাননের মধ্যে জ্বল্‌ছে।"

"নন্দন-কানন! সে আবার কি?"

অবাক ভাবে দাশু বলিল, "সে কি! নন্দন-কানন আপনি জানেন না?"

"না, কি শুনি?"

"নন্দন-কানন আমাদের এখানকার রাজার পিতামহ রাজা হরিপ্রসাদের প্রমোদ-কানন ছিল। নানা রকম ফুলগাছে, লতায় পাতায়, নানা রকম ফোয়ারায়, নকল পাহাড়ে, নানা রকম পাথরের বেদীতে, পুতুলে বাগানটী ছবির মত দেখ্‌তে ছিল। আর সেই বাগানের মধ্যখানে ছিল, রাজার নাচঘর। নাচঘরও দেখ্‌তে খুব সুন্দর ছিল। তাই লোকে তাকে নন্দন-কানন ব'ল্‌তো। এখন সে সব আর কিছু নেই। এখন ওখানে ভূত প্রেত পেত্নী শাঁকচুন্নীরা সব বাস ক'র্‌ছে। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কখন সখন আলো জ্ব'লে ওঠে। যেদিন আলো জ্বলে, সেদিন ভূত পেত্নীর উপদ্রব বেশী হয়। এমন কি তাদের বিকট চীৎকার এখানে পর্য্যন্ত আসে।

পেঁচো মুদী একদিন ঐ বাগান-বাড়ীর ছাদের ওপর একটা পেত্নীকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখেছে। তার পর পদ্ম জেলে একটা ভূত দেখে মূর্চ্ছো যায়। ভূতের মাথাটা যেন একটা পাহাড়ের মত, মুখখানা একটা প্রকাণ্ড কাল জালার মত, হাত দুটো যেন দুটো বড় বড় তালগাছ। দাঁত গুলো যেন একটা মূলো। আবার সেদিন গোবরা তেলী গাছের ওপরে একটা মাম্‌দো ভূত দেখেছিল। ভূত পেত্নীরা মিলে, আবার গান গায়, নাচে হাসে। বাবা সে কি গলা,

যেন মেঘ ডাকৃছে! সে কি নাচ, যেন ভূমিকম্পে পাহাড়গুলো ন'ড়ে ন'ড়ে উঠ্ছে! পাগুলো যখন ছোঁড়ে, তখন বোধ হয় বুঝি পা দুটো আকাশে ঠেকে। সেই ইস্তক, রাত্রি তো দূরের কথা, দিনেও কেউ ও বাগানের কাছ দিয়ে যেতেও সাহস করে না। ওঃ ভাব্লেও গা দিয়ে ঘাম ছোটে। রাম রাম রাম! রাম নাম করুন,—রাম নাম করুন।"

"দাশু, আমি যাব।"

"কোথায়?"

"ঐ বাগানে—নন্দন-কাননে।"

চোখ দুটো বড় ক'রে দাশু বলিল, "সেকি! এমন কথা আর ব'ল্বেন না।"

"ব'ল্তে না পারি, কিন্তু যেতে তো পারি। দাশু, তুমি বাড়ী যাও। আমি নন্দন-কানন দেখ্তে চ'ল্লুম।"

মাতাল অগ্রসর হইল। দাশু মিনতি-স্বরে বলিল, "দোহাই, এমন কাজ ক'র্বেন না, ওখানে ভূতের মুখে খোরাক হ'তে যাবেন না।"

"আমি যাবই। তুমি ভেবনা, বাড়ী যাও।" মাতাল পুনরায় অগ্রসর হইল। দুঃখিতান্তঃকরণে নিরুপায়ে দাশু কুটীরাভিমুখে চলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আলোক লক্ষ্যে উদ্যানে আসিয়া মাতাল দেখিল, সত্যই উদ্যান মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র বাটী রহিয়াছে, আর সেই বাটীর দ্বিতলোপরি একটা কক্ষে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে।

চাঁদের আলো চিক্ মিক্ করিয়া হেসে নেচে ঢলে ঢলে উদ্যানে পড়িতেছে। আর কক্ষের আলোক-রশ্মি স্থির লক্ষ্যে এক স্থান হইতেই চন্দ্র-কিরণের রঙ্গ দেখিতেছিল। চন্দ্ররশ্মি কখনও বা তারই বুকের উপর আসিয়া পড়িতেছিল।

দ্বিতল কক্ষ হইতে অস্পষ্ট ভাবে মৃদু-মনুষ্য-কণ্ঠ-ধ্বনি মাতালের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। কৌতূহলে মাতাল বাতায়ন সন্নিকটস্থ একটা বৃক্ষে আরোহণ করিল। দ্বিতলের ছাদ ছাড়াইয়া বৃক্ষ-শীর্ষ উর্দ্ধে উঠিয়াছে। বৃক্ষারোহণে মুক্ত-গবাক্ষ-পথে মাতাল দেখিল—কক্ষে একটী পুরুষ ও একটী রমণী রহিয়াছে।

পুরুষটীকে দেখিয়া মাতাল চমকিয়া উঠিল। সে রাজা দেবীপ্রসাদ। স্থির-কর্ণে মাতাল শুনিল, রাজা বলিতেছেন, "সুন্দরি! এসেছি, তোমায় দেখ্তে, তোমার রূপসুধা ভোগ ক'র্তে, প্রেমসুধা পান ক'র্তে, তোমার প্রেমে ডুবে থাক্তে এসেছি। এস সুন্দরি, হৃদয়ে এস, হৃদয়ে ধ'রে, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করি। আজ আর বোধ হয় দ্বিরুক্তি ক'র্বে না। ক'র্লেও নিষ্ফল হবে। হৃদয় বড় অধৈর্য্য হয়েছে। আর বাধা মান্‌বে না।"

তদুত্তরে রমণী বলিল, "আপনি আমার ভাই। দোহাই আপনার, আমায় ছেড়ে দিন্। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল ক'র্‌বেন।"

রাজা বলিলেন, "তা কি হয় রূপসী? উজ্জ্বল-রত্ন তুমি, হাতে পেয়ে কেউ কি তা ত্যাগ করে? অনেক কষ্টে তোমায় পেয়েছি। এস, আমার আকাঙ্ক্ষা মেটাও। তুমি সুখী হবে। ঐশ্বর্য্যে তোমায় ডুবিয়ে রাখ্‌বো।"

দীপ্ত-নয়নে, দীপ্ত-কণ্ঠে রমণী বলিল, "তোর ঐশ্বর্য্যে পদাঘাত করি। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাচ্ছিস্ পিশাচ! তোর তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যের লোভে আমার অনন্ত, অমূল্য, অতুল্য ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দেব ভেবেছিস্? শয়তান, তোকে আমি পশুর অপেক্ষা হীন মনে করি, পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করি! বলে রমণীর হৃদয় অধিকার ক'র্‌তে চাস্? তোকে হৃদয় দান কর্‌বার পূর্ব্বে নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো।"

অট্ট-হাস্যে কক্ষ কাঁপাইয়া রাজা বলিলেন,—"এ বাক্য সুন্দরীর মুখে কঠোর নয়, কোমল। সুন্দরি! বৃথা-বাক্যের প্রয়োজন নেই। এস, আমার অঙ্ক শায়িনী হও, প্রেমদানে রাজা দেবীপ্রসাদকে তোমার গোলাম কর।"

গর্জ্জিয়া রমণী বলিল, "সাবধান দেবীপ্রসাদ, জিহ্বা খ'সে যাবে, ঈশ্বরের রোষানলে এখনি দগ্ধ হবি।"

"উপস্থিত যে তোমার রূপে দগ্ধ হ'চ্ছি। সুন্দরী এস, তোমার কোমল অঙ্গ স্পর্শে শীতল হই।"

অগ্নি-প্রবাহের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া রমণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—"সাবধান এগুলেই ম'র্‌বি।"

"মারবে কে?"

"ঈশ্বর।"

"ঈশ্বর! ভ্রান্তি তোমার। 'ঈশ্বর আছেন'—দুর্ব্বল-মানুষের কু-ধারণা মাত্র। তোমার ঈশ্বরের শক্তি নাই যে, তোমাকে রক্ষা করে।" এই বলিয়া রাজা রমণীর প্রতি অগ্রসর হইলেন।

ক্রোধে মাতালের হৃদয় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে দ্রুত বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া প্রাসাদ-প্রবেশ-দ্বার সন্ধানে ছুটিল।

সহসা এক অদ্ভুত-দৃশ্য মাতালের নয়ন-পথে পতিত হইয়া, তাহার গতি-রুদ্ধ করিল। স-চকিতে মাতাল দেখিল,—ভূগর্ভ হইতে একটা বৃহৎ কাল হাত উত্থিত হইল। ক্রমে বৃহৎ একটা মস্তকও দৃষ্ট হইল, তারপর বিরাট মনুষ্যাকৃতি একটা কি জীব উঠিল। মাতালের তখন দাশুর কথা স্মরণ হইল। বুঝিল, এই তাহার কথিত ভূত। মাতাল যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, সেখানটায় কক্ষস্থিত আলোক-রশ্মি পতিত হইয়া ঈষৎ আলোকিত করিয়াছিল। ভূত, ভূ-গর্ভ হইতে উঠিয়াই, মাতালকে দেখিতে পাইল। ভূত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বুঝি ভাবিল, ভূত দেখিলেই লোকটা ভয়ে পলাইবে। কিন্তু যখন দেখিল লোকটা পলাইল না,—যেখানে ছিল, ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল—তখন ভূত মাতালের দিকে ধাবিত হইল। তথাপিও মাতাল নড়িল না, একটুও টলিল না, এবার ভূত বিশাল-মুখব্যাদান পূর্ব্বক মাতালকে ধৃত করিবার অভিলাষে বিশাল-বাহু প্রসারিত করিল। মাতালও নির্ভীকভাবে সবলে ভূতের বাহু দুটী আকর্ষণ করিল,—সে আকর্ষণে ভূতের বাহু দুটী খসিয়া পড়িল। মাতালও কাল বিলম্ব না করিয়া ভূতের বক্ষে ভীষণ পদাঘাত

করিল—ভূত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুণ্ডটীও খসিয়া যাইল। তখন মাতাল দেখিল, ভূত একটী দিব্য মনুষ্যে পরিণত হইল। ভূত-বেশী লোকটাকে উত্থানের কিছু মাত্র অবসর না দিয়া মাতাল তাহার বক্ষে চাপিয়া বসিল। লোকটার কোমরে একখানা ছুরী ঝুলিতে-ছিল—মাতাল তাহা ক্ষিপ্র-হস্তে লইয়া লোকটার বুকের উপর ধরিল। লোকটা সহসা আক্রান্ত হইয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া নীরব ছিল; এখন আবার ছুরী দেখিয়া বাক্য-স্ফূরণের বা পলায়নের চেষ্টা মাত্র করিল না।

মাতাল উভয় জানু সজোরে লোকটার বুকে রাখিয়া নিজের উত্তরীয় দ্বারা তাহার মুখ-হাত-পা উত্তমরূপে বাঁধিল। তার পর যেখানটা হইতে ভূতটা উঠিয়াছিল, সেখানে আসিয়া মাতাল দেখিল—তথায় ক্ষুদ্র একটী গহ্বর রহিয়াছে। নিঃশঙ্ক-চিত্তে মাতাল—উভয়-হস্ত-দ্বারা মৃত্তিকা ধারণে দেহ গহ্বর মধ্যে ঝুলাইয়া দিল। উদ্দেশ্য, গহ্বরের গভীরতা পরিমাণ করা।

সহসা একটা কঠিন দ্রব্যে মাতালের পা ঠেকিল। মাতাল ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে তাহাতে দেহভার ন্যস্ত করিয়া দেখিল, তাহা দেহভার বহনে সক্ষম। তখন মাতাল তদুপরি এক-পদে সমস্ত দেহভার ন্যস্ত করিয়া অন্য পদ নিম্নদেশে বাড়াইতে পদে আর একটা সেইরূপ দ্রব্য ঠেকিল। পুনরায় আর একটা, আবার একটা; একই ভাবের দ্রব্য পায়ে ঠেকিল। মাতাল বুঝিল, সেটা সোপান-শ্রেণী। সোপানাতি-ক্রমে মাতাল সমতল স্থানে আসিল। কিন্তু সেখানে ঘোর অন্ধকার,—কিছুই দৃষ্ট হইল না। তথাপিও মাতাল প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। কিছুমাত্র শঙ্কিতও হইল না। সে সাহসে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণে অগ্রসর

হইল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে—একটা আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইল। উৎফুল্ল-হৃদয়ে মাতাল দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। আলোক-রশ্মিটা ঊর্দ্ধ হইতে আসিতেছিল। সেখানে আসিয়া ঈষৎ আলোকে মাতাল দেখিল,—সেখানেও একটা সোপান। বিপদাপদ, অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মাতাল সোপানারোহণ করিয়া একটা আলোকিত কক্ষে উপনীত হইয়া দেখিল—কক্ষে একটী রমণী ভূ-লুণ্ঠিতা, আর একটী পুরুষ মাতালের দিকে পশ্চাৎ করিয়া রমণীর মস্তকে ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছে। মাতালের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এই ব্যক্তিই রাজা দেবীপ্রসাদ। আর বোধ হয়—তাঁর অত্যাচারশঙ্কাভিভূতায় রমণীটী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। রাজা তাহার চৈতন্য সম্পাদনে চেষ্টিত।

মুহূর্ত্তমাত্র এই চিন্তা করিয়া মাতাল পশ্চাৎ হইতে শার্দ্দূলের মত রাজার উপর পতিত হইয়া বাম-হস্তে তাঁহার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ করে ছুরিকা উত্তোলন করিয়া জলদ-নিঃস্বনে বলিল,—"রাজা, এই মুহূর্ত্তে ইচ্ছা ক'র্‌লে তোমার পাপ-জীবনের অবসান ক'র্‌তে পারি, কিন্তু মৃত্যুও এখন তোমার মহাশাস্তি। তাই তোমায় ক্ষমা ক'র্‌লুম।"

রাজা এই অপ্রত্যাশিত অচিন্তনীয় ব্যাপারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

মাতাল তখন রাজাকে ত্যাগ করিয়া মূর্চ্ছিতা রমণীর দেহ দুই হস্তে ধারণ করিয়া স্কন্ধে উত্তোলন করত সোপানাভিমুখে অগ্রসর হইল।

রাজার তখন চমক ভাঙ্গিল,—জড়িতকণ্ঠে রাজা ডাকিলেন,—"মাণিকলাল!"

মাতাল।

রোষ-দীপ্ত-কণ্ঠে মাতাল বলিল,—"সাবধান রাজা! কথা কহিলে— কিংবা বাধা-দানে উদ্যত হইলে, তোমাকে আমি হত্যা ক'র্‌তে বাধ্য হবো, সাবধান"।

"কে তুই স্পর্দ্ধিত-কুক্কুর, যে রাজা দেবীপ্রসাদকে ভ্রুকুটী ক'রিস্‌?"

"আমি মাতাল।"

রাজা বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

মাতাল যখন উদ্যানে উপস্থিত হইল—তখন কক্ষ হইতে শ্রুত হইল— "মাণিকলাল!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মাতাল দেখিল,—রমণী কিশোরী। কিশোরী নিরাভরণা দেখিয়া মাতাল বুঝিল,—দরিদ্র-কন্যা। সীমন্তে সিন্দূরের চিহ্নমাত্রও নাই দেখিয়া বুঝিল—কিশোরী অবিবাহিতা।

নদীতীরে মাতাল কিশোরীর মস্তক নিজ-ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট। সুদীর্ঘ কেশরাশি দূরস্থিত নীলাকাশ কোলে শৈল-তরঙ্গের মত নব-বরষার চূর্ণ-জলদ-জালের মত সুবিস্তৃত। রজত সুষমাময়,—তরল-কাঞ্চন-ঢালা-চন্দ্র-রশ্মি কিশোরীর বদনে পতিত হইয়াছিল। সে আলোকে মাতাল দেখিল কিশোরী অপূর্ব্ব-সুন্দরী। সুন্দর-সুঠাম দেহের গঠন, জন-মনোহর,—অতি মনোরম। সুচারু-বদন উষার তারকার মত সমুজ্জ্বল, বসন্ত কুসুম-রাশির মত সৌন্দর্য্যময়ী, শরতের-পূর্ণ-শশীর ন্যায় দীপ্তিময়ী, কিশোরী চক্ষুরুন্মীলন করিল, যেন ভ্রমর-শোভিত কনক পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল।

"একি! এ যে সেই! সেই মূর্ত্তি! আর একদিন এমনি শারদ-নিশায়, —স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় এমনি মধুর-মোহন-মূর্ত্তি দেখেছিলুম। পুণ্যের দীপ্তির মত, পবিত্রতার ভাতি সম, সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায়—একদিন একবার এক মূহূর্ত্তের জন্য এমনি উজ্জ্বল দেখেছিলুম। এমনি ভাবে করুণা ছড়িয়ে, করুণার হাসি-হেসে, করুণার ধারা অঙ্গে-মেখে,—অমল-ধবল-রূপ-নিয়ে, কমল-নয়নে তরুণ-হাসি নিয়ে উদার-হৃদয়ে—মহিমার কিরণ নিয়ে, আর একদিন এমনি আমার নয়নপটে উদ্ভাসিত হ'য়েছিল।

যাদুকরের ন্যায় এক মুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ে তার মূর্ত্তি অঙ্কিত ক'রে দিয়েছিল।"

"আজ তেমনি শারদ-নিশায় শুভ্র-জ্যোৎস্নায়, হিরণ-কিরণ-প্লাবিতা বীচি-মালা-শোভিতা,—তটিনী-তীরে সেই দেবতারই অঙ্কে শায়িত। কি সুখ, কি শান্তি, কি তৃপ্তি!" বিহ্বল-হৃদয়ে অবশ-অঙ্গে স্বেদরোমাঞ্চ কলেবরে কিশোরী শুইয়া রহিল, উঠিল না।

কিশোরীকে চক্ষুরুন্মীলন করিতে দেখিয়া মধুরকণ্ঠে মাতাল বলিল, —"এই যে আপনার জ্ঞান-সঞ্চার হ'য়েছে—এখন বোধ হয় ব'সতে পারবেন?"

"হায় পুরুষ কি নিষ্ঠুর!"

রমণী উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি এখানে কেমন ক'রে এলুম?"

মাতাল আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিল।

তৎশ্রবণে কিশোরী বলিল,—হায় যখন এই দেবতার কোমল-অঙ্কে ছিলাম, তখন ক্ষণিকের জন্য কেন আমার জ্ঞান সঞ্চার হল না। তার পর যদি আমার মৃত্যু হ'তো, তাতেও কোন দুঃখ, কোন ক্লেশ হ'তো না, "ভগবান তুমিও নিষ্ঠুর।"

অন্তরের ভাব অন্তরের মধ্যে নিহিত করিয়া রমণী বলিল, "কে আপনি সাগরের অতল জলে নিমজ্জমানা রমণীকে করুণার বাহু-বিস্তারে, তীরে তুলে, প্রাণ মান রক্ষা করে, দেবাশীর্ব্বাদের অধিকারী হ'লেন, কে আপনি?

"আমি নেশাখোর মাতাল।"

"মাতাল!" বিস্ফারিত-নয়নে সুন্দরী মাতালের মুখপানে চাহিল। না না এতো ভুল নয়, ভ্রম নয়, এই তো সেই দেবতা। স্বর্গের ছবি আঁকা, গরিমা মহিমা মাখা, করুণায় ঢাকা সেই দেবতা। বিস্ময়ে বলিল, "আপনি নেশাখোর মাতাল, তবে এ জগতে পূজার-পাত্র কে?"

"সকলেই। জীব মাত্রেই ঈশ্বরের শক্তিকণার অধিকারী। এখন আপনার বাড়ী কোথায় বলুন, রেখে আসি।"

"আমার বাড়ী নগর-প্রান্তে, আমি বাড়ী যাব না।"

"কেন?"

"রাজা দেবীপ্রসাদের সেই পাপাগারে আমি তিন দিন আবদ্ধ ছিলাম, যদিও আমি নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু মাত্র আমার মুখের কথায় বিশ্বাস ক'রে কে আমাকে আশ্রয় দেবে?"

"বেশ যদি কোথাও আশ্রয় না পাও, আমার কাছে এস, আমি আশ্রয় দেব।"

"আবার কোথায় আপনার দেখা পাব!"

"এইখানেই, এই নদীতীরে সন্ধ্যায় এলেই আমার দেখা পাবে। কিন্তু নগর এখান থেকে বহুদূর। তুমি বালিকা, হেঁটে যেতে পারবে না। এখন এখানে শিবিকাও পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে নিকটেই আমার অনুগত এক ধীবর আছে, তার ওখানে এই রাত্রিটা কাটিয়ে কা'ল অতি প্রত্যূষে যেও। আমি ধীবরকে ব'লে দেব,—সেই শিবিকা ক'রে তোমাকে রেখে আসবে। কেমন এই ভাল নয়?"

"বেশ, তাই চলুন।"

মাতাল।

অগ্রে মাতাল, পশ্চাতে কিশোরী নদীতীর ধরিয়া ধীবরের কুটীরাভি-মুখে চলিলেন।

ফুল্ল-কৌমুদী-কিরণে, তটগামিনী, তটিনীর কলতানে, মধু গানে, ফুল্ল-কুসুম-সৌরভ-সুরভিত, মৃদুল-মন্দ-সমীর সেবনে চলিতে চলিতে কিশোরী ভাবিল,—কি অমৃতময়ী রজনী।

ধীবরের কুটিরে উপস্থিত হইয়া মাতাল ডাকিল,—"দাশু! দাশু!"

দ্বার খুলিয়া দাশু মাতালকে দেখিয়া মৃতের ন্যায় তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তদ্দর্শনে মাতাল ঈষৎ হাস্যে বলিল, "ভয় নেই দাশু, আমি ম'রে ভূত হয়ে, তোমার ঘাড় মট্‌কাতে আসিনি, বরং ভূত নেবে এসেছি।"

সমস্ত ঘটনা দাশুকে সবিস্তারে বলিয়া, রমণী সম্বন্ধে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া, মাতাল চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"নির্ম্মল, পিশাচকে হত্যা ক'রতে শয়তানের প্রয়োজন। মতীলাল শৃগাল অপেক্ষা ধূর্ত্ত, তাকে হত্যা করা তোমার ন্যায় বালকের কার্য্য নয়।"

নির্ম্মল অতি বিনীত, অতি নম্র-কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু মহারাজ, সাহস অথবা কৌশলের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। সেই মেঘের মত কাল ভীষণ চেহারার লোকটা না এলে, কার্য্য হাসিল ক'রেছিলুম আর কি।"

এমন সময়ে কক্ষদ্বার খুলিয়া এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া সোৎসাহে রাজা বলিলেন, "এই যে মাণিকলাল, আমি তোমাকেই খুঁজ্‌ছিলাম।"

স্তুতিকর, ঘটক, দূত, সহচর, পার্শ্বচর, সচিব, বন্ধু প্রভৃতি বহু উচ্চপদ-ধারী মাণিকলাল উভয় হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে বলিল, "এ গোলামের গোলামকে কি প্রয়োজন রাজা বাহাদুর ?"

গম্ভীর-কণ্ঠে রাজা বলিলেন, "মাণিকলাল, সে দিনের সে অপমানের কথা কি ভুলে গেলে ?"

"না মহারাজ, ভুলি নাই,—সে ভোল্‌বারও নয়।"

"সত্য ব'লেছ মাণিকলাল, সে দিনের সে অপমানের কথা ভোল্‌বার নয়। কি আশ্চর্য্য মাণিকলাল—প্রসাদপুর রাজ্যে বাস ক'রে, সে তারই মেরুদণ্ডের উপর আঘাত করে। কি অদ্ভুত সাহস মাণিকলাল, যে আমার শক্তিকে পদতলে দলিত করে। এ কথা যখন ভাবি, তখন যেন

আমি ক্রোধে ক্ষিপ্ত-প্রায় হ'য়ে উঠি। এক এক সময়ে মনে হয়—সে দিনের ঘটনাটা যেন একটা স্বপ্ন, যাদুকরের মায়া। সমগ্র-রাজ্য আমার ভ্রূকুটীতে সদা সশঙ্কিত, আমার ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর মস্তক ভূ-লুণ্ঠিত হয়, আর মাতাল আমার অপ্রতিহত প্রতাপকে নমিত ক'রে দেয়! আমার গর্ব্বের টুঁটী চেপে ধরে! মাণিকলাল, মাণিকলাল—কখনও তা হবে না। মাতালের এ অবজ্ঞা, এ অপমান কখনই সহ্য ক'র্‌বো না। এর প্রতিবিধান ক'র্‌বো, প্রতিশোধ নেব। মাণিকলাল,—আমার অনুচরদের মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা সাহসে, কৌশলে, বিশ্বাসে শ্রেষ্ঠ; মাতালকে দুনিয়া থেকে আমি সরাতে চাই,—আর সে ভার তোমাকেই অর্পণ ক'র্‌লুম—তুমি মাতালকে হত্যা ক'র্‌তে পার উত্তম, নতুবা প্রকাশ্যভাবেই তাকে হত্যা ক'র্‌বো—আমার সর্ব্বস্ব পণ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মাণিকলাল যদি আমায় যথার্থ মান্য কর,—ভালবাস, তবে যাও—মাতালের তপ্ত-রুধিরে তার নিদর্শন দেখাও,—তোমারও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ কর। ভরসা করি, তুমি অকৃতকার্য্য হবে না।"

সগর্ব্বে মাণিকলাল বলিল, "কখনই নয়, মাতালকে হত্যা না ক'রে আমি ফির্‌বো না।"

এই বলিয়া মাণিকলাল কক্ষ ত্যাগ করিল, নির্ম্মলও নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তরুণ-নিশায় কল-গীতি-নিনাদিনী তটিনী তীরে, প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে দেখিতে মাতাল ভাবিতেছিল—কি সুন্দর শান্ত সৌম্য মধুর এই জ্যোৎস্না-হসিত জগৎ। লতায় পাতায়, জলে স্থলে, বিমানে ভুবনে, তুফানে গগনে সুষমার সৃষ্টি, সুধার বৃষ্টি, করুণার হাসি ছড়ান রয়েছে। লহরে লহরে জ্যোতির ধারা, স্তরে স্তরে সৌন্দর্য্যের মেলা, রেণুতে রেণুতে ভগবানের মহিমার বিকাশ। চাঁদের হাসি বিশ্বের সৌন্দর্য্যে, বিশ্বের হাসি চাঁদের রূপ-ছটায়।

সৌন্দর্য্যের মেলা মেশা। সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যে ঘাত প্রতিঘাত। কে সুন্দর! চাঁদ না পৃথিবী? চাঁদ তুমিই কি পৃথিবী অপেক্ষা সুন্দর? না—তা মনে ক'রো না। পৃথিবী সুন্দর—সহস্র গুণে তোমার চেয়েও সে সুন্দর। পৃথিবী সুন্দর, তাই তুমি নির্নিমেষ নয়নে পৃথিবীর পানে চেয়ে থাক।

পৃথিবী ধীর, শান্ত, সৌম্য, গাম্ভীর্য্যময়। তাতে শিক্ষা আছে, ভক্তি আছে, জ্ঞান আছে। আর তুমি রসিক, প্রেমিক, চপল, চঞ্চল—তোমাতে আছে শুধু লালসাময় রূপ, শুধু আকাঙ্ক্ষার কিরণ ছটা, শুধু শুভ্র-হাসির রাশি।

পৃথিবী তোমার রূপ নিয়ে তড়াগে সাগরে শৈল-শিখরে ছড়িয়ে দেয়, তাই তোমার রূপের শোভা—তাই তোমার কদর।

সহসা মাতালের চিন্তা-তরঙ্গে বাধা দিয়া পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—

"মাতাল।"

পশ্চাতে চাহিয়া মাতাল দেখিল—এক রমণী দণ্ডায়মানা। নিকটে আসিয়া চিনিল—এ সেই রমণী, যাহাকে রাজার কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।

মাতালের প্রশ্নের পূর্ব্বেই কিশোরী বলিল, "মাতাল, আমি কোথাও আশ্রয় পাইনি।"

"আশ্রয় পাওনি?"

"না—লোক-চক্ষে এখন আমি মৃতা। পিতা ও আত্মীয় স্বজন—নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে আমার মৃত্যু হয়েছে, এই কথা রাষ্ট্র ক'রেছেন। আমাকে দেখে ঘৃণায় সকলে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। শেষে উপহাসে অবজ্ঞায় অপমানে জর্জ্জরিত ক'রে পশুর ন্যায় বিতাড়িত ক'রে দিলে। কি অত্যাচার, এই রাজা দেবীপ্রসাদের। সমাজের বন্ধন থেকে, সংসারের কোল থেকে, মানবের স্নেহ-ডোর হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে, আমায় আবর্জ্জনার মত জগতের এক প্রান্তে ফেলে দিলে। কি অবিচার, কি ভীষণ অত্যাচার বল দেখি মাতাল? রমণী আমি—অবলা সহায়হীনা আমি—আমি কি কর্‌তে পারি? মানুষ তুমি, পুরুষ তুমি, পুরুষত্বের যদি গর্ব্ব কর মাতাল, তবে এ অত্যাচারের প্রতিবিধান কর—প্রতিশোধ নাও।"

"গর্ব্ব থাক্‌লেও রাজা দেবীপ্রসাদ শক্তিশালী।"

"শক্তিশালী ব'লে ভীত মাতাল? উত্তম, তুমি না পার, আমি পা'র্‌ব। প্রতিজ্ঞা আমার, রাজা দেবীপ্রসাদের শোণিত দর্শন ক'র্‌বো। না পারি, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের এমন কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো যা জগতের বক্ষে সজাগ শিহরণে জেগে থাক্‌বে। দেবীপ্রসাদ মহাশক্তিধর হ'লেও, এ ক্ষুদ্রা অবলা রমণীর নিকট তার পরিত্রাণ নেই।"

"দেখ্‌ছি তুমি উন্মাদিনী।"

"ঠিক ব'লেছ, আমি তোমার জন্য উন্মাদিনী। যেদিন তুমি লম্পট অমলের অত্যাচার হ'তে দেবতার মত রূপ নিয়ে, দেবতার মত এসে, দেবতার মত করুণা ক'রে আমায় উদ্ধার কর,—সেই দিন, মাতাল! সেই দিন থেকেই আমি তোমার জন্য উন্মাদিনী। মাতাল, লোকের মুখে শুনি, তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, আমিও ব্রাহ্মণ-কন্যা, তবে আমাদের এ ধর্ম্ম-মিলনে বাধাবিঘ্ন কিসের? মাতাল, আমায় স্থান দাও, দাসী ব'লে গ্রহণ কর, অবলা নিরাশ্রয়াকে আশ্রয় দাও। তুমি ভিন্ন আর কেউ আমার আশ্রয় নেই। তুমি আমার আশ্রয়, তুমি আমার সহায়, আমার চক্ষের আলোক, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, আমার সাধনা, প্রার্থনা, আমার কামনার দেবতা। পিতা, আমায় দর্শন করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দূরে চলে গেলেন। কন্যার একটা কথাও শুন্‌লেন না। তবে কে আমায় আশ্রয় দেবে? অভাগিনী অনাথিনী কোথায় যাবে? ঈশ্বর সাক্ষ্য মাতাল, পাষণ্ড-রাজা জ্ঞানত আমার অঙ্গস্পর্শে সমর্থ হয়নি। কিন্তু কে আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে আমায় আশ্রয় দেবে?"

"আমি দেব। শপথ ক'র্‌ছি,—আজীবন তোমায় ভগ্নীর মত দেখ্‌বো, ভগ্নীর মত স্নেহ, ভগ্নীর মত মমতা ও ভগ্নীর মত ভালবাস্‌বো। কোন চিন্তা নেই তোমার। কিন্তু তোমায় অন্যভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব। সে আশা ত্যাগ কর।"

"আশা ত্যাগ ক'র্‌বো! না--না—তা পার্‌বো না, না-- কিছুতেই না! বল বল মাতাল, কেন কিসের জন্য আশা ত্যাগ ক'র্‌বো?"

মাতাল।

"আমি সংসার-বিরাগী ভবঘুরে নেশাখোর। আমার রমণীতে প্রয়োজন নেই, রমণীতে লিপ্সাও নাই।"

"পুরুষ তুমি, যুবক তুমি, তোমার রমণীতে লিপ্সা নেই, একি হ'তে পারে! না এ অসম্ভব, এ তোমার ছলনা, পরীক্ষা। মাতাল! মাতাল! চরণে ধ'র্‌ছি,—আমায় নিরাশ ক'রো না।"

সত্যই কিশোরী মাতালের চরণ-ধারণে উদ্যতা হইল। মাতাল দূরে সরিয়া বলিল,—"ছিঃ নারী, এত দুর্ব্বল-হৃদয়া তুমি! যথার্থ সহানুভূতির পাত্রী তুমি, কিন্তু ব্যবহারে সে সহানুভূতি হারাচ্ছ। শোন নারী, যদি আশ্রয় চাও, সহস্র বিপদ, সহস্র কলঙ্কভার, তোমার জন্য মস্তকে ধারণ ক'রে আশ্রয় দানে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যদি কু-অভিপ্রায় থাকে, তবে এ স্থান হ'তে যাও।"

"যাব—যাব।—এত অহঙ্কার,—এত দর্প তোমার। রমণী হ'য়ে পায়ে ধরে প্রেম ভিক্ষা চাইতে গেলুম, দূরে স'রে গেলে? এত ঘৃণা! বটে?—আচ্ছা থাক তুমি মাতাল! কিন্তু এক দিন এই ভুজে তোমায় আলিঙ্গন ক'র্‌বো। তোমার কণ্ঠের মালা নিজের কণ্ঠে ধারণ ক'র্‌বো, তোমার অঙ্গুরী আমার অঙ্গুলীতে প'র্‌বো। তখন দেখো মাতাল,—রমণী,পুষ্পের মত কোমল, আবার সর্পের মত ভীষণা। চ'ল্লুম মাতাল, আমার বাক্যগুলি যেন স্মরণ থাকে।"

রমণী দ্রুত চলিয়া গেল! রমণীর শ্বেত-বস্ত্রে শ্বেত-কৌমুদী-কিরণ প্রতিফলিত হইতেছিল।

রজত আলেয়ার মত রমণী অপসৃত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আঁধার ভীষণ, নীরব গম্ভীর রজনী। সুপ্ত স্তব্ধ ধরণী। কেবল আছে ঝিল্লীর ঐক্যতান, শৃগালের তূর্য্যধ্বনি, পেচকের কম্বুনাদ। আকাশে তারার সারি,—গাছে গাছে জোনাকীর রাশি। আঁধার ঘেরা ধরণীর আঁধার মুক্ত করিতে কেবল তারা হাস্‌ছে। হাসিতে আলো ফুটে উঠ্‌ছে। তাদের হাসি দেখ্‌ছে না কেউ, তবু তারা হাস্‌ছে, হাস্‌তেই যেন তাদের জন্ম, হেঁসেই যেন তাদের সুখ। এ শিক্ষা বুঝি ফুলের কাছে পেয়েছিল।

সেই আঁধার-রাজ্যে আঁধারের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এক অনতি-উচ্চ দ্বিতল-প্রাসাদের নিম্নতলস্থ একটী কক্ষে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। গৃহস্থের শতস্তিমিত দীপের মধ্যে সেই একটী উজ্জ্বল আলোক, অসংখ্য তারকা বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতেছিল।

কক্ষটী সুপ্রশস্ত সুশোভিত সুমনোরম। উজ্জ্বল দীপে আলোকময়। চিত্রপটে সৌন্দর্য্যময়,—পুষ্পমাল্যে পুষ্পগুচ্ছে সৌরভময়।

কক্ষমধ্যে একখানি মেহগ্নিকাষ্ঠ নির্ম্মিত আসনোপরি একটি সুন্দর যুবক উপবিষ্ট। যুবক সুন্দর সত্য, কিন্তু তার বদনে লালিত্য নেই, সরলতা নেই, কোমলতা নেই। কৃষ্ণ-মেঘের মত মুখখানা তার কালিমাচ্ছন্ন।

কক্ষের দ্রব্যাদি ও কক্ষ-সজ্জার প্রণালী দেখিলে অনায়াসেই অনুমিত হয়, যে কক্ষটী যুবকের বিলাস-কক্ষ।

মাতাল।

যামিনীর যৌবন গিয়াছে। পঞ্চমীর ক্ষীণ-চন্দ্রালোক যেটুকু তার হৃদয়ে খেলিতেছিল, তাহাও নিভিয়া গিয়াছে। যামিনী এখন প্রৌঢ়া, গম্ভীরা, ধীরা, বিগত-যৌবনা রমণীর মত ম্লান, বিমলিন। যৌবনের উদ্দাম বৃত্তিনিচয় বয়সাধিক্যে যেমন হৃদয় মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে, তেমনি যৌবন-হীনা যামিনীর হৃদয়ে সব ঘুমিয়ে পড়েছে। যৌবনের শত বাসনার পরিবর্ত্তে প্রৌঢ়ার যেমন দু-চারটী বাসনা জাগিয়া থাকে, তেমনি প্রৌঢ়া-যামিনীর হৃদয়ে দুচারটী বাসনার মত, দু-চারটি মানুষ জাগিয়াছিল,—তন্মধ্যে আমাদের এই যুবক একজন।

যুবক গভীর চিন্তামগ্ন। প্রবল ঝঞ্ঝার পূর্ব্বক্ষণের মত গম্ভীর। প্রস্তরমূর্ত্তির মত দেহ নিশ্চল, পুষ্প-বৃন্তের মত ললাটের শিরা সকল স্ফীত।

যুবকের কক্ষটী পথিপার্শ্বে, কক্ষদ্বার উন্মুক্ত। মুক্তদ্বারপথে আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া নিকটস্থ একটা বৃক্ষে পতিত হইয়া সোণার স্তবকে মুড়িয়া দিয়াছিল।

সহসা সেই আলোকিত দ্বার-পথে আলোকময়ী এক রমণী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল।

চিন্তাক্লিষ্ট যুবক প্রথমে রমণীকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন চিনিল, -তখন তাহার নয়নের আলো যেন নিভিয়া গেল। শ্যামোজ্জ্বল বদন, শুষ্ক-পত্রের ন্যায় বিবর্ণ হইল —শোণিত-প্রবাহ নিরুদ্ধ হইল।

বিধুকর-লেপিত, বিধুহাস্যে বীণাবাদ্যবৎ কণ্ঠে বিধুবদনী রমণী বলিল, "কি অমল, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছো না?"

শুষ্ক নীরস জড়িতস্বরে অমল বলিল,—"তুমি,—তুমি সুনীলা!"

"হাঁ, আমি সুনীলা, ভাবছো আমি অশরীরী? না, আমি অশরীরী নই। সমাজচ্যুত হবার ভয়ে, কলঙ্কমুক্তা হবার জন্য বাবা আমার মৃত্যু রটনা ক'র্‌লেও আমি মরিনি। মরা যদিও আমার উচিত ছিল, তথাপিও আমি মরিনি, ম'র্‌বোও না। অমল, এখনও তোমার বদন আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে রয়েছে, এখনও কি তোমার বিশ্বাস আমি মৃতা,—অশরীরী? অমল শঙ্কাশূন্য অন্তরে, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে একবার আমার মুখপানে চাও, দেখদেখি সেকি অশরীরীর মত বিকৃতা, বিগলিতা, না,—রজত নবেন্দুচ্ছটার ন্যায় সমুজ্জ্বল। নয়নের পানে চাও, দেখ দেখি সে কি আভাহীন, না হীরকনিন্দিতা আভাময়ী? এই সুবিস্তৃত কেশ-রাশির পানে চাও, দেখ দেখি সে কি সম্মার্জনীর ন্যায় শুষ্কা কঠিনা, না কানন-বল্লরীর মত শোভাময়ী? এই দেহের প্রতি চাও, দেখ দেখি সেকি শুষ্ক বৃক্ষদণ্ডের মত রূপরসহীনা? না হেম-মালাবেষ্টিতা কমল-লতার ন্যায় মন-বিনোদিনী। অমল, এখনও কি তুমি আমায় অশরীরী ভাব্‌বে?"

অমলের হৃদয় হইতে শঙ্কার, জমাট-জল-ভার অপসৃত হইল। বাঁধ-ভাঙ্গা তরঙ্গিণীর ন্যায়, দেহে স্বাভাবিক শোণিত-তরঙ্গ বহিল। শুষ্ক-রসনা সরস হইল। তখন সে বলিল—"না—না তা আর ভাবিনি, তবে ভাব্‌ছি, তুমি এখানে, এ অসময়ে আপনা হতে, কোথা থেকে, কেমন ক'রে এলে?

"যে ভিখারী, ভিক্ষা চেয়ে শুধু অপমান পেয়েছে, সেই নিরাশ-ভিখারীর দ্বারে আজ কোহিনুরের ডালা, স্বর্গ-সুষমা-সম্ভার, আপনি এসে উপস্থিত? সত্যই কি আজ আমার সৌভাগ্য-রবি, এ অন্ধকারময় হৃদয়ে

উদিত হ'ল? এতদিন এ সৌন্দর্য্যমালা কোন্ জলদের কোলে লুকিয়ে রেখেছিলে সুনীলা?"

"সেই কথাই তো ব'ল্‌তে এসেছি অমল, কিন্তু কই তুমি তো একবারও ব'স্‌তে ব'ল্লে না, মধুর সম্ভাষণে একবারও "এসো" বল্লে না? বুঝি—আর আমায় তেমন ভালবাস না, বুঝি আমায় ভুলে গেছ?"

"প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি কি কখনও ওঠে? না মোছে? তোমার মূর্ত্তি যে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত, তোমায় কি ভুল্‌তে পারি? না কখনও—ভুল্‌বো? এস সুনীলা, আমার পাশে বোস।"

অমল পার্শ্বস্থিত একখানি কাষ্ঠাসন দেখাইয়া দিল। সুনীলা তাহাতে উপবেশনান্তে বলিল, "অমল, তবে শুন্‌বে আমার করুণ-কাহিনী?"

"শোন্‌বার জন্য আকুল ব্যাকুল আগ্রহ আমার হৃদয়কে বিলোড়িত কর্চ্ছে। বল সুনীলা।

"শোন তবে।- রাজা দেবীপ্রসাদ আমাকে জনকের স্নেহময়-ক্রোড় হ'তে সংসারের স্নেহ-ছায়াতল হ'তে অপহরণ ক'রে নিয়ে যায়। নদী-তীরস্থ এক ভগ্ন-অট্টালিকার দ্বিতলোপরি ক্ষুদ্র-কুটীরে আমায় আবদ্ধ ক'রে রেখে দেয়। পরদিন প্রাতে শয়তান আমার নিকট অশ্রাব্য অশ্লীল প্রস্তাব উত্থাপন করায়, আমি সদম্ভে সতেজে তাকে অপমানিত করি। ক্রোধান্বিত রাজা তখন আমাকে চিন্তার তিন দিন মাত্র অবসর দিয়া প্রস্থান করে। শেষদিন শুভযোগে কক্ষদ্বার মুক্ত পেয়ে, আমি পলায়ন ক'র্‌লুম। পথে মাতাল আমার গতিরোধ করে, কিন্তু আমার চীৎকারে লোক সমাগমের ভয়ে সে পলায়ন ক'র্‌তে বাধ্য হয়। আমি বাড়ীতে এলুম, বাবা আশ্রয় দিলেন না; আত্মীয় স্বজনের নিকট

গেলুম কেউ কথাও কইলে না, কেউ ফিরেও তাকালে না। তখন নিরুপায়ে নিরাশ্রয়ে নদীতীরস্থিত পরিত্যক্ত এক কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলুম।"

সুনীলার এই সত্য মিথ্যা সংমিশ্রিত কাহিনী শ্রবণে অমল বলিল, "এত ব্যাপার! কৈ—তা তো জানিনি—তা তো শুনিনি। আমরা শুনেছি তুমি নদীতে জল আনতে গিয়ে হঠাৎ নদী-অন্তরস্থিত গহ্বর মধ্যে নিপতিত হও।"

"হাঁ মানরক্ষার জন্য এ পিতার কল্পিত-গল্প। অমল, আমি কিন্তু সত্যই সমাজ ও লোক-চক্ষে পতিতা। এ পতিতাকে কি তুমি দয়া ক'রে চরণে স্থান দেবে?"

"একি কথা সুনীলা, তোমাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রতে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় উদ্‌গ্রীব আগ্রহে চেয়ে আছে।"

"আমায় ধর্ম্ম-মতে বিবাহ ক'রবে?"

"বিবাহ! না, তা পারি না সুনীলা?"

"কেন?"

"পিতার অনুমতি পাব না।"

"না পাও ক্ষতি কি? গান্ধর্ব্ব-বিবাহ তো আমাদের ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।"

"তা আছে কিন্তু—"

"কিন্তু কি অমল?"

"কিন্তু আমার কিছুই বিশ্বাস হ'চ্ছে না,

"কি বিশ্বাস হ'চ্ছে না অমল?"

মাতাল।

"তুমি কি সত্যই আমায় ভালবাস ?"

"সত্যই ভালবাসি, আমার এই সৌন্দর্য্যের চেয়ে, দেহের চেয়ে হৃদয়ের চেয়েও—তোমায় ভালবাসি।" অন্তরে বলিল "সকলের চেয়ে তোমার মুণ্ডপাত ক'রতে ভালবাসি।"

"ভালবাস! তবে সেদিন স্বেচ্ছায় মাতালের হাতে আমায় অপমান ক'রলে কেন ?"

"অমল, তুমি বুঝি তাই ভেবেছো? বাল্যসাথী তুমি—পাশাপাশি দুজনের বাড়ী। পাশাপাশি দুই পুষ্পের মত আমরা দুটী একত্রে ফুটেছি। আমাদের দুজনার হাসি সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ বইয়ে দিত। উভয়ের রূপ উভয়েই অপলক-নেত্রে দেখেও তৃপ্তি হ'তো না—সেই তুমি, তোমায় কি স্বেচ্ছায় আমি অপমান ক'রতে পারি। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে তোমায় চিনতে পারিনি। তাই ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠেছিলুম। এতে যদি আমায় অপরাধিনী মনে কর, শাস্তি দাও কিন্তু আমার প্রতি অকরুণ হ'য়ো না। অমল তোমায় যে আমি সর্ব্বস্ব দিয়ে ভিখারিণী হয়েছি।"

মিথ্যা কথা, সুনীলা অমলকে ঘৃণা করে। পূর্ব্বে ভ্রাতার ন্যায় ভাল-বাসতো বটে। কিন্তু যে দিন সে তার প্রতি পৈশাচিক-ব্যবহারে উদ্যত হয়, সে দিন হ'তে সে তাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে।

সে অমলকে জানিয়াই চীৎকার করে। তার চীৎকারেই মাতাল উপস্থিত হয়। মাতালের প্রহারে অমল পলায়ন করে।

সুনীলার বাক্যে প্রেম-গদ্‌গদ-কণ্ঠে অমল বলিল, "তবে সত্যই তুমি আমায় ভালবাস সুনীলা ?"

"এখনও সন্দেহ অমল ?"

"না আর সন্দেহ নাই। তবে এস সুনীলা—এ চাতককে অমিয়-প্রেম বারিদানে তা'র ক্ষুধিত প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

"এখন নয়। যে মাতাল তোমায় অপমান ক'রেছে, যে আমায় একাকিনী পেয়ে, আমার কুমারীত্ব হরণে উদ্যত হয়, সেই মাতাল এখনও জীবিত। এখনও প্রতিশোধ নিতে পারিনি, আগে প্রতিশোধ নিই—তারপর তোমাতে আমাতে একটা প্রেমের স্বর্গ-রাজ্য সৃজন ক'র্‌বো।"

"তোমায় প্রতিশোধ নিতে হবে না। আর প্রতিশোধ নেবার অবসরও পাবে না।"

"কেন ?"

"মাতাল বোধ হয় এতক্ষণ নিহত হয়েছে, না হয় এখনি হবে। কি কারণে জানি না, রাজা দেবীপ্রসাদও মাতালের নিধন-প্রয়াসী। রাজ-আজ্ঞায় রাজ-সহচর মাণিকলাল অতিথির ছদ্মবেশে মাতালকে হত্যা ক'র্‌তে তার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। আজ রাত্রেই তাকে হত্যা ক'র্‌বে। চিন্তিত হৃদয়ে আমি তারই আগমন প্রতীক্ষা কচ্ছি।"

চিন্তিত ইতস্ততঃ বাক্যে সুনীলা বলিল,—"হত্যা ক'র্‌বে !—হাঁ,—না তা বেশ হবে। তার শোণিত-দর্শন না ক'র্‌লে আমার ক্রোধ যাবে না।—আমি সুস্থির হ'তে পাচ্ছি না। অমল, তোমার একপ্রস্থ পরিচ্ছদ ও একখানা বেশ ধারাল ছুরী দিতে পার ?"

সাশ্চর্য্যে অমল বলিল,—"কেন কি প্রয়োজন ?"

"কি প্রয়োজন বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? সেই নির্জ্জন নদীতীরে এ বেশে থাকলে লম্পটের প্রাদুর্ভাব হবে, তাই বালক-বেশে থাক্‌বো। আর ছুরী,—জন্তু জানোয়ার হ'তে আত্ম-রক্ষার জন্য। তোমার পিতা জীবিত, তিনি থাকতে তো তুমি আর আমায় তোমার বাড়ীতে আশ্রয় দিতে পার্‌বে না?"

"না তা পার্‌বো না।"

এই বলিয়া একটা বস্ত্রাধার খুলিয়া অমল সুনীলার প্রার্থনা মত দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দিল। সুনীলা সবই একপ্রস্থ লইল—কেবল উত্তরীয় দুইপ্রস্থ চাহিল। অমল মৃদু-হাস্যে তাহাও প্রদান করিল। সুনীলা অমলের পশ্চাদ্‌ভাগে যাইয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া বালক সাজিল। মদনের রঙ্গ-ভূমি মন্দির-চূড়া-তুল্য উন্নত-বক্ষের গর্ব্ব উত্তরীয়ের গর্ভে নমিত হইল। যেন পর্ব্বতশির মেঘে লুকাইল। কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশদাম আর একখানি উত্তরীয়ে ঢাকিল—যেন জল-হৃদি-বিহারিণী, তপন-তাপ-তাপিনী, কৃষ্ণসর্পিণী পদ্মতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে বেশ পরিবর্ত্তন রূপ মহাকার্য্য সমাপনান্তে সুনীলা বলিল,—"তা হ'লে চ'ল্লুম অমল।"

"কেন সুনীলা, যাবে কেন?"

"না এখানে কেউ যদি জানতে পারে, "আমি সুনীলা" তা হ'লে সমূহ ক্ষতি হবে। তার চেয়ে "কাল-সন্ধ্যায়" নদীতীরে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ো। হাঁ আর একটা কথা, মাতালের বাড়ী কোথায়?"

"এই পথেই কিছুদূর গেলে একটা বৃহৎ বটবৃক্ষের সম্মুখে একটা একতলা বাটীতে সে থাকে। কেন মাতালের ঠিকানায় কি দরকার?"

"যাবার সময়ে সংবাদ নিয়ে যাবো, সে ম'রেছে কি না, তা হ'লে নিশ্চিন্ত মনে তোমার সঙ্গে মন খুলে প্রেমালাপ ক'র্‌তে পার্‌বো। তবে চ'ল্লুম অমল। কাল-সন্ধ্যায় মনে থাকে যেন যেও।"

সুনীলা কার্য্য-সিদ্ধি করিয়া চলিয়া গেল।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"না লাজপত বাবু, আপনি বিদেশী সওদাগর, আপনাকে সাহায্য করা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই বিশাল সমৃদ্ধিশালী নগরে বহুগণ্য-মান্য ধনাঢ্য ব্যক্তি থাকতে, আপনি যে দীনাতিদীনের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছেন, এ আমারই পরম সৌভাগ্য।"

"আপনি মহত্ত্বের স্বর্ণ-কিরীট, ধর্ম্মের-জ্যোতির্ম্ময় ভূষণ, মহিমার দীপ্ত-আকর, করুণার অনন্ত-সাগর,—মানবের উজ্জ্বলতম-কণ্ঠহার। আপনার ন্যায় সজ্জন সুধীর আশ্রয় লাভ, এও আমার অনেক সুকৃতির ফল।"

"আমি ধর্ম্মের সেবক, কর্ত্তব্যের দাস,—কর্ম্মের উপাসক। আমায় ওরূপ মহা-সম্মানে ভূষিত ক'রবেন না। আমার দ্বারা যতটুকু আপনার সাহায্য হয়, আমি তা সাধ্য মত ক'রবো।"

"আপনি এত মহৎ, এত সৎ, অথচ আপনি মাতাল! আশ্চর্য্য!"

মাতাল, বোতল হইতে খানিকটা মদ্য গলাধঃকরণে, সম্মুখে দণ্ডায়মান অপর এক ব্যক্তিকে বলিল,—"দাশু, তোমার বাটীর কতদূর কি হলো?"

যুক্তকরে ভক্তিযুক্তকণ্ঠে দাশু বলিল,—"আজ্ঞে একতলা হ'য়ে গেছে'—এবার দোতলাটা আরম্ভ হবে। আপনি তো আর যান না,—দেখেন না। যদি রোজ সকালে একবার ক'রে যেতেন, তবে এতদিন একতলা ছেড়ে তেতলা হয়ে যেত।"

"না দাশু, আমি আমার মাতৃ-নিকেতনের জন্য ব্যস্ত আছি।

অনেকদিন হয়ে গেল, এখনও অতিথিশালাটা বাকী। আর ফেলে রাখা চলে না। তাই রোজ সকালে সেখানে দেখ্‌তে শুনতে যেতে হয়। সকালটা আমার মার ওখানেই কেটে যায়। কাজেই সন্ধ্যে না হ'লে, তোমার ওখানে যাবার সময় পাই না; যাক্ আর বড় বেশী দেরী হবে না,—শীগ্‌গিরই অতিথিশালা হয়ে যাবে। তখন তোমার ওখানে গিয়ে কাজ দেখ্‌বো শুন্‌বো।"

অবাক হয়ে দাশু বলিল,—"আপনার মা!"

হাসিয়া মাতাল বলিল,—"কেন দাশু, আমার কি মা থাক্‌তে নেই?"

"না তা ব'ল্‌ছি না। তবে আপনার মা নেই শুনেছিলুম।"

"ছিল একদিন, কিন্তু বিধাতার অভিসম্পাতে তা হারাই, আবার বিধাতারই শুভ আশীর্ব্বাদে তা ফিরে পেয়েছি। একটী করুণাময়ী বিধবাকে মা ব'লে ধন্য হয়েছি। তাই তাঁর তৃপ্তির জন্য, রাজা কালী-কিঙ্করকে অনুরোধ ক'রে, তাঁর স্বামীর একটী প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি ও সেই জননীর স্মৃতির জন্য একটী অতিথিশালা নির্ম্মাণ ক'র্‌ছি। আমার সে মাকে দেখনি দাশু, দেখলে তুমিও মা ব'লে, তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়তে, ধূলো নিয়ে মাথায় দিতে। এমন দেবীর মত করুণাময়ী, পৃথিবীর মত ধৈর্য্যময়ী—মা আমার।"

"দেবতার মা দেবী হবে, তা আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু আমি তো এ অতিথিশালা, মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা,—এ সবের কথা কিছু জানিনি শুনিনি?"

"জাননি শোননি এবার জান্‌বে, প্রত্যক্ষ দেখ্‌বে। ওঃ কথায় কথায় অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। সওদাগর, আপনি এখন নিদ্রা যান।

দাশু, এত রাত্রিতে আর অত দূরে যায় না, এস তিনজনেই এই কক্ষেই শয়ন করি। দ্বাররুদ্ধ করে দিয়ে এস দাশু"

আজ্ঞামত কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া দাশু দ্বাররুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। সহসা একটা প্রবল তরঙ্গ-প্রবাহের ন্যায় এক বালক কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক, মাতাল ও দাশুর প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিক্ষেপে তাহাদের কিছুমাত্র চিন্তার অবসর না দিয়া ঝটিতি লাজপতের বক্ষে তীক্ষ্ণ-ছুরিকা আমূলবিদ্ধ করিয়া দিল। গভীর-আর্ত্তনাদে লাজপত ভূশয্যায় লুটাইল। এই অসম্ভাবিত বিপৎপাতে মাতাল ও দাশু ক্ষণিক স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তারপর ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে মাতাল বলিল,—"কে তুমি বালক,—উল্কাপিণ্ডের ন্যায় আমার এই শান্তি-নিকেতনে পতিত হয়ে, অতিথি-হত্যায়, নর-হত্যায়—শান্তি-নিকেতন পিশাচ-ভূমিতে পরিণত ক'র্‌লে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি ক'র্‌লে বালক, কেন এ কাজ ক'র্‌লে? কি অপরাধ ক'রেছিল এই সদাশয় অতিথি, যে অপরাধে তুমি তাকে পশুর ন্যায় হত্যা ক'রে তার প্রতিশোধ নিলে?"

বালক কথা কহিল না, নড়িল না। যোদ্ধা যেমন পরাজিত চরণ-লুণ্ঠিত যোদ্ধার প্রতি গর্ব্বোৎফুল্লনয়নে চাহিয়া থাকে, বালকও সেইরূপ গর্ব্বোৎফুল্ল নয়ন দুটী ভূপতিত লাজপতের প্রতি স্থাপন পূর্ব্বক চিত্রের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

মাতাল লাজপতের নিকট জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া করুণ-কাতর স্বরে বলিল,—"লাজপত, সওদাগর, অতিথি, আমিই তোমায় হত্যা কর্‌লুম! অতিথি-নারায়ণ-হত্যা আমার বাড়ীতে হল! ওঃ মহাপাপী, মহা অপরাধী আমি।"

তারপর বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"শয়তান, কেন কোন্ পাপে, কোন্ অপরাধে, বালক-মূর্ত্তিতে অতিথিবধে আমার সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌লে ?

বালক এবার কথা কহিল,—তীব্র উচ্চকণ্ঠে বালক বলিল,—"মাতাল, ও অতিথি নয়—ঘাতক ; ও সওদাগর নয়—শয়তান ; ও লাজপৎ নয়—তোমার পরম শত্রু, পিশাচ-সহচর মাণিকলাল।"

অতি বিস্ময়ে মাতাল বালকের মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল,—"না—না—তা কি হ'তে পারে ! এ তোমার ভ্রম, তোমার অনুমান।"

পরপারগামী অতিথি তখন ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে বলিল,—"না—মাতাল, এ বালকের ভ্রম নয়, অনুমান নয়—সত্য। সত্যই আমি মাণিকলাল। তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে অতিথি সেজেছিলুম। কিন্তু পাপের শাস্তি ঈশ্বর হাতে হাতে দিলেন। ঈশ্বর তুমি সত্য ! কিন্তু এ পাপে রাজা দেবীপ্রসাদ যত পাপী, আমি তত নই। মাতাল,—দয়ার-আধার-দেবতা, ক্ষমা কর। অন্তিমে চরণ-রেণু দিয়ে পবিত্র কর। বড় পাপী আমি, তুমি না ক্ষমা ক'র্‌লে উদ্ধার নাই, ক্ষমা কর, সর্ব্বগুণাধার দেবতা ক্ষমা কর।"

"সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'র্‌ছি ভাই, তুমি পরকালে শান্তিলাভ কর।"

"ওঃ—যাতনা, অসহ্য যাতনা, ওঃ—আর না,—জ-গ-দী-শ্ব-র ক-রু-ণা—"

মাণিকলাল পর-পারে যাত্রা করিল।

রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে মাতাল বলিয়া উঠিল, "গেল, দীপ নিভে গেল ! ভগবান্ ধন্য তুমি, ধন্য তোমার মহিমা। সত্যই তুমি বিশ্বের রেণু-

পরমাণুতে ছড়িয়ে আছ। আকাশে, বাতাসে, তোমার দীপ্তি, তোমার জ্যোতিঃ ছড়িয়ে রয়েছে। অন্ধ মানব আমরা, তাই তোমায় দেখেও দেখ্‌তে পাই না।"

তারপর বালকের প্রতি কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিপাতে কৃতজ্ঞ-কণ্ঠে বলিল,—"কে তুমি মহান্ বালক, ঘাতকের হস্ত হ'তে আমার জীবন রক্ষা ক'র্‌লে ?"

"মহান্ নই। আপনার জীবনে আমার স্বার্থ আছে।"

"আমার জীবনে তোমার কি স্বার্থ থাকৃতে পারে বালক ?"

"আছে। শুধু আমি কেন দেশবাসীও আপনার নিকট অনেক সাহায্যের আশা ক'রে আছে।"

"তুমি অতি মহান, উদার" বলিয়া মাতাল বহুমূল্য কণ্ঠহার ও নিজ অঙ্গুলী হইতে বহুমূল্য একটা অঙ্গুরী উন্মোচন পূর্ব্বক বালকের যথাযোগ্য অঙ্গে শোভিত করিয়া বলিল,—"মহান্ বালক, এই তোমার উপস্থিত পুরস্কার। আর এই অঙ্গুরী সাহায্যে তুমি আমার সঙ্গে যখন ইচ্ছা সাক্ষাৎ ক'র্‌তে পার্‌বে। এই অঙ্গুরী প্রভাবে আমারই ন্যায় সকলে তোমায় মান্য ক'র্‌বে। এমন কি রাজা কালীকিঙ্করের প্রাসাদেও তোমার গতি কেহ রোধ ক'র্‌বে না। সকলেই তোমাকে সম্মান ক'র্‌বে। একি ! তুমি কাঁদ্‌ছো ? ছিঃ বালক, এস এইখানে বসে তোমার মহৎ-হৃদয়ের দুটো মহতী কথা শুনে, তোমার সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনে, তৃপ্ত হই।

মাতাল সস্নেহে বালকের হস্তধারণ করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া বলিল,—"বল বালক, কেন কাঁদ্‌ছিলে ?

"ব'ল্‌বো, শুন্‌বে ?"

"শোন্‌বার জন্যই তো ব'সেছি বালক।"

"শুনে দূর ক'রে দেবে না ?"

"প্রাণ দিয়েছ, ভুলে যা'বো না।"

"ঘৃণা ক'র্‌বে না ?"

"তুমি জগতের ঘৃণ্য হ'লেও, আমার নও।"

"তবে শোন, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'য়েছে, তাই আনন্দের অশ্রু পড়েছিল।"

"কি তোমার প্রতিজ্ঞা বালক ?"

অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া অগ্নিময় বাক্যে বালক বলিল,—"মাতাল, আমি বালক নই, রমণী,—ফণিনী,—পিশাচিনী,—এই দেখ কে আমি।" বালক তাহার মস্তকের দীর্ঘ-উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিল তাহার আজানুলম্বিত, সর্পবেণী পৃষ্ঠে দুলিল।

চমকিত মাতাল বলিল,- "এ্যাঁকি! কে—কে তুমি ?"

বিদ্রূপকণ্ঠে বালক বলিল,—"কে আমি ?—আমি,—আমি,—তোমার উপেক্ষিতা নারী সুনীলা। আজ স্মরণ ক'রে দেখ মাতাল, আমার প্রতিজ্ঞার কথা। দেখ বাক্যে বাক্যে তা সত্য হয়েছে কি না,—দেখ রমণীর কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা-পালন, যদি অকৃতজ্ঞ না হও মাতাল, তবে আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

"কি—তোমার প্রার্থনা, সুনীলা ?"

"একই প্রার্থনা আমার, তোমায় চাই—দ্বিতীয় আশা বা প্রার্থনা আমার নাই।"

"তা হ'তে পারে না।"

"হ'তে পারে না?" মাতাল—মাতাল, তোমার জন্য আমি কি না ক'রেছি? নারী হয়ে নারীত্ব বিসর্জ্জন দিয়েছি। কোমল-হৃদয় পাষাণের মত কঠিন ক'রেছি! ভীষণা মূর্ত্তিতে কোমল-হস্তে তীক্ষ্ণ ছুরী ধরেছি। পিশাচিনীর মত নরহত্যা ক'রেছি। আমার দেহ, মন, প্রাণ, আমার ধর্ম্ম—পুণ্য, সাধনা, কামনা, আমার সাধ আহ্লাদ, বাসনা, প্রার্থনা, সবই তোমার চরণে অর্পণ ক'রেছি। বিনিময়ে একবিন্দু প্রেমদানেও অপারগ তুমি!"

"এখনও ব'লছি, স্নেহ সহানুভূতি বা আশ্রয়দানে অসম্মত নই। কিন্তু সমাজে বাস করি, আমি কেমন ক'রে, তোমায় গ্রহণ ক'র্‌বো? তুমি যে সমাজের শাসনে, সমাজের বিচারে, সমাজের চক্ষে ঘৃণিতা! ঐশ্বর্য্য চাও;—ঐশ্বর্য্য দিচ্ছি।"

মুক্তাহার ও অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া, দূরে তাহা নিক্ষেপ করিয়া, উন্নত গ্রীবায় রোষস্ফুরিত স্বরে সুনীলা বলিল,—"চাই না তোমার ঐশ্বর্য্য, চাই না,—চাই না তোমার আশ্রয়। ওহো-হো, ঘৃণিতা! আবার ঘৃণিতা! না-যাও-তুমি মাতাল। একটা প্রতিজ্ঞা আমার পূর্ণ হ'য়েছে—আর একটা আছে। ঘৃণিতা! যে আমায় ঘৃণিতা ক'রেছে, যার জন্য আমি তোমার উপেক্ষিতা, তার বক্ষ-রক্ত দেখ্‌বো, তার রক্ত মেখে অট্টহাস্য ক'র্‌বো। যাব,—দেখ্‌বো—দেখাব,—রমণীর প্রতি-হিংসা কি ভয়ঙ্করী। জগৎ আমার ভীষণা-মূর্ত্তি দেখে আতঙ্কে নয়নাবৃত ক'র্‌বে,—আমার অট্টহাস্য ধ্বনিতে সব বধির হয়ে যাবে। যাই,—যাই,—মাতাল! বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—শয়তান দেবীপ্রসাদের হৃদয়-

শোণিত ব্যতীত এ জ্বালা জুড়ুবে না। চল্লুম—চল্লুম,—জ্বালা নেভাব,—জ্বালা নেভাব।”

জ্বালা উদ্গিরণ করিতে করিতে জ্বালাময়ী সুনীলা, অগ্নি-প্রবাহের মত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

দাশু স্পন্দন রহিত, মাতাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"ঐ দেখ নাথ,—মনোহরা বসুন্ধরার কৃষ্ণ-অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া শ্বেত-বসনা উষা, ঐ দেখ উদিত-প্রায়। ঐ শোন,—কুলায় কুলায়, মঞ্জুল-নিকুঞ্জে বিহঙ্গদলের প্রেমানন্দময় অনর্গল-মধুর-সঙ্গীতলহরী। এখনও কি তুমি নিদ্রা যাবে না?"

"না সুন্দরী, ইচ্ছা হয়, শত-কল্প বিনিদ্র হ'য়ে তোমায় নয়ন ভরে দেখি। যদি আমার এই বিশাল-রাজ্য স্বর্ণময়, মণিমুক্তাময় হ'তো, আর তারই সিংহাসন নির্ম্মিত ক'রে যদি তোমায় বসাতে পার্‌তুম, যদি আকাশের অসংখ্য অগণিত তারাদল ফুল হ'তো, আর সেই পুষ্প-গ্রথিত রামধনুবর্ণ-জিনি মাল্য তোমার কণ্ঠে যদি দোলাতে পার্‌তুম,—নদী-জল যদি চন্দন হ'তো, আর সেই চন্দনে তোমার কুসুম-অঙ্গ যদি শোভিত ক'রে সহস্র জন্ম ধ'রে তোমার ঐ অফুরন্ত, অপরিসীম সৌন্দর্য্যের পূজা ক'র্‌তে পার্‌তুম, তবে আমার তৃপ্তি হ'তো। সুন্দরী, আমি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সিংহাসন—কিছুই চাই না,—আমি শুধু চাই তোমায় বক্ষে ধারণ ক'র্‌তে,—আমি শুধু চাই,—তোমার রূপ-সাগরে ডুবে থাকতে।"

হাস্যের তরঙ্গ উঠাইয়া রাজার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মধুময় বিহগ-কাকলীবৎ কণ্ঠে বার-বিলাসিনী বলিল,—"আমায় এত ভালবাস? সত্য ব'ল্‌ছো, আমায় এত ভালবাস?"

রাজাও কীট-পূর্ণ কুসুমবৎ পাপিনীর গণ্ডে বিশ্বাসের ও প্রেমের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "সত্যই ব'ল্‌ছি, আমি তোমায় এত ভালবাসি!"

সজল-জলদের তলে বিদ্যুৎ-প্রভা-সম কটাক্ষ হানিয়া রেণুবালা তদ্রূপ। ভাবে রাজারও গণ্ডে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

যেখানে এই কৃত্রিম প্রেমাভিনয় হইতেছিল -সেটী নন্দন-কানন বা রাজপ্রাসাদ নয়,—সেটী রাজার বিলাস-কুঞ্জ। গুপ্ত অভিসারের প্রয়োজন হইলে নন্দন-কাননে তাহা সম্পন্ন হইত, - নতুবা নয়।

বিলাস-কুঞ্জটী অতি-চিত্ত-চমকপ্রদ হৃদয়-রঞ্জন, অতি-নয়নাভিরাম। চারিদিকে কুঞ্জ, গুঞ্জ, লতা-পাতায় সজ্জিত পুষ্পোদ্যান, মধ্যে সৌন্দর্য্য কিরীটিনী ক্ষুদ্র এক বাটিকা। যেন মণি-মুক্তা-খচিত-মুকুটে কোহিনুরের মত শোভা পাইতেছিল।

রেণুবালা পুষ্পোদ্যানেই থাকে। সুতরাং রাজার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রসাদ-প্রয়াসী সারমেয়-স্বভাব-প্রাপ্ত মোসাহেবদল ব্যতীত সে উদ্যানে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। তাহাও রাজার আদেশে এবং সম্মুখে—রাজার অনুপস্থিতিতে পঞ্চমবর্ষীয় বালকও প্রবেশ করিতে পারিত না। দ্বারে সুসজ্জিত প্রহরী রেণুবালার মধুচক্র ভ্রমরের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সদাই সতর্ক।

প্রেমে বিহ্বল-বিভোর হইয়া রাজা যে অনিদ্রায় নিশা অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মায়া, রাজার হৃদয়ে কখনও ছিল না। সে হৃদয়ে আছে কেবল উত্তাল, উদ্দাম, লালসার তরঙ্গ,—দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির লিপ্সা; বাসনার প্রবল-প্রবাহে সে হৃদয় উদ্বেলিত।

মাণিকলালের সংবাদের জন্যই এই নিশা-জাগরণ। আজ রাত্রেই মাতালের মৃত্যু সংবাদ লইয়া আসিবার কথা, তাই রাজা জন-কোলাহল-

মগ্ন, রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন উদ্যানবাটিকায়—বন্ধু-বান্ধব-সঙ্গী-সহচর-শূন্য কক্ষে রেণুবালার সহিত সময়াতিবাহিত করিবার জন্য প্রেমাভিনয় করিতেছিলেন মাত্র। তাই বলিয়া, যে সম্পূর্ণ কৃত্রিম, তাহা নহে। রাজা রেণুবালাকে তাঁ'র অন্যান্য কৃপা-প্রার্থিনী স্বৈরিণী অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। তবে যতটা দেখাইতেছেন, ততটা না হইতে পারে।

দ্বার-রক্ষীর প্রতি রাজার আদেশ,—"যদি অমল বা মাণিকলাল অথবা তাহাদের প্রেরিত কেহ আসে, তন্মুহূর্ত্তে যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়।"

প্রভুভক্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ দ্বাররক্ষী রাজাদেশ মাথায় লইয়া নিদ্রালস হইয়াও জাগ্রত রহিল। নিশা যখন মধ্যপথ অতিক্রম করিল—তখন প্রহরিপুঙ্গব ঢুলিতে লাগিলেন। তারপর নিশা যখন অতীতপ্রায় তখন ভিত্তিগাত্রে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া—সজোর নাসিকা গর্জ্জনে রাজাজ্ঞাপালন করিতে লাগিলেন।

দেখিলে বোধ হয় ভিত্তিগাত্রে কে যেন প্রকাণ্ডকায় দৈত্যমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

এমন সময়ে এক বালক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রহরীকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে, সে উদ্যান-প্রবেশ পথে অগ্রসর হইল। কিন্তু দেখিল দ্বার রুদ্ধ, শৃঙ্খলযুক্ত, তালাবদ্ধ। হতাশ হইয়া বালক পুনরায় প্রহরীর নিকট আসিয়া, তাহাকে সজোরে এক ধাক্কা মারিল। সে সজোর ধাক্কায়, সশব্দে বীরবর ভূলুণ্ঠিত হইল। ধূলা ঝাড়িয়া—কায়ক্লেশে দেহখানি দাঁড় করাইয়া, গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে প্রহরিবর

দেহ-অনুরূপ ভীষণ-কণ্ঠে বলিল—"আরে লেড়্কা, কাহে তোম্ হামকে গিরায়া হায় ?"

"আরে হায়তো হায়,—তাতে কি হায় ? তোম্ ঐ রকম চেহারা খানা নিয়ে,—যে রকম নাক ডাকায়কে ঘুম্তা হায়, তাতে বাঘ সিঙ্গী মনে ক'রে, লোকে এখনি দূর থেকে তীর-কো ছোঁড়্কে মেরে ফেল্তা হায়। তাই আমি ধাক্কা মার্কে তোম্কো জাগায় দিয়া হায়।"

"ক্যা হামারা সাথ দিল্লাগী ? জান্তা নেহি হাম্কো ?

"আরে বাপ্রে বাপ্ তুম্কোহাম জানিনা হায়, একি একটা কথা হায় ? তোমরা বাড়ী পাতালপুরে হায়, হাম কি তা নেহি জান্তা হায় ? তোম্ যম্কো বোন যমুনাকো মরদ হায়। তোম্কো আর হাম জান্তা নেহি হায়। হাম তোম্কো খুব খুব জান্তা হায়।"

বীর প্রহরিপুঙ্গবের প্রণয়িনীর নাম যমুনা। সে বালকের বাক্যের গূঢ়ার্থ না বুঝিয়া শুধু "যমুনা ও মরদ" এই দুইটী বাক্য শুনিয়া ভাবিল,—বুঝি তার প্রণয়িনীকে বালক বিদ্রূপ করিতেছে। সে তখন ক্রোধান্ধ হইয়া বালককে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

বালক সরিয়া আসিয়া বলিল,—"আচ্ছা,—আমি তবে চ'ল্লুম দরওয়ানজী। অমলবাবুকো গিয়ে ব'ল্তা হায়,—যে দরওয়ানজী হাম্কো মা'র্কে ভাগায় দিয়া হায়!"

প্রহরী মহাশয়ের তখন রাজাদেশ স্মরণ হইল। শঙ্কিত হইয়া অনেক কষ্টে উগ্র দামামাধ্বনিবৎ কণ্ঠ কোমল করিয়া সে বলিল,—"আরে যাও মৎ,—তোমারা সাথ, হাম তামাসা কর্তা হায়, আও—আও, ইধার আও;—হাম মহারাজ বাহাদুরকো পাস্ খবর দেতা।"

মাতাল।

"আর হামিকি তোমারা সাথ লড়াই করতা হ্যায়? আমিকি, তামাসা করতা হ্যায়।"

"হাঁ হাঁ, ওহি বাৎ বোলতা হ্যায়। তোম্ হিঁয়াপর্ জেরা খাড়া রহো, হাম্ মহারাজ বাহাদুরকো পাস্‌সে আভি আয়েগা।"

দ্বারের শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া প্রহরি-পুঙ্গব চলিয়া গেল। বালক দ্বার সম্মুখে প্রহরীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল। অনতি বিলম্বে প্রহরী প্রত্যাগমন করিয়া বালককে লইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল—এবং দূর হইতে রাজার কক্ষ দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

বালক কিছুমাত্র দ্বিধা, শঙ্কা বা চিন্তা না করিয়া প্রবল প্রতাপশালী রাজা দেবীপ্রসাদের সকাশে উপস্থিত হইল।

রাজা দেখিলেন,—বালক কিশোর,— অতি সুন্দর।

রেণুবালা দেখিল,—বালক যেন কন্দর্পের-আলেখ্য।

রাজা দেখিলেন,—বালকের নয়ন দুটী অতি উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ।

রেণুবালা দেখিল,—বালকের নয়ন-দুটী স্বচ্ছ-সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় মনোহারী।

রাজা দেখিলেন,—বালকের অঙ্গ—সুঠাম, সুন্দর, সুগোল!

রেণুবালা দেখিল,—বালকের অঙ্গ—ললিতলাস্যে কৌমুদী-হাস্যে উজ্জ্বলিত, অতি মধুর, হৃদি বিমোহন।

রাজা দেখিলেন,—বালকের বদন অতি রমণীয় কমনীয়, সারল্য-মণ্ডিত।

রেণুবালা দেখিল,—বালকের বদন যেন প্রেম-নিকেতন, প্রেমোদ্ভাসিত রমণী-হৃদিরঞ্জন।

রাজা ভাবিলেন,—বালক সরল।

রেণুবালা ভাবিল,—বালক প্রেমিক।

রাজা ভাবিলেন,—বালক চতুর।

রেণুবালা ভাবিল,—বালক রসিক।

রাজা ভাবিলেন,—বালক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন।

রেণুবালা ভাবিল,—বালক বোধ হয় অবিবাহিত।

রাজা ভাবিলেন,—বালক যদি আমার এখানে থাকে, তবে তাকে যত্নে রাখি।

রেণুবালা ভাবিল,—যদি বালককে পাই, তবে হৃদয়ের প্রেম-সিংহাসনে বসাই।

রাজা ভাবিলেন,—বালক কি থাক্‌বে না?

রেণুবালা ভাবিল,—বালক কি আমার হবে না?

রাজা ভাবিলেন,—মাণিকলাল বা অমল নিজে না এসে কেন বালককে পাঠালে?

রেণুবালা ভাবিল,—ভুবনমোহন রূপ দিয়ে কেন ভগবান্ এ বালককে আমার সম্মুখে পাঠালে?

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি বালক?"

বিনয়-নম্র-ধীর-কণ্ঠে বালক বলিল,—"আমার এমন কোন পরিচয় নাই,—যা এক কথায় ব'ল্লেই আপনি চিন্‌বেন।"

ক্ষুদ্র এক বালকের নিকট অপ্রতিভ হইয়া রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথা থেকে আস্‌ছ?"

"অমলবাবুর কাছ থেকে।"

"কোন সংবাদ আছে ?"

"আমার এত শক্তি বা সাহস নেই যে, প্রবল-প্রতাপান্বিত দেশের ভাগ্যবিধাতাকে বৃথা বিরক্ত ক'র্‌তে আস্‌বো।"

পুনঃ অপ্রস্তুত হইয়া রাজা বলিলেন,—"বেশ, কি সংবাদ আছে বল।"

রেণুবালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বালক বলিল,—"সংবাদ গোপনীয়।"

বালকের প্রখর-বুদ্ধি দর্শনে প্রীত হইয়া রাজা বলিলেন,—"তা'হোক বল।"

"মহারাজ, আপনার সব কৌশল, সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে। মাতাল জীবিত।"

"মাতাল জীবিত! এখনও জীবিত! ভেবেছিলুম, মাণিকলাল কর্ম্মঠ,—অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন,—কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি—সে নির্ব্বোধ, অকর্ম্মণ্য। তাই মাতাল এখনও জীবিত।"

"শুধু তাই নয় রাজা—মাণিকলাল মাতাল কর্ত্তৃক নিহত।"

উত্তেজিত, উচ্চকণ্ঠে রাজা বলিলেন,—"নিহত! মাণিকলাল নিহত! কি ব'ল্‌ছো তুমি বালক! একি সম্ভব!"

"যা নিজের চোখে দেখেছি, তা' অসম্ভব কেমন ক'রে ব'ল্‌বো ?"

"তবে আর নয়, এবার আর সেই স্পর্দ্ধিত-শয়তানের নিস্তার নেই। দেবতার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লেও সেখান থেকে টেনে এনেও তা'কে হত্যা ক'র্‌বো। তা'র হৃৎপিণ্ড উপ্‌ড়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াব,—আর তা'র দেহের মাংস খণ্ড খণ্ড ক'রে রাজ-পথে ছড়িয়ে দেব। তা'র হৃদয়-শোণিতে আমার অপমান প্রক্ষালন ক'র্‌বো। তা'র বাড়ী গুঁড়িয়ে ধূলোয় পরিণত ক'র্‌বো।"

ক্রোধোন্মত্ত রাজা কক্ষ হইতে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কিন্তু বালক আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া বলিল,—"রাজাধিরাজ, আমি বালক। কিন্তু তা ব'লে আমায় অবজ্ঞা না ক'রে, আমার একটা কথা শুনবেন?"

"কি ব'লবে, শীঘ্র বল,—বিলম্বের অবসর নেই।"

"আপনি আগে একটু স্থির হয়ে বসুন,—তারপর ব'লছি।"

"স্থির হয়ে ব'সবার এ সময় নয়।"

"স্থির হ'য়ে ব'সবার এই-ই সময় মহারাজ। গুরু-অপমানে বা বিপদে স্থির হ'য়ে ব'সে দু-দণ্ড না ভেবে চিন্তে সহসা অধীরচিত্তে যে কার্য্য করে, সে বয়সে না হোক বুদ্ধিতে বালক।"

এ বাক্যের আর উত্তর নেই। রাজা পুনরায় নিজ-আসন গ্রহণ করিলেন।

তখন বালক অগ্রসর হইয়া যুক্তকরে বলিল,—"আপনি এই দেশের রাজা, আপনার একটা যা তা কাজ করা শোভা পায় না। একটা সামান্য মাতালকে হত্যা ক'রতে এত উদ্যোগে, এ রাজ-শক্তির হীনতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়।"

"তা সত্য, কিন্তু উপায়?"

"উপায় মাণিকলালের হত্যা মাতালের উপর অর্পিত করা। হত্যা-পরাধে তাকে ধৃত ক'রে রাজ দরবারে তার বিচার ক'রে তাকে নির্ব্বাসন অথবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর।"

বালকের এই সহজ সরল, সুন্দর যুক্তি ও পরামর্শে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"বালক তুমি ঠিক ব'লেছ। দেখ্‌ছি তুমি অতি বুদ্ধিমান্,

বিচক্ষণ। আমার অনুচরদের কেবল পঙ্গুবীরের ন্যায় শুধু গর্জ্জন মাত্র আছে—কার্য্য নেই। আমি তোমার কথামত এই দণ্ডেই মাতালকে হত্যাপরাধে ধৃত ক'র্‌বার আদেশপত্র পাঠাতে চ'ল্লুম।"

রাজা আসন ত্যাগ করিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আবার বালক তাঁহার পথ-রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

তদ্দর্শনে রাজা বলিলেন,—"আবার কি ব'ল্‌তে চাও বালক?"

"ব'ল্‌তে কিছু চাইনা,—তবে পুরস্কার চাই।"

"ওঃ হাঁ। আমার স্মরণ ছিল না। তুমি পুরস্কারের উপযুক্ত।" এই বলিয়া রাজা স্বীয় অঙ্গুলী হইতে একটা অঙ্গুরী খুলিয়া বালককে প্রদান করিলেন।

বালক তাহা বহু সম্মানে গ্রহণ করিয়া নিজ-অঙ্গুলীতে প'রিল। কিন্তু পথ ছাড়িল না। তাহা দেখিয়া পুনরায় রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কি চাও বালক?"

"রাজ রাজেশ্বর, এ অঙ্গুরী বহুমূল্য সত্য। কিন্তু আমি এ পুরস্কারের প্রত্যাশী নই। আপনার নামাঙ্কিত এ অঙ্গুরী আমি বিক্রয় ক'র্‌তে পার্‌বো না, সুতরাং আমার কোনই দৈন্যতা ঘুচ্‌বে না।"

"তবে কি চাও?"

"আমি বড় দুঃখী, বড় গরীব, তাই আপনার আশ্রয়ে একটী কর্ম্ম চাই।"

"কর্ম্ম! আমি ভেবেছিলুম, তুমি অমলের আশ্রিত, অমলেরই নিকট কর্ম্ম কর।"

"আপনার অনুমান সত্য।"

"তবে ?"

"তবে, রাজ-অট্টালিকা পেলে, পর্ণকুটীর কে চায় ?"

"বেশ, তুমি লেখাপড়া কিছু জান ?"

"না।"

"তবে কি ক'র্‌তে পার ?"

"ফাই ফরমাসটা, এটা ওটা, সেটা ক'র্‌তে পারি।"

রেণুবালা বলিল, "তবে তুমি এইখানে আমার কাছে থাক।"

রেণুবালার বাক্যের প্রতিধ্বনি উঠাইয়া রাজা বলিলেন, "ঠিক বলেছ রেণু। তবে তুমি এইখানেই থাক বালক।"

বালক পথ ছাড়িয়া দিল।

রাজা কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রেণুর বয়স ষোড়শের উর্দ্ধ হইবে না। নাক, মুখ, গড়ন-পেটন যেরূপ হইলে তাহাকে সুন্দরী-শিরোমণি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, রেণুর তাহা সবই আছে। কিন্তু তাহাতে সজীবতা নেই,— সরসতা সরলতা নেই—লালিত্যহীন মাধুর্য্যহীন। তারকাহীন তরল মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় বিমলিন।

বালকের বয়স ষোড়শ কি সপ্তদশ হইবে। রেণু অপেক্ষা সে বয়সে বড়, সৌন্দর্য্যেও বড়। উপরন্তু রেণুর যাহা নাই ;—বালকের তাহা আছে। তবে নয়নে যেন অগ্নিপ্রবাহটা অত্যধিক।

রাজার প্রস্থানান্তে রেণু স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যুৎস্ফুরিত নয়নে, মধুমাখা হাস্যাননে, নিজ আসনপ্রান্ত দেখাইয়া মধুময়কণ্ঠে বালককে বলিল,— "বালক. এস এখানে বোস।"

রেণুর প্রত্যুত্তরে বালক বলিল,—"ভিখারী রাজরাণীর সঙ্গে একাসনে কোন্ স্পর্দ্ধায় ব'স্‌বে ?"

"না বালক, তোমার ব'স্‌বার স্পর্দ্ধা আছে। তুমি এস, আমার পাশে বোস। রাজরাণী যদি আমি,—তবে আমার বাক্য, আমার অনুরোধ রক্ষা কর।"

বালক বসিল। কিন্তু এ সৌভাগ্যে তার বদন আনন্দ-উৎফুল্ল না হইয়া যেন বিষাদাচ্ছন্ন হইল। অস্ফুট-কণ্ঠে আপন মনে সে বলিয়া উঠিল, "কাজটা কি ভাল ক'র্‌লুম।"

অস্ফুটস্বরে বলিলেও কথাটা রেণুর কর্ণে পৌছিল। রেণু জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কাজটা ?"

অন্যমনস্কে, অন্যচিন্তায় বালকের মুখ হইতে কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যে সূত্রে এই কথার সৃষ্টি, তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই, করিলেও সমূহ বিপদ সম্ভাবনা, তাই প্রত্যুৎপন্নমতি বালক বলিল, "এই আপনার সঙ্গে একাসনে বসাটা!"

"এর জন্য এত সঙ্কুচিত হ'চ্ছ কেন বালক ? আমি তোমাকে হীন বা নীচ মনে করিনি, ক'র্‌বোও না।"

"সেটা আপনারই মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয়।"

"বালক, তোমার নাম কি ?

"আমার নাম ? আমার নাম অনাথ।"

"তুমি আমার হৃদয়-নাথ।"

রেণুরকথাটা অনাথের কর্ণে পৌছিল কিনা জানি না, কিন্তু চিন্তিত ভাবে অনাথ দাঁড়াইল।

ব্যগ্রভাবে, ব্যগ্রকণ্ঠে রেণু বলিল,—"একি দাঁড়ালে যে ?"

"যাবো।"

"কোথায় ?"

"বাড়ী।"

"কেন ?"

"দ্রব্যাদি আনতে।"

রেণু ভাবিয়াছিল, বুঝি তাঁহার বাক্যই অনাথের উঠিবার হেতু তাই সে ব্যগ্র হইয়াছিল। অনাথের বাক্যে সে ব্যগ্রতা বিদূরিত হইল। আবার ভাবিল—কিন্তু এ প্রিয়-সম্ভাষণেও তো অনাথের কোনও ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। হয় তো সে শঙ্কিত,—আমার নিকট হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত করিতে সাহস করিতেছে না। হাজার হোক বালক তো। প্রেমের হাতে-খড়ি এখনও হয় নাই। এই বিশ্বাসে আশ্বস্তা হইয়া রেণু বলিল,—"তোমার যাবার প্রয়োজন নেই। যা দ্রব্যাদি তোমার আছে, তার দ্বিগুণ আমি দেব।"

"শুধু তাই নয়, আমার অন্য দরকারও আছে। আর পুরানো মনিবের নিকট একবার দেখা ক'রে বিদায় নিয়ে আসাটাতো উচিত। নইলে যে অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হয়।"

অনাথ গমনোদ্যত হইল।

রেণু জিজ্ঞাসা করিল,—"কখন আসবে ?"

"সন্ধ্যায়।"

অনাথ দ্রুত চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনাথ পুষ্পবাটিকা হইতে বাহির হইয়া অমলের প্রাসাদে গেল না,—নিজের কুটীরেও গেল না,—সে মাতালের বাড়ীতে গেল, কিন্তু সেখানে মাতালকে না দেখিয়া নদী-তীরে আসিল,—সেখানেও মাতালকে দেখিতে না পাইয়া নদী-তীরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দাশুর কুটীরে উপস্থিত হইল, সেখানেও মাতাল নাই। দাশুর কুটীরের অতি নিকটে ক্ষুদ্র একখানি বাটী নির্ম্মিত হইতেছিল। অনাথ সেখানে আসিয়া দেখিল মাতাল ও দাশু দণ্ডায়মান।

অনাথকে মাতাল চিনিল, একটু রুক্ষ কঠিন-কণ্ঠে মাতাল বলিল, "আবার এসেছ সুনীলা!"

"হাঁ আবার এসেছি। অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ ম'র্‌তে পারে না। তাই আবার যুগে যুগে আস্‌বো।"

"উপস্থিত কি প্রয়োজনে এসেছ?"

"তোমায় দেখ্‌তে,—বা তোমার নিকট দুটো প্রেমকথা শুন্‌তে আসিনি। এসেছি—তোমায় জানাতে যে তোমার মৃত্যু অতি সন্নিকট। রাজাকে ব'লেছি, যে তুমিই মাণিকলালের হত্যাকারী। এতক্ষণ তোমাকে ধৃত ক'র্‌তে রাজাদেশে, বোধহয় বহু শান্তিরক্ষক প্রেরিত হ'য়েছে।"

"এরূপ মিথ্যা-বাক্যে রাজাকে উত্তেজিত ক'র্‌লে কেন?"

"তোমাকে আমার সম্মুখ হ'তে দূরীভূত ক'র্‌বার জন্যে।"

"আমি তোমার কি অনিষ্ট ক'রেছি সুনীলা?"

"কি অনিষ্ট ক'রেছ ?—তা আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছো ? কপোতকে কপোতীর প্রেম-পাশ হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে, লতাকে বৃক্ষ-দেহ হ'তে পৃথক্ ক'রে, শতদলকে সরোবর হ'তে টেনে এনে, পুষ্পকে বৃক্ষচ্যুত ক'রে জিজ্ঞাসা কর দেখি,—"আমি তোমার কি অনিষ্ট ক'রেছি ?" শোন দেখি, তারা কি বলে। বলে কি না, যে আমাদের হৃৎপিণ্ডটা উপ্‌ড়ে ফেলে দিয়েছ। বলে কি না, যে সৌরমণ্ডলে নিক্ষেপ ক'রেছ। তাই আমি তোমাকে আমার সম্মুখ হ'তে সরাতে চাই।"

"তবে আমার প্রাণ-রক্ষা ক'রেছিলে কেন ?"

"তখন আশা ছিল—তুমি আমার হ'বে। তখন বিশ্বাস ছিল, তোমার প্রাণ-রক্ষার বিনিময়ে প্রেমলাভ ক'র্‌বো। কিন্তু এখন সে আশা —নির্ব্বাপিত, সে বিশ্বাস—নির্ম্মূলিত। এখন তোমায় দেখ্‌লে, সর্ব্বাঙ্গে আমার বাসনার অনল-প্রবাহ ছোটে, আকাঙ্ক্ষা বাসুকীর মত সহস্রফণা বিস্তার করিয়া আমার হৃদয়ে দংশন করে। মরুগামী পিপাসার্ত্ত পথিক যেমন জলাশয় বোধে দূর হ'তে ছুটে এসে দেখে, সে জলাশয় নয়,—মরীচিকা—আমারও সেই অবস্থা। প্রেম-পিপাসার্ত্ত হ'য়ে দূর থেকে তোমার ঐ প্রসারিত-প্রেমপূর্ণ-বক্ষে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌তে ছুটে আসি ; কিন্তু কাছে এলে সে সাধে বাদ পড়ে। আর শুধু জ্বালা বাড়ে ;—অনল ছোটে। তাই তোমায় আমার সম্মুখ হ'তে সরাতে চাই। তবে তোমার মৃত্যু চাই না। সেই জন্ত তোমায় সাবধান ক'র্‌তে এসেছি। এখনও সময় আছে, মাতাল পালাও—পালাও, এ রাজ্য ছেড়ে পালাও।"

সুনীলা—সুনীল-জলদের কোলে বিজলীর ন্যায় অন্তর্হিত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—❧—

সন্ধ্যাকালে—রাজার পুষ্প-বাটিকা অতুল-শোভায় শোভিত হইল সন্ধ্যা—বাগান-ভরা-পুষ্পবৃক্ষে নানা অলঙ্কারে ভূষিতা পুষ্প-কুমারীদের অবগুণ্ঠন কোমল-করে উন্মোচন করিয়া দিল। সৌরভে প্রাণ মাতোয়ারা হইল। শত-দীপ, শত-আঁধারে প্রজ্জলিত হইয়া নক্ষত্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিতেছিল।

যাব সমস্ত শোভা হরণ করিয়া পুষ্প-বাটিকার অন্তরে সর্ব্ব-শোভাময় এক কক্ষে—বিবিধ বিচিত্র-চিত্র-বিভ্রমকারী নানাবিধ মণিময় অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া, বহুমূল্য আসনোপরি রেণুবালা—"অনাথ এখনও আসিল না কেন ?" এই চিন্তাটুকু বুকে—লইয়া একাকিনী উপবিষ্টা। রেণুকে অধিকক্ষণ একাকিনী থাকিতে হইল না। রাজা আসিয়া—সন্ধ্যা-রাণী যেমন শ্যামল-ধরণীকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিল, সেইরূপ সুন্দরী রেণুকে প্রেমবাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"আজ চাঁদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নেবেছ নাকি ?"

"কেন ?"

"এ সৌন্দর্য্য,—এ সজ্জা,—এ বেশ—তবে কাকে জয় ক'র্‌তে ?"

"তোমাকে।"

"আমাকে ! আমাকে তো বহুদিন জয় ক'রেছ। আজ আর নূতন ক'রে আমাকে জয় ক'র্‌তে এ রণ-বেশ কেন ?"

"ইচ্ছা।"

"তা বেশ ক'রেছ। কিন্তু এটা তো বোঝা উচিত, যে আমি মানুষ। আমায় পাগল করা কি ঠিক ?"

"কাকে আবার পাগল ক'র্‌লুম ?"

"আমাকে। এ সৌন্দর্য্য,—এ শোভা, এ বেশ দেখ্‌লে, দেবহৃদয়ও বিচলিত হয়—আমি তো মানুষ—উন্মাদ হবো ?"

"উপহাস কেন মহারাজ !"

"উপহাস নয় সত্য। সে বালকটী কোথায় ?"

"সে নিজের দ্রব্যাদি আন্‌তে ও অমলের নিকট বিদায় নিয়ে আস্‌তে গেছে।"

"ছোক্‌রাটী বেশ,—নয় ? বেশ চালাক চতুর মিষ্টভাষী।"

"হাঁ গুণও যেমন, রূপও তেমন।"

"মনে ধরেছে ?"

"আমার যতটা মনে—না ধরুক, তোমার ধরেছে। তাই তার প্রশংসার উপযুক্ত ভাষা অভিধানে খুঁজে পাচ্ছ না। দেখো বালককে পেয়ে যেন আমাকে ভুলো না।"

এই বলিয়া রেণু রাজার প্রতি এক বিলোল-কটাক্ষ হানিল।

যে কটাক্ষ রাজার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। রেণুর চিবুক নিষ্পেষণ করিয়া রাজা বলিলেন,—"তুমি বড় দুষ্টু।"

এমন সময়ে বহির্ভাগ হইতে কে ডাকিল—"মহারাজ !"

"এস, ভিতরে এস।"

রাজাজ্ঞায় অনাথ কক্ষে প্রবেশ করিয়া উভয়কেই সসম্মানে অভিবাদন করিল।

সপ্রেম-কটাক্ষ-পাত করিয়া রেণু জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার দ্রব্যাদি এনেছ"?

"না।"

"কেন?"

"সব চুরি গেছে।"

"গেছে আবার হবে, তার জন্য তুমি ভেবো না,—আমি তোমায় সব দেব।"

সস্নেহে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বালক—আর কোন সংবাদ আছে?"

"আছে।"

"কু, না—সু?"

"সু।"

"কি?"

মাতাল—পালিয়েছে।"

"ঠিক জান?"

"জানি।"

"কেমন ক'রে জান্‌লে?"

"অমলবাবু সারা নগর উপনগর গ্রাম পল্লী সমস্ত সন্ধান ক'রেও তাকে পান্‌নি। মাতাল বেশ বুঝেছে, যে এ রাজ্যে থাক্‌লে তার মৃত্যু অনিবার্য্য, তাই সে পালিয়েছে।"

এমন সময়ে প্রহরী আসিয়া জানাইল,—দেওয়ানজী আপনার দর্শনা-ভিলাষে উপস্থিত। রাজা তাঁহাকে উপস্থিত হইবার আদেশ দিলেন।

ক্ষণবিলম্বে এক স্বর্ণপাত্র হস্তে দেওয়ান কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সংবাদ কি দেওয়ান ?"

"মাতাল পালিয়েছে।"

"তা জানি। আর কিছু সংবাদ আছে ?"

"আছে। অদ্য এক বণিক্ এই নগরে এসেছে। বণিক্ মহা-সম্ভ্রান্ত, মহা-ধনবান্। রাজা কালীকিঙ্কর বহুমানে, বহু সমাদরে বণিকের বাসের জন্য এই নগরে তাঁর যে বিশাল অট্টালিকা আছে, তাহা প্রদান করিয়াছেন। বণিক্ আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'তে চায়, কারণ বিদেশী। বিশেষ ব্যবসা ক'র্‌তে গেলে—রাজানুগ্রহ একান্ত প্রয়োজন, তাই সে আপনার প্রীত্যর্থে এই উপঢৌকন প্রেরণ ক'রেছে।"

এই বলিয়া দেওয়ান স্বর্ণপাত্রখানি রাজ-চরণে রক্ষা করিলেন। রাজা দেখিলেন, স্বর্ণপাত্রখানি বহুমূল্য মুক্তায়, উজ্জ্বল ও বৃহৎ- হীরকে, মহা-মূল্যবান প্রবালে পূর্ণ। আলোক-রশ্মি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া রাজার নয়ন ধাঁধিয়া দিল! রাজা বলিলেন,—"সত্যই দেওয়ান, বণিক্ মহা-ধনবান্। তার এই উপঢৌকনের রত্নরাজিতে একটা বৃহৎ জমিদারী হয়। আর রাজা কালীকিঙ্কর যখন তার বাসের জন্য নিজের প্রাসাদ ছেড়ে দিয়েছেন,—তখন বণিক্ নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তুমি তাঁকে কল্য নিজে গিয়ে, উদ্যান-ভোজের নিমন্ত্রণ ক'রে আস্‌বে। অনেকদিন উদ্যান স্বর্গের শোভা হৃদয়ে ধ'রে নাচেনি;—অনেকদিন সে ললিত-হাস্যে পৃথিবীর শোভা বর্দ্ধিত করেনি;—কা'ল একবার করুক। যাও,—দেওয়ান।"

দেওয়ান চলিয়া গেলেন।

তখন রাজা অনাথকে বলিলেন,—"বালক, এই উদ্যানবাটিকায় কোনও একটা কক্ষ মনোনীত ক'রে নিয়ে বিশ্রাম করগে যাও।"

অনাথও চলিয়া গেল।

প্রেম-গুঞ্জনে, প্রেম-পুলকে কক্ষটীও মাতিল।

—

একবিংশতি পরিচ্ছেদ

সত্যই আজ উদ্যান অপূর্ব্ব-মোহিনী সাজে সাজিয়াছে। পুষ্পের মালা কণ্ঠে পরিয়া, অসংখ্যরত্ন-প্রভাসম দীপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া উদ্যান হাস্যোজ্জ্বল,—আলোকোজ্জ্বল। সৌন্দর্য্য-ভূষিতা, মেখলামণ্ডিতা, সুষমা-প্লাবিতা, গরবিণী উদ্যান যেন নন্দনের শোভাকে উপেক্ষা করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছিল!

চন্দ্রমা সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া মেঘের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

সেই হাস্যময়ী, আলোকময়ী—সৌন্দর্য্যময়ী, কাব্য-রচনার উপাদানময়ী উদ্যান-বাটিকার দ্বিতলোপরি এক সুবৃহৎ কক্ষ অতুল বর্ণনাহীন শোভায় ইন্দ্রের সভাকে ম্লান করিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল হৃদয়ে আনন্দ-লহরীতে ভাসিতেছিল।

অসংখ্য উজ্জ্বল দীপপ্রভা কক্ষস্থিত বহুমূল্য রত্ন-খচিত আসনে বৃহৎ মুকুরোপরি পতিত হইয়া যেন আলোক-সাগরের সৃষ্টি করিয়াছিল। পুষ্পমাল্য—পুষ্পালঙ্কার, পুষ্প-স্তবক—পুষ্প-গুচ্ছ—সেই আলোক-সাগরোপরি শতদলের ন্যায় ভাসিতেছিল,—নাচিতেছিল।

রমণীয় রমণীর বিহগ কূজন-গানে, মৃদুল-মধুর বাদ্যের তানে,—হাস্যের রোলে,—পাখোয়াজের বোলে কক্ষ ঝঙ্কৃত, কম্পিত।

আলোক-সাগরে যেন তাহারা প্রমোদ-তরণী বাহিতেছিল।

কক্ষ-মধ্যস্থলে ইন্দ্রের ন্যায় বহুমূল্য মণিময়-জড়িত বেশে মণিময়-আসনে সানুচর রাজা দেবীপ্রসাদ হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে হাস্যাননে উপবিষ্ট।

পার্শ্বে প্রায় তদ্রূপ বেশে, তদ্রূপ আসনে বণিক্‌-প্রধান চিন্তান্বিত-হৃদয়ে গম্ভীরাননে উপবিষ্ট।

রাজার সম্মুখে পশ্চাতে আশে-পাশে বন্ধুবর্গ ও ফেরুপালের দল উপবিষ্ট।

কক্ষের একধারে, একটী কোণে অনাথ বসিয়াছিল। তাহার উজ্জ্বল-নয়ন উজ্জ্বল-আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নবারুণের ন্যায় সুন্দরকান্তি এক বালককে একপার্শ্বে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া,—মদিরা-বিহ্বল একজন স্তুতিকার বলিয়া উঠিল, "আরে কে তুমি হে চাঁদ, একধারে অমন ক'রে ব'সে? তোমার স্থান একধারে নয় সভার মধ্যস্থলে।"

বলিতে বলিতে মাদক-উপাসক দ্রুত উঠিয়া বালককে আকর্ষণ করিল।

সে আকর্ষণে বালক কাষ্ঠাসন সমেত ভূপতিত হইল।

মদিরা-বিভোর পশু আকস্মিক এই ব্যাপারে ভীত হইয়া ভাবল, না জানি বালক কতই তিরস্কার করিবে।

বালক কিন্তু কিছুই বলিল না। সে চকিতে উঠিয়া, চকিতে পলায়ন করিল।

এদিকে বণিক্‌-প্রবর পরম আদর আপ্যায়নে আপ্যায়িত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সোপান অবতরণের সময় বণিক্‌ দেখিলেন,—অতি দ্রুত এক বালক তাঁহার পার্শ্ব দিয়া অবতরণ করিল।

বিস্ময়ে বণিকও অলক্ষ্যে বালকের অনুসরণ করিলেন।

বালক বাটিকাত্যাগ করিয়া পশ্চাৎস্থিত সুবিস্তৃত-উদ্যানে আসিল। সেখানে বিলাস-কক্ষের আলোক-কিরণ পড়িতেছিল। দ্বিতলোপরি একটা কক্ষের মুক্ত বাতায়ন-পথে দণ্ডায়মানা রেণুবালাও বালক অনাথকে দেখিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—রেণুবালা বারাঙ্গনা হইলেও, তাহার একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। তাই রেণু—এ বিলাস-কক্ষে আসে নাই, তাই তাহার জন্য একটা মহল-বিশেষে কতিপয় পৃথক্ কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে।

উদ্যান-বাটিকার প্রত্যেক কক্ষই আজ আলোকময়, জন-সমাগমে কোলাহলময়।

বাটিকার পশ্চাতের উদ্যানটী অতি সুবিস্তৃত। সেই সুবিস্তৃত উদ্যানের শেষপ্রান্তে,—প্রাচীরগাত্র-সংলগ্ন একটী লতা-পাতা-বেষ্টিত কক্ষের ন্যায় গুপ্ত-ঘর।

সেই ঘরে অনাথ প্রবেশ করিল।

বণিক্ আরও বিস্ময়ে কুঞ্জান্তরালে থাকিয়া গুপ্ত প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন।

আবার বিস্ময়! বণিক্ নিশ্চল হইয়া ম্লান নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, এক রমণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

বণিক্ যে কুঞ্জান্তরালে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহা সেই গুপ্ত হইতে অনেকটা দূরে। মৃদু কথোপকথন সেখান হইতে শ্রুত হয় না।

তাহাদের কথোপকথন শুনিবার কৌতূহলে বণিক্ যেমন গুপ্ত-ঘরের দিকে গমনোদ্যত হইলেন,—তেমনি এক পুরুষ-মূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইল। বণিক্ অতিমাত্র আগ্রহে যথাস্থানেই রহিলেন।

পুরুষটী ধীরে আসিয়া গুল্মান্তরালে দাঁড়াইল। অনুমানে বণিক্ বুঝিলেন,—সে ব্যক্তি কিশোর-কিশোরীর কথোপকথন শুনিতেছে।

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া লোকটা সহসা অতি দ্রুতবেগে গুল্মমধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে রমণী-কণ্ঠের অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি উত্থিত হইল। বণিক্ অধীরচিত্তে দৌড়াইয়া গুল্ম-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—লোকটা রমণীকে প্রাচীর গাত্রে ঠেসিয়া ধরিয়া তাহার কণ্ঠনালী সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছে।

বণিক্ দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া লোকটাকে—দেহের সমস্ত শক্তিতে ভীষণ পদাঘাত করিলেন। লোকটা ছিট্‌কাইয়া গুল্ম-ঘরের বাহিরে আসিয়া পতিত হইল। তখন বণিক্ লোকটাকে চিনিলেন,—সে অপর কেহ নয়,—স্বয়ং রাজা দেবীপ্রসাদ।

বণিক্ রাজাকে চিনিয়াও কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া বা রাজাকে উত্থানের অবসর না দিয়া, শিকারোদ্যত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া রাজার উপর আপতিত হইয়া—তাঁহার গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"পাষণ্ড, নারীহত্যা ক'র্‌তেও শঙ্কিত নও। শয়তানও নিষ্ঠুরতায় তোমার নিকট পরাভব স্বীকার করে। মহাপাপী তুমি, তোমার এ মহাপাপের শাস্তি ঈশ্বর দেবেন,—আমি তোমায় ক্ষমা ক'র্‌লুম। যাও—"

কম্পিত-কলেবরে রাজা দণ্ডায়মান হইলেন।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে শ্রুত হইল,—"কিন্তু আমি তোমায় ক্ষমা ক'র্‌বো না।"

বণিক্ দেখিলেন,—রাজাকে লক্ষ্য করিয়া, উত্তোলিত ছুরিকা হস্তে

বালক অগ্রসর হইতেছে। বণিক্ পলকে বালকের হস্ত ধারণ করিলেন।

বাধাপ্রাপ্তে বালক গর্জ্জিয়া বলিল,—"ছেড়ে দাও,- ছেড়ে দাও,—আমার হাত ছেড়ে দাও,—আমি শয়তানকে হত্যা ক'র্‌বো।"

বণিক্ কিন্তু বালকের হস্ত ত্যাগ করিলেন না।

কম্পিত-কলেবরে রাজা আতঙ্ক-অঙ্কিত অপলক-নয়নে [illegible] মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তদ্দর্শনে বালক বলিল,—"কি, অমন ক'রে—কি দেখ্‌ছো রাজা? আমায় চেননি? এই দেখ কে আমি,—

ক্ষিপ্রহস্তে বালক উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিল,—সর্পবেণী পৃষ্ঠে লুটাইল। রাজা পূর্ব্ববৎ বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

"কি রাজা, এখনও আমাকে চিন্‌তে পারনি? আমি তোমার অত্যাচার-প্রপীড়িতা সুনীলা।"

আতঙ্কে রাজার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

রেণুবালার কর্ণে এ বাক্য পৌঁছিল,—কৌতুকে রেণুও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল।

বালক হস্ত-মুক্তির ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বলিল,—"আমায় ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও; আমি পিশাচকে হত্যা ক'রে প্রতিশোধ গ্রহণ ক'র্‌বো।"

"সুনীলা,—এ ভীষণা রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি কেন? শান্ত হও,—স্থির হও।"

"একি! এ যে পরিচিত প্রিয়-কণ্ঠস্বর!"

সন্দেহাকুলিত-কণ্ঠে সুনীলা বলিল,—অ্যাঁ কে তুমি,—কে তুমি?"

"আমি মাতাল।"

বক্ষ-বিস্তৃত-শ্মশ্রু খসিয়া পড়িল।

বিস্ময়-মেঘ বাজার হৃদয় ঘিরিয়া ফেলিল। মাতাল বলিল,—"সুনীলা আমার প্রার্থনা,—অনুরোধ, রাজাকে ক্ষমা কর।"

"কি ব'ল্‌ছো তুমি মাতাল, কাকে ক্ষমা ক'র্‌বো? যার জন্য আমি সব হারিয়েছি, আমাব একমাত্র আরাধ্য, একমাত্র পূজিত তুমি, তোমার করুণা হ'তে বঞ্চিত হ'য়েছি। যে আমায় পিশাচিনী ক'রেছে, যে কলঙ্কিনী-সাজে আমায় সাজিয়েছে, যে জগৎ-সমক্ষে আমায় ধর্ম্ম-হারা ক'রেছে,—যে আমায় ঘৃণিতা ক'রেছে,—সেই পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি, নরকের দূত দেবীপ্রসাদকে ক্ষমা ক'র্‌বো! না—অসম্ভব, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও মাতাল, শয়তানকে হত্যা কর্‌বো।"

"হত্যা মহাপাপ।"

"হোক মহাপাপ, তবু হত্যা ক'র্‌বো, কিছুতেই তার নিস্তার নেই, কেউ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না।"

"আমি রক্ষা ক'র্‌বো। সাধ্য কি নারী তুমি হত্যা কর। এই আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়ালুম। শোণিত-পানের পিপাসা যদি এতই প্রবল হয়ে থাকে,—তবে আমাকে হত্যা ক'রে, রাজাকে হত্যা কর।"

"এঁ্যা একি! মাতাল—মাতাল—তোমায় কি হত্যা ক'র্‌তে পারি? তুমি,—তুমি,—জান না তুমি, তুমি আমার কে? কিন্তু মাতাল,—তুমি আমায় প্রতিশোধ নিতে দিলে না।"

"সুনীলা,—ক্ষমার ন্যায় প্রতিশোধ আর কিছু নেই। তোমার এই

ক্ষমা একদিন না একদিন রাজার হৃদয়ে অগ্নিধারা ঢেলে দেবে,—তার যাতনার আর্ত্তনাদে রাজা ছট্‌ফট্ ক'র্‌বে।"

"রমণী তোমরা,—তোমাদের হৃদয় যে প্রেমের খনি, মমতার উৎস, স্নেহের প্রস্রবণ,—অগ্নি-উত্তাপে তা পুড়িয়ে দিয়ে, বিধাতার সৃষ্টি, বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে হলাহলে সে হৃদয় পরিণত ক'রো না।

"রমণী তোমরা,—তোমাদের কার্য্য শুধু কার্পণ্যহীন অনাবিল স্নেহ-দান, শুধু জগজ্জননীর মত করুণা বিতরণ,—শুধু দয়া ভক্তি প্রীতি অর্পণ, শুধু অনন্ত ভালবাসার অমৃতোদ্গারিতধারা নির্ঝরিণী-ধারার ন্যায় বরিষণ,—তোমরা যে বিশ্বের জননী,—শক্তি-স্বরূপিণী!

"সুনীলা, এই শক্তি জগতের অক্ষম অকর্ম্মণ্য জীবের প্রাণে সঞ্চারিত কর, দেখ্‌বে সে কি গৌরব,—এই ভালবাসার স্রোত জগতের উপর ছুটিয়ে দাও, দেখ্‌বে সে কি তৃপ্তি,—জীবকে জননীর মত স্নেহ-দানে কোলে তুলে নাও, দেখ্‌বে—সে কি শান্তি! বিপন্ন! অন্ধ, আতুর, মুমূর্ষুকে করুণা বিতরণ কোরে—আপনার ক'রে নাও,—দেখ্‌বে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে,—মুক্তি স্বয়ং এসে তোমায় আহ্বান ক'রে স্বর্গে নিয়ে যাবে।

"জীবই শিব, জীবমাত্রই যে বিধাতার অংশ! জীবের সেবায়, যে তাঁরই সেবা করা হয়, জীবের উপকারে, তাঁরই উপকার হয়। জান না কি, সুরথ রাজা লক্ষ জীব বলি দিয়েও—মুক্তি পায়নি। পাপী কখনও ঘৃণার পাত্র নয়, বরং সহানুভূতির পাত্র,—তার যে ইহকাল—পরকাল কিছু নেই। তাই বলি, এই মহাপাপী রাজাকে ক্ষমা কর।"

"মাতাল,—মাতাল—জান্‌তুম তুমি মহৎ,—কিন্তু তুমি যে এত মহৎ

তা জানতুম না, এত যে তোমার রূপ তা দেখিনি,—এত যে তোমার গুণ তা বুঝিনি। মহা-শত্রুকে এমনভাবে রক্ষা করা, ক্ষমা করা—এও কখনও শুনিনি।

"আজ একি ধর্ম্মের ভেরী বাজালে মাতাল,—এ কি নূতন উষার বাতাসে, হৃদয় আমার নব-শিহরণে জাগিয়ে দিলে! একি নূতন দেশ,—নূতন সূর্য্য, নূতন আকাশ দেখ্‌ছি,—এ কি নূতন জীবন অনুভব ক'র্‌ছি!

"মাতাল,—মাতাল,—তবে আমায় তোমার শিষ্যা ক'রে নাও,—কর্ম্মের পথ দেখিয়ে দাও।"

"সুনীলা, এই দীন-হীন, অকর্ম্মণ্য ভারতে কর্ম্মের সহস্র-পথ প্রসারিত রয়েছে।—অন্ধ আতুরের সেবায় আত্মোৎসর্গ কর।"

"মাতাল, তোমায় প্রণাম,—আজ থেকে আমি তোমার শিষ্যা।"

এই বলিয়া সে মাতালের পদধূলি লইল। তারপর ক্রোধ-হীন প্রশান্ত-কণ্ঠে বলিল,—"রাজা, আমি তোমায় অন্তরের সহিত ক্ষমা ক'র্‌লুম। কিন্তু যদি পার,—তবে অনুশোচনা, অনুতাপে হৃদয়ের আবর্জ্জনা ধৌত ক'রে, এ মহা-পাপের মহা-প্রায়শ্চিত্ত ক'র।"

মাতাল রেণুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"তুমি কে,—কেনই বা রাজা তোমাকে হত্যা ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলেন, তা জানি না। তবে এটা বুঝেছি,—এখানে থাকা তোমার মঙ্গলজনক নয়, যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আস্‌তে পার,—ইচ্ছা হয় এখানেই থাক, যা তোমার অভিরুচি।"

রেণু নিরুত্তরে রহিল,—সুনীলা তদুত্তরে বলিল,—"এঁকে হত্যা ক'র্‌তে যাওয়ার কারণ আমি, কিন্তু এখন তো সে কারণ বিদূরিত হয়েছে,—এখন তো রাজা জেনেছেন,—আমি রমণী।—তাহ'লে আর এঁর কিসের ভয়?"

সম্পূর্ণভাবে ব্যাপারটা প্রকাশ না করিলেও,—মাতাল সব বুঝিল। সে বলিল,—"তা বেশ,—তবে তুমিই এস সুনীলা।"

মাতাল—অগ্রসর হইল।

এমন সময়ে রেণুবালা পশ্চাৎ হইতে ডাকিল,—

"মাতাল!"—

মাতাল দাঁড়াইল। সে বুঝিল, রমণীর কণ্ঠস্বরে একটা আকুলতার বেগ রয়েছে।

রেণু পুনরায় ডাকিল,

"মাতাল"

"কেন?"

"আমি যাবো।"

"কোথায়?"

"তোমার সঙ্গে।"

"কেন?"

সেবা-ব্রত গ্রহণ ক'রতে।"

"পারবে?"

"পারবো।"

"ঠিক ব'লছো, ধীরচিত্তে দৃঢ়-সঙ্কল্পে ব'লছো,—পারবে?"

হাঁ—অটলপ্রতিজ্ঞ হ'য়ে ব'লছি পারবো।"

"বিচলিত হবে না? ব্রত-ভঙ্গ ক'রবে না?"

"না।"

"তবে এস।"

মাতাল।

মাতাল অগ্রে, তৎপশ্চাতে সুনীলা ও রেণু উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজা সেই স্থানে, সেইরূপ ভাবে—প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায়—অবিকম্পিত দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—⁂—
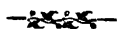
কিয়ৎকাল এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রাজা শীর্ণ-ব্যাধি-গ্রস্তের ন্যায় ধীরে ধীরে আসিয়া উদ্যানস্থিত এক শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত বেদিকায় উপবেশন করিলেন।

এখানে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি পাঠক,—মাতালের ছদ্মবেশ-ধারণ, বালকের অনুসরণের কারণ, রেণুর গুঞ্জে যাইবার হেতু ও কেনই বা রাজা তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এ সব প্রশ্ন না করিলেও, সুনীলা দ্রুতবেগে কক্ষ-ত্যাগের হেতু বোধ হয় প্রশ্ন করিতে পারেন—এ অবশ্য অনুমান।

কারণ,—কতকটা রাজদণ্ড হইতে আত্ম-রক্ষার্থে কতকটা রাজার সহিত পরিচিত হইবার জন্য যে মাতালের ছদ্মবেশ ধারণ এবং সুনীলাকে দ্রুত সোপানাতিক্রম করিতে দেখিয়া,—কৌতূহলে, সন্দেহে তাহার অনুসরণ-করণ এবং রেণুর বাতায়ন-পথ হইতে অনাথকে দেখিয়া গুঞ্জে আগমন, রাজাও খেয়ালের বশীভূত হইয়া, সেই বিলাস-কক্ষ ত্যাগে, রেণুর কক্ষে আসিয়া,—তথায় রেণুকে না দেখিয়া মুক্ত-বাতায়নে দাঁড়াইলেন, সেই সময়ে রেণু উদ্যান-মধ্যে গুঞ্জাভিমুখে যাইতেছিল,—রাজাও সন্দেহে গুঞ্জান্তরাল হইতে রেণুর অনাথের নিকট প্রেম-প্রার্থনা শ্রবণে ক্রোধে যে রেণুর হত্যায় উদ্যত হন,—এ সব বোধ হয় বুদ্ধিমান্ পাঠকের সহজেই অনুমিত হইয়াছে।

অনাথ বালকবেশী সুনীলা,—সুনীলা বিলাস-কক্ষে সেই ব্যক্তির

আকর্ষণে ভূপতিতা হইলে, তাহার বক্ষের উত্তরীয়ের বন্ধন, খুলিয়া যায়,—মস্তিষ্কের উষ্ণীষও শিথিল হইয়া পড়ে। পিরান না থাকিলে,—হস্ত-দ্বারা উষ্ণীষ না ধারণ করিলে,—সুনীলার ছদ্মবেশ সেই মুহূর্ত্তে প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাই সে দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করে। উদ্যান-বাটিকার প্রত্যেক কক্ষই আলোকিত, জন-পূর্ণ। তাই সে বক্ষ-বসন ও উষ্ণীষ আঁটিতে নির্জ্জনগুঞ্জে লোকচক্ষুর অন্তরালে যায়।

রাজার সহসা কক্ষ-ত্যাগে সকলে অবাক। প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া বিস্মিত, উদ্বিগ্ন হইল।

এমন সময়ে রেণুর পরিচারিকা রেণুরও অন্তর্দ্ধানের সংবাদ দিল। তাহারই মুখে প্রকাশ হইল, রাজাও রেণুর কক্ষে নাই।

তখন সকলে মহা-উদ্বেগে মহা-কোলাহলে,—রাজা ও রেণুর অনুসন্ধানে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ছুটিল। কোথাও না দেখিয়া উদ্যানে আসিল। সমস্ত উদ্যান দেখিল, তথাপিও রেণু অথবা রাজার সন্ধান মিলিল না। ক্রমে তাহারা গুঞ্জ-সমীপবর্ত্তী হইল। সহসা দেখিল—মর্ম্মর-বেদিকায় কে একজন উপবিষ্ট রহিয়াছে। সন্নিকটে আসিয়া দেখিল—সেই-ই তাহাদের অন্বেষিত ব্যক্তি—রাজা দেবী-প্রসাদ।

সকলে—একসঙ্গে কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কি—আপনি এখানে একা,—এভাবে ব'সে কেন?"

"হাঁ—বড় গরম বোধ হওয়ায়, একটু ঠাণ্ডা হ'তে বসে আছি।"

যাঁহাকে ব্যজন করিতে শত ব্যজনকারী সতত নিযুক্ত, তাঁহাকে সহসা এই গরম অনুভবে, ঠাণ্ডা হইবার জন্য এইখানে এই নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকারময় স্থানে উপবেশনের হেতু কেহ বুঝিতে না পারিয়া বলিল,—

"তা এখন উঠুন, চলুন আপনার অনুপস্থিতিতে যে এদিকে স্ফূর্তিও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে,—নর্ত্তকীরাও কাঁদছে।"

"তোমরা স্ফূর্ত্তি করগে, আমি যাব না. যাও।"

এ অসম্ভব অদ্ভুত উত্তরে অত্যাশ্চর্য্য হইয়া সকলে বলিল,—"আপনার সহসা এ অদ্ভুত ভাবান্তর হ'ল কেন?"

"মাতাল এ ভাবান্তর এনে দিয়েছে।"

দেওয়ান বলিলেন, "মাতাল! সে তো পালিয়েছে।"

"পালায়নি। সে পালাবার লোক নয়,—মাতালই বণিক্, বণিকই মাতাল।"

"সে কি! এ অসম্ভব!"

"এ সম্ভব। আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি,—স্বমুখে সে নিজের পরিচয় দিয়ে গিয়েছে। সে আমার চক্ষে ধূলি দিয়েছে, সে আমায় পরাজিত ক'রে চলে গেছে।"

"হুকুম দিন রাজা, মাতালের মুণ্ডুটা এনে আপনার চরণে উপচার দিই।"

মৃদুহাস্যে, মৃদুকণ্ঠে রাজা বলিলেন,—"দেওয়ান, মাতালের মুণ্ডটা ছাগশিশুর মুণ্ড নয়। তার মুণ্ড নিতে অমল পারেনি, তুমি পারনি,—আমি নিজে পারিনি,—কেউ পারবেও না। সে ধর্ম্মাত্মা, রাজা কালী-কিঙ্করের অনুগৃহীত ব্যক্তি। তার মুণ্ড মূল্যহীন নয়। আমি তার মুণ্ড চাইনা,—বরং তাকে পুরস্কৃত ক'র্‌তে চাই।"

"দেওয়ান, মাতালকে হত্যাপরাধে ধৃত ক'র্‌বার যে আদেশ দিয়েছিলুম,—তা এখনই প্রত্যাহার করো।"

সবিস্ময়ে দেওয়ান বলিলেন,—"আমি আপনার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

'কখনও বুঝ্‌তে পার্‌বেও না।—এখন তোমরা যাও.—আমায় বৃথা প্রশ্নে বিরক্ত ক'রো না। আমায় নির্জ্জনে একটু ভাব্‌তে দাও,—একটু বুঝ্‌তে দাও।"

নিরাশ-অন্তরে অবাক-বিস্ময়াকুলভাবে সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ভাবিল—রাজার এ ভাব বুঝি উন্মাদের পূর্ব্ব-লক্ষণ।

———

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে সারা রাজ্যময় বিদ্যুৎগতিতে বাষ্ট্র হইল, রাজাকে কালসর্পে দংশন করিয়াছে। মহা-আন্দোলনে রাজ্য উদ্বেলিত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিশাল রাজ-অট্টালিকা বিশাল জনতায় পরিপূর্ণ হইল,—বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণায় বহু ওঝা আসিল, সাধ্যমত চেষ্টা করিল,—কিন্তু কিছু হইল না। বহু গণ্যমান্য ভিষক্‌গণ আসিলেন,—বহু ঔষধের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন, কিন্তু সব বৃথা হইল। বহু আলোচনা;—গবেষণা,—যুক্তি-পরামর্শ তর্ক-বিতর্ক হইল,—কিন্তু ফল কিছু হইল না। কোন আশা বা উপায় নেই। তবে হাঁ,—এক উপায় আছে, যদি কেহ নিজের জীবনদানে দংশিত-স্থান জিহ্বাদ্বারা শোষণ করে, তাহা হইলে, রাজার দেহে পুনঃ জীবন সংঞ্চারিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাও অসম্ভব;—স্বেচ্ছায় কে নিজের জীবন-বিনিময়ে রাজার জীবন দান করিবে।

সকলেই নিরাশ-ব্যথিত-হৃদয়ে রাজার জীবনাশা ত্যাগ করিল। বিষাদ,—অশ্রুরূপে সকলের নয়নপ্রান্তে দু'এক ফোঁটা দেখা দিল।

সহসা সেই বিশাল জনতা ভেদ করিয়া এক মুক্ত-কেশা অপরূপ-লাবণ্যময়ী,—দেবী-প্রতিমার ন্যায় রমণীর আবির্ভাব হইল।

রমণীর অপূর্ব্ব জ্যোতিতে কক্ষ যেন উদ্ভাসিত, উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, দর্শকগণের নয়ন ধাঁধিয়া দিল, হৃদয় বিস্ময়াপ্লুত হইল।

রমণীকে কেহ বাধা দিল না,—বা দিতে সাহস করিল না। রমণী যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ।

দেবী ভ্রমে সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল,—দেবী ভ্রমে সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল, দেবী ভ্রমে বিস্ময়-চকিতনয়নে রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

রমণী কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, রাজার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজার অচেতন মুখপ্রতি ক্ষণিক স্নেহ-মমতা-স্ফুরিত নয়নে চাহিল,—তারপর বিনাবাক্যে রাজার দংশিতস্থান শোষণ করিতে লাগিল।

দর্শকগণ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায়, নীরব, নিশ্চলভাবে,—এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কাহারও বাক্যস্ফুরণ হইল না। সকলে মূকের মত, নির্জ্জীব মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

রমণীর গোলাপ-নিন্দিত হেমতনু নীলাভ হইল, ধীরে ধীরে সে ভূমিতলে শুইয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে রাজা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন,—ধীরে ধীরে তাঁর সব কথা স্মরণ হইল,—ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে আমার প্রাণ-দান ক'র্‌লে ?"

"ঐ রমণী।"

"কোন্ রমণী ?"

"ঐ ভূ-লুণ্ঠিতা রমণী আপনার দেহের বিষ নিজদেহে সঞ্চারিত ক'রে, নিজের প্রাণ-বিনিময়ে আপনার প্রাণদান ক'রেছে।"

ধীরে ধীরে রাজা রমণীর বদন প্রতি চাহিলেন।

তখনও যেন সে বদন পুষ্পের ন্যায় হাসিতেছিল।

সবিস্ময়ে সকাতর-কণ্ঠে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"একি! একি দেখ্‌ছি! কে কে তুমি রমণী?"

অনন্ত-পথগামিনী রমণী মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল,—"আমি মাতালের শিষ্যা, মাতালের কন্যা—সুনীলা।"

"আর তুমি এই পাপিষ্ঠের জননী।"

———

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

"দাশু—দাশু—শুনেছ দাশু?"

বলিতে বলিতে মাতাল নদী-তীরস্থ নবনির্ম্মিত অনতিবৃহৎ এক দ্বিতল বাটীতে বোতল বগলে হাস্যোৎফুল্ল-নয়নে, হাস্যোৎফুল্ল-বদনে প্রবেশ করিল।

বাটীখানি দাশুর। রাজা কালীকিঙ্করের অর্থে, মাতাল নিজে উদ্যোগী হইয়া দাশুকে নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছে।

মাতাল দাশুকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিল,—"দাশু, দাশু, শুনেছ দাশু?"

"কি শুন্‌বো কি?"

"শোননিকো সুনীলা মরেছে?"

"সুনীলা মরেছে! কি ব'ল্‌ছো তুমি দেবতা?"

"যা ব'ল্‌ছি,—ঠিকই ব'ল্‌ছি,—কিছু ভুল বলিনি,—সুনীলা মরেছে।"

"আর তুমি হাঁস্‌ছো!"

"হাঁস্‌বো না। এমন আনন্দের দিন,—এমন হাঁসির দিন আর পাবো না,—আর আস্‌বে না। হাঁস,—তুমিও হাঁস—তুমিও আনন্দ কর দাশু! আনন্দে আমি স্থির থাক্‌তে পার্চ্ছি না।"

এই বলিয়া মাতাল মদিরা পান করিল।

"তুমি এক রকমের লোক বাপু। তোমায় আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।"

"পারবে, পারবে, দাশু তুমি পারবে। সরল তুমি, ধর্ম্মপরায়ণ তুমি,—তুমি আমায় বুঝ্‌তে পারবে,—তবে এখন নয়, বিলম্ব আছে।"

ঈষৎ রাগতভাবে, রাগতকণ্ঠে দাশু বলিল,—"আর আমার বুঝে কাজ নেই। তাকে না তুমি মেয়ে ব'ল্‌তে ?"

"মেয়ে ব'ল্‌তুম ব'লেই তার এ মৃত্যুতে আমার এত আনন্দ। সে যদি ব্যাধিতে ভুগে বা অপঘাতে ম'র্‌তো—তা হ'লে কাঁদতুম, এমন কাঁদতুম—যাতে শমনের নয়নেও অশ্রুধারা বইতো,—নিয়তির বক্ষ কম্পিত হ'তো। কিন্তু সে রোগে মরেনি,—শোকে মরেনি,—অপঘাতে মরেনি,—তাই আমার এই আনন্দ।"

"তবে সে কিসে ম'লো ?"

"সে মরেনি,—মুক্তির পথে চ'লে গেছে। সে আত্মোৎসর্গ ক'রেছে, সে প্রতিশোধ পূর্ণ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে,—মুক্তির পর-পারে চ'লে গেছে।"

"তোমার ও সব মুক্তি-ফুক্তি বুঝিনে। আমায় সাদা সহজ-কথায় বুঝিয়ে দাও,—সে কি ক'রে ম'লো।"

"শোননি ? এত বড় কথাটা শোননি ? এ যে দেশময় প্রচারিত,—আর তুমি শোননি ? শোন তবে—রাজাকে সাপে কামড়ায়, লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কারের ঘোষণা শ্রবণে অনেক ওঝা, অনেক সর্প-বৈদ্য তাঁহাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, কিন্তু কেউ পারে না। তখন সকল ওঝা ও বৈদ্য হতাশ হয়ে এক যুক্তিতে ব'ল্লে,—"রাজার—বাঁচ্‌বার কোনও উপায় নাই। তবে যদি কেউ রাজার সর্প-দংশিত স্থান চুষে বিষ টেনে নিতে পারে,—তবে রাজা বাঁচ্‌তে পারেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বাঁচ্‌বে না।"

এ কথা শুনে কেউ এগুলো না,—কেউ প্রাণের মমতা ত্যাগ ক'র্‌তে

মাতাল।

পারলে না। এমন সময়ে সেইখানে এক দেবী স্বর্গ-জ্যোতিতে আবির্ভূতা হ'য়ে, রাজার ক্ষতস্থান হ'তে নিজ-দেহে বিষ টেনে নিল। রাজা বেঁচে উঠ্‌লেন,—আর সেই দেবী ম'রে গেল—হাস্‌তে হাস্‌তে অনন্তের পথে চলে গেল।"

"আহা এমন করুণাময়ী কে সে দেবী?"

"সে দেবী—সেই দেবী,—আমার শিষ্যা,—আমার কন্যা সুনীলা। দাশু, তা'র গৌরবে আমার বুকখানা ফুলে উঠ্‌ছে। এক এক সময় এমন ধারা ফুলে ওঠে, যে তাকে চেপে রাখ্‌তে হ'চ্ছে। দাশু এখন বল দেখি—কাঁদ্‌বো না হাস্‌বো? আনন্দ ক'র্‌বো না বুক চাপ্‌ড়াবো? কি ক'র্‌বো?"

"আহা সত্যিই সে দেবী!"

"ঠিক ব'লেছ,—দাশু,—সত্যই সে দেবী!—কি আনন্দ, সেই দেবীই আমার শিষ্যা! কি গৌরব, সেই দেবীই আমার কন্যা! আমি ধন্য, দাশু! আমি ধন্য! আমার নতুন মা কোথায়? ডাক—ডাক—তাকে ডাক,—তাকেও এ আনন্দ-সংবাদ দিই,—সেও এ আনন্দে যোগ দিয়ে, আমার আনন্দ বাড়িয়ে দিক্।"

"আজ্ঞে তিনি কা'ল থেকে বাড়ী আসেন নি।"

"কোথায়?"

"ঐ ও-পাড়ার রামা জেলের ইস্ত্রির "মার-দয়া" হয়েছে। রামাটাও জ্বরে ভুগ্‌ছে, আর তার কেউ নেই, তাই সেখানে গিয়েছেন। তাকে পথ্যি দেওয়া, সেবা করা, মল-মূত্র পরিষ্কার করা—এই সব ক'র্‌ছেন, সারারাত্রি ঘুমোন্‌নি,—কিছু খান্‌ও নি।"

মাতাল পুনরায় মদিরা পান করিয়া বলিল,—"ওহো কি আনন্দ! কি আনন্দ! আজ কি উৎসব, কি শান্তি! কন্যা আমার স্বর্গের দেবী,—স্বর্গে চলে গেছেন। আর জননী আমার—যেন আত্মোৎসর্গ মূর্ত্তিময়ী হয়ে ধরায় নেবে এসেছে। ওহো কি আনন্দ,—কি আনন্দ!"

———

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ অতিথিশালা ও স্বর্গীয় পণ্ডিত চন্দ্রপতির আবরণ-উন্মোচন উৎসব। প্রভাত হইতেই, কুটীর-সম্মুখস্থ বিশাল প্রান্তরে কাঙ্গালী-ভোজন হইতেছে। মাতাল, সদয়কুমার ও দাশু যেন শত বলে বলীয়ান হইয়া কাঙ্গালীদের পরিবেশনে ব্যস্ত। তাহাদের কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই,—অবসাদ নাই,—বিরক্তি নাই। তন্ময়চিত্তে শুধুই পরিবেশন করিতেছে! রাজা কালীকিঙ্করের আদেশ,—যেন কাঙ্গালী-ভোজনে কোনও রূপ কার্পণ্য বা শৈথিল্য না হয়।

ক্রমে বেলা পড়িল,—কাঙ্গালী-ভোজনও শেষ হইল।

বিবিধ বিচিত্র পতাকায়—পুষ্পে—সজ্জিত, চন্দ্রাতপ-সুশোভিত বিশাল উৎসবমণ্ডপে একে একে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলেন। রাজা-কালীকিঙ্করের নিমন্ত্রণ কেহই উপেক্ষা করিতে সাহসী হন নাই। রাজা দেবীপ্রসাদও সে নিমন্ত্রণ অবজ্ঞা করিতে পারিলেন না। বহুমূল্য বেশে ভূষিত হইয়া অষ্টম বর্ষীয় একমাত্র পুত্র ও পারিষদসহ হস্তিপৃষ্ঠে রাজা দেবীপ্রসাদ উৎসবমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন।

তীক্ষ্ননয়নে মণ্ডপের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া রাজা দেখিলেন,—যাঁর নিমন্ত্রণে তিনি আসিয়াছেন,—সেই রাজা কালীকিঙ্কর অনুপস্থিত।

বিরক্তি-ভরে রাজা বলিলেন,—"দেবীপুরাধিপতি রাজা কালীকিঙ্কর আসেন নাই?"

কেহ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, বোতল-বগলে মাতাল ধীরে ধীরে রাজার

সম্মুখে আসিয়া অতি সঙ্কুচিত ভাবে বিনয়-নম্র-কণ্ঠে বলিল,—"আজ্ঞে না, তাঁর শরীর অসুস্থ, তাই এই উৎসবে যোগদান ক'র্‌তে পার্‌লেন না,—আমাকে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন।"

মাতাল রাজ-প্রতিনিধি শুনিয়া ক্রোধে রাজার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, মুখ-মণ্ডল আরক্তিম হইল। রোষ-কষায়িত নেত্রে, ক্রুদ্ধকণ্ঠে মাতালকে কি একটা রূঢ় কথা বলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু এমন সময়ে সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত "হায় হায়" রব উত্থিত হইয়া তাঁহার বাক্‌রোধ করিল। চকিতে পশ্চাতে চাহিয়া রাজা দেখিলেন,—"কুমার নাই।" মুহূর্ত্তে উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজা মণ্ডপের বাহিরে আসিলেন। মাতালও তাঁহার পশ্চাৎ আসিল।

বাহিরে আসিয়া রাজা অতি ভীষণ ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলেন। রাজার সমস্ত দেহ তড়িৎ-গতিতে কাঁপিয়া উঠিল। প্রচণ্ড-প্রখর-তপন-কিরণ গভীর একটা ম্লান বিষাদ-কালিমায় ডুবিয়া গেল। আর্ত্ত-স্বরে রাজা বলিয়া উঠিলেন—"বাঁচাও—বাঁচাও।" অসংখ্য জন-সমারোহ দর্শনে রাজার হস্তী ক্ষেপিয়া উঠিয়া শুণ্ড-প্রহারে দু-এক জনকে আহত করিল। কৌতূহলাকৃষ্ট রাজকুমার অদূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল,—সহসা হস্তী ঘুরিয়া রাজকুমারকে শুণ্ড দ্বারা ধারণ করিল।—সমবেত দর্শকগণ "হায় হায়" করিয়া উঠিল।

রাজার বাক্যে দুই এক জন সাহসী-দর্শক ও প্রহরী রাজকুমারের রক্ষার্থে অগ্রসর হইল।

হস্তী তখন অচৈতন্য রাজকুমারকে মাটিতে রাখিয়া কুমারের উদ্ধার-কারীদের ভীষণ শুণ্ড প্রহার করিল। সে শুণ্ড-প্রহারে কেহ চৈতন্য

হারাইল, কেহ আহত হইল, কেহ বা প্রাণ হারাইল। তখন আর কেহ অগ্রসর হইল না।

নিরুপায় হইয়া রাজা তখন পুত্রপ্রাণ-রক্ষার্থে নিজেই উন্মত্তবৎ ছুটিলেন। চকিতে দুই জন পারিষদ আসিয়া রাজার গতিরোধ করিল।

এইবার গেল,—এই মুহূর্ত্তেই রাজকুমারকে—হাতী পায়ে পিষে, না হয় আছ্‌ড়ে মার্‌বে। আর উপায় বা আশা নাই। সকলেরই হৃদয়ে লোমহর্ষণ ভাবী-বিপদের একটা মসীবর্ণ ছবি অঙ্কিত হইল।

সহসা বিশাল জনতা ভেদ করিয়া পবন-গতিতে কে একজন ছুটে এসে হস্তি-পদ সন্নিকটে পতিত, সংজ্ঞাহীন রাজকুমারকে রাজার দিকে ছুঁড়িয়া দিল!

উন্মত্ত-হস্তী সজোরে কুমারের উদ্ধারকারীকে শুণ্ডে উত্তোলিত করিয়া ভূমিতলে ভীষণ বেগে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিপরীত দিকে ছুটিল।

লোকটার দেহ রক্তে ভাসিল, মস্তক কাটিয়া গেল। দর্শকগণ আগ্রহে লোকটাকে দেখিতে ছুটিল।

রাজা প্রাণস্বরূপ পুত্রলাভে প্রাণ পাইলেন।—শুশ্রূষার চেষ্টায় অবিলম্বে কুমারের চৈতন্য হইল। রাজাও পুত্রের প্রাণ-দাতার নিকট ছুটিয়া আসিলেন।

একি! এ যে মাতাল! দর্শকবৃন্দ অবাক,—রাজাও অবাক!

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে রাজা ডাকিলেন,—"মাতাল"!

"রাজা"—

"তুমি কি মাতাল?"

"সন্দেহ কেন রাজা?"

"মাতালের এই আত্মত্যাগ!"

"কেন রাজা, মাতাল কি মানুষ নয়? মাতালের কি হৃদয় নেই—কেবল শিক্ষিত ও ঐশ্বর্য্যশালী হ'লেই কি হৃদয় থাকে, তা নইলে হৃদয়-হীন হয়? রাজা, তোমরা কাঁদ্‌তে জান না, হাস্‌তে জান না, ভালবাস্‌তেও জান না।—যে পরের দুঃখে কাঁদে, যে পরের সুখে হাসে,—যে সবাইকে ভালবাসে, তারই সার্থক জন্ম, সার্থক তার হাসি কান্না,—সার্থক তার ভালবাসা। কিন্তু তোমরা তা পার না রাজা,—বরং মাতাল পারে, যদি সে মদেতে ডুবে আত্ম-হত্যা না করে।"

"কে তুমি মাতাল—আমার মোহ, মায়া, ভ্রান্তি এক লহমায় ভেঙ্গে দিলে?" আজ একি নব-রবি—নব-ছবি দেখ্‌ছি। একি জ্যোতিঃ নয়নে হৃদয়ে! একি মধুর পুলক-স্পন্দন—একি স্নিগ্ধ স্বচ্ছ আলোক-রশ্মি দেখালে মাতাল? আজ শুধু পুত্রের পুনর্জন্ম নয়,—আমারও পুনর্জন্ম।"

ক্ষীণ-কণ্ঠে মাতাল বলিল,—"রাজা, বড় পিপাসা—একটু জল।" রাজ-আদেশে জল আসিল, কিন্তু মাতাল তাহা পান না করিয়া বলিল,—"ও জল তো আমি খাব না।"

"তবে?"

"তবে এই জল খাবেন বোধ হয়" বলিয়া রাজা কালীকিঙ্করের দেওয়ান একটা বোতল মাতালকে প্রদান করিল। মাতাল সাগ্রহে বোতল লইয়া বলিল,—"হাঁ—এই বারি,—এই বারি—অতি পবিত্র, স্বচ্ছ, সুশীতল এই বারি।"

মাতাল।

মাতাল বারি পান করিল। রাজা বলিলেন,—"ঐ বারি, মদই হোক্ —আর যাই হোক্—আমিও পান ক'র্‌বো, ও যে তোমার প্রসাদ। দাও মাতাল—দাও,—তোমার প্রসাদ পানে ধন্য হই।"

"না রাজা, ও মদ নয়, ও বারিও নয়।"

"তবে ও কি মাতাল?"

"অমৃত! আমার পিতা-মাতার পাদোদক।"

বিস্ময়ের একটা তড়িৎ-প্রবাহ, বিশাল জনতার মধ্যে বহিয়া গেল। বিস্ময়-পুলকিত-চিত্তে রাজা বলিলেন,—"এমন পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, এমন আত্ম-ত্যাগ, স্বার্থত্যাগ জগৎ-বাসীর সাধনার ধন। কে তুমি মাতাল, আজ অন্তিমে স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকটিত ক'রে সন্দেহাকুলিত চিত্ত শীতল কর। বল—বল—কে তুমি মাতাল?"

"আমি রাজা কালীকিঙ্কর।"

বোধ হয় সেখানে সহসা হিমালয়-শিখরের আবির্ভাব হইলেও লোকে এত চমকিত হইত না। মাতাল পুনরায় বলিল,—"শোন রাজা—আজীবন পিতা-মাতার পাদোদক পান করিয়াছি,—অন্য বারি কখনও পান করি নাই। এখন পিতা-মাতা স্বর্গে, তথাপিও তাঁদের প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণে, সজীব-জ্ঞানে সেই মূর্ত্তিরই পাদোদক পান করি।

"সংসারে সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল যখন, তখন এক মহাপুরুষের কৃপায় বুঝলুম,—জগতে সবই অসার,—সার মাত্র পরোপকার। তখন পরোপকারে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দেশে দেশে যেখানে দুভিক্ষ, মড়ক, হাহাকার,—সেখানে গিয়ে—দুভিক্ষ দূরীভূত ক'র্‌তে সাধ্যমত

চেষ্টা ক'র্‌তে লাগলুম। এখানে তোমার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ শুনে ছুটে এলুম। আজ এখানে, কা'ল সেখানে ভ্রমণ ক'র্‌লে পাদোদক পান হবে না,—তাই পিতা-মাতার চরণ-স্পর্শিত মৃত্তিকা সঙ্গে লইয়া স্বচ্ছ বারিতে মিশ্রিত করিয়া, তাহাই পান ক'র্‌তে লাগলুম।

"পথে—ঘাটে—মাঠে—পিপাসার্ত্ত হ'লে—পানের জন্ম বোতলে ক'রে সেই বারি নিতুম।—লোকে ভাব্‌ল—আমি মাতাল। আমিও তাদের সে ভুল ভাঙ্গলুম না। ভাঙ্গালে ব'ল্‌তো পাগল। লোকের নিয়মই এই, একটা ভাল কাজ বা অন্য রকম,—যা তারা করে না, তাহাই ক'র্‌লে এইরূপ এক একটা আখ্যায় অভিহিত হইতে হয়। এই জন্যই ঈশ্বর-জানিত, ঈশ্বরানুগৃহীত মহা-মহা-যোগিগণও খেপা বাবা,—খেঁকীবাবা,—পাগ্‌লাবাবা,—বামাক্ষেপা,—প্রভৃতি নামে অভিহিত।"

সেই বিশাল জনতা নির্ব্বাক—নিস্পন্দ হইয়া এই অপূর্ব্ব অথচ মধুর কাহিনী শুনিল।

মাতালের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় সকলের হৃদয় আপ্লুত হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু বারি পানে মাতাল পুনরায় বলিতে লাগিল,—"রাজা, ঐশ্বর্য্যে যেমন অহং ভাব জাগিয়ে দেয়, তেমনি ধর্ম্মে—কর্ম্মে—ঐশ্বর্য্য সহায়তা করে। দুঃখীর দুঃখ-বিমোচনে, দুর্ভিক্ষ-প্রশমনে, অভাব-দমনে ঐশ্বর্য্যই মূল—ঐশ্বর্য্যই সোপান।

"আমার অগাধ ঐশ্বর্য্য—বিপুল সম্পত্তি, বিশাল রাজ্য সমুদয় ধর্ম্ম কার্য্যে দেশের ও দশের কার্য্যে নিয়োজিত ক'র্‌লুম। আমার বিবেচনায় ঐশ্বর্য্য একার নহে—তাহাতে দীন দুঃখী-ভিখারীরও অংশ আছে;

তাই সেই ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি আমি বঙ্গের দীন-দুঃখীকে দান ক'র্‌লুম।
আজ হ'তে তুমিই তার রক্ষক হ'লে।"

মাতাল নীরব হইল। নীরব—দর্শক, নীরব—রাজা। সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মাতাল ডাকিল,—"রাজা"—

"আদেশ কর।"

"আদেশ নয়, অনুরোধ। শপথ কর রাজা, মানুষ হবে?"

"শপথ কর্চ্ছি।"

'বেশ, নিশ্চিন্ত আমি। বিদায় রাজা—বিদায় দেওয়ান, বিদায় পুত্রগণ—বিদায় ভাই সব—বিদায়—বিদায় জন্মভূমি!"

আর্ত্তনাদ করিয়া রাজা মাতালের চরণে পতিত হইলেন। সহস্র কণ্ঠের আকুল ক্রন্দনে আকাশ কাঁপিয়া উঠিল।

দুই রাজ্যের দেওয়ান ও রাজা স্বয়ং সে পবিত্র দেহ বহন করিয়া শ্মশানে আনিলেন। দাশু ও সদয়কুমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিল।

চিতানলে করুণার দেবতা, বহুগুণের আকর, জ্ঞানের ভাস্কর, মহিম-মণ্ডিত রাজা কালী-কিঙ্করের দেহ পঞ্চভূতে মিশিল।

ভক্তিভরে রাজা,—দেওয়ান, দাশু, সদয়কুমার ও দর্শকগণ সেই পূত-দেহ-স্পর্শিত চিতাভস্ম অঙ্গে মাখিল, ললাটে দিল। অতি অল্পমাত্র চিতাভস্ম অবশিষ্ট রহিল।

সহসা ভাগীরথী-তট প্রকম্পিত করিয়া,—"মাতাল মাতাল" রবে উন্মত্তবৎ ছুটিয়া অমল চিতা-সন্নিকটে আসিয়া দেখিল—"নাই,—তাহার দেবতা নাই!"

আকুল ব্যাকুল হৃদয়ে সে চিতার উপর লুটাইয়া পড়িল।

দেওয়ান ডাকিল—"অমল—"

উত্তর নাই।

যুবকের দল ডাকিল—"অমল—"

উত্তর নাই।

প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলে ডাকিল—"অমল—"

অমল নীরব।

রাজা স্বয়ং ডাকিলেন—"অমল—"

তথাপি উত্তর নাই।

সকলে শ্মশান হইতে ফিরিল,—ফিরিল না কেবল "অমল!"

———

উপসংহার।

উভয় রাজার অতুল ঐশ্বর্য্যে অনেক দুর্ভিক্ষ-কবলিত পল্লী, নগর, দেশ রক্ষা পাইল।

রাজা দেবীপ্রসাদের অসীম উদ্যমে, দৃঢ় অধ্যবসায়ে, দুর্দ্দান্ত, দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইল।

রাজা কালী-কিঙ্করের নামে বহু অন্নসত্র, অতিথিশালা, চিকিৎসালয়, পুষ্করিণী খনন হইয়া পৃথিবী-বক্ষে তাঁর চির অক্ষুণ্ণ স্মৃতি ঘোষিত হইল।

কালী কিঙ্করের মত পরোপকার-ব্রতধারী জমিদার যদি বঙ্গের সকল জমিদার হইতেন,—তাহা হইলে, দুর্ভিক্ষ-কবলিত, দুঃস্থ, দুর্দ্দশাগ্রস্ত নর-নারীকে অনাহারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইত না। অর্থাভাবে অরক্ষণীয়া কন্যার জন্য পিতাকে কিংবা কন্যাকে আত্মহত্যা করিতে হইত না। দরিদ্র অথচ ভদ্রপরিবারকে চিন্তাক্লিষ্ট-দেহে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া অকালে শুষ্ক হইতে হইত না।

কবে এইরূপ করুণাবান্ জমিদার বঙ্গে জন্মিবে?

অভাগা বাঙ্গলা, তোমার বোধ হয় সে সৌভাগ্য নাই!

কালী-কিঙ্করের মহান্ আত্মত্যাগে দুর্দ্দান্ত রাজার আকস্মিক পরিবর্ত্তন হইল। একের প্রাণ-বিনিময়ে,—লক্ষ প্রাণ রক্ষা পাইল। ধন্য, শত ধন্য তুমি বাঙ্গালিরাজ কালী-কিঙ্কর!

একদা রাজা নগর-পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামে দুর্ভিক্ষ-দমন জন্য বহু নৌকা

বোঝাই অন্নবস্ত্র প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইলেন। মুক্তহস্তে অন্ন বিতরণে গ্রামের দুর্ভিক্ষ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল,—শুধু তাহাই নহে, রাজা সুনীলার নামে তথায় এক অন্ন-সত্র স্থাপন করিলেন।

এমন সময়ে সংবাদ আসিল, মোহিনপুর নামক নিকটবর্ত্তী অপর একটী বৃহৎ গ্রাম ভীষণ-দুর্ভিক্ষ-কবলিত।

রাজা তথাকার কার্য্য দ্রুত-হস্তে সম্পন্ন করিয়া অবিলম্বে মোহিন-পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মোহিনপুরে উপস্থিত হইয়া রাজা দেখিলেন,—তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই, তথাকার দুর্ভিক্ষ বিদূরিত হইয়াছে। সাশ্চর্য্যে রাজা শুনিলেন,—এক সন্ন্যাসিনী তথায় উপস্থিত হইয়া একটী মঠ স্থাপন করিয়া দুই হস্তে অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহারই করুণায় বহুলোক দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

সন্ন্যাসিনীর যেমন রূপ, তেমনি গুণ। সেবায়, করুণায়, দানে মানে মুক্তা—তটিনীর ন্যায় অবাধ—অগাধ—কার্পণ্য-ক্লান্তিহীন।

গ্রামের লোকের বিশ্বাস, সন্ন্যাসিনী নিশ্চয়ই কোন দেবী,—তাহাদের আকুল ক্রন্দনে,—ব্যাকুল আবেদনে,—মানুষ-মূর্ত্তিতে তাহাদের রক্ষার জন্য ধরায় আবির্ভূতা হইয়াছেন।

এমন সর্ব্বগুণ-সম্পন্না দয়াবতী দেবীকে দেখিবার জন্য রাজার আগ্রহ হইল। আগ্রহে তিনি মঠে উপস্থিত হইলেন।

রাজা দেখিলেন—মঠখানি অতি সুন্দর, অতি মনোরম, যেন পুণ্যের চন্দ্রাতপতলে,—পবিত্রতার আবরণে,—শান্তির উপাদানে, সৌন্দর্য্যের মৃত্তিকায় নির্ম্মিত। যেন ধর্ম্মের মেরুদণ্ডের উপর গঠিত,—স্থাপিত।

মাতাল।

শান্তি, শান্তি—চতুর্দ্দিকে শান্তি বিরাজমান; শান্তি শান্তি—অনাবিল, অপার্থিব শান্তি; শান্তি, শান্তি—চিন্তানাশিনী, চিত্তহারিণী শান্তি; শান্তি, শান্তি—সুনির্ম্মল, সুপবিত্র শান্তি!

শান্তিময় স্থানে,—শান্তিময় দৃশ্য দর্শনে,—শান্তিময় বায়ুস্পর্শনে রাজার হৃদয় অতুল শান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

সহসা অদূরে এক গৈরিক বসন-পরিহিতা, আপাদ-লম্বিত-আলুলায়িত-কুন্তলা, চন্দন-বিলেপিতা, সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি রাজার হৃদয়-নয়ন আকৃষ্ট করিল।

রাজা দেখিলেন,—সন্ন্যাসিনী যেন প্রকৃত সৌন্দর্য্যের ছবি, যেন মূর্ত্তিময়ী মর্ত্তের দেবী-প্রতিমা!

সন্ন্যাসিনী রাজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা সন্ন্যাসিনীর ভক্তি-প্রদীপ্তা, পুণ্য-আভান্বিতা, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-বিগলিতা মুখপ্রতি চাহিলেন। কিন্তু রাজা আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না।

সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে আসিয়া রাজ-চরণে প্রণতা হইয়া ধীর মৃদুল মধুর বীণা-ঝঙ্কারবৎ কণ্ঠে বলিলেন—"দাসীকে আশীর্ব্বাদ করুন প্রভু!" রাজার বাক্যস্ফুরণ হইল, কিন্তু অস্ফুট—জড়িত—কম্পিত। কণ্টকিত দেহে, স্বেদ-রোমাঞ্চ কলেবরে রাজা বলিলেন—"তুমি,—তুমি আশীর্ব্বাদ কর। আশীর্ব্বাদ কর রেণু, যেন কর্ত্তব্যের চরণ দুটী পূজা ক'রে মানুষ হই। আশীর্ব্বাদ কর সন্ন্যাসিনি, যেন ঈশ্বরে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে অটুট অক্ষুণ্ণ অবিচলিত বিশ্বাস থাকে। আশীর্ব্বাদ কর দেবি, যেন তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন ক'রে, নয়ন-সম্মুখে তোমাকে আদর্শময়ী

দেবী রূপে রেখে এক ধ্যানে—এক প্রাণে—এক জ্ঞানে—এক লক্ষ্যে ধর্ম্মের ভেরী-নিনাদে,—জীবনে সাফল্যলাভ ক'রে সাধনার পর-পারে চলে যেতে পারি।"

* * * *

"মাতাল—মাতাল !—"

আর একটুখানি যাইলেই রাজধানী। এমন সময়ে নদী-তীর হইতে "মাতাল মাতাল" ধ্বনি উত্থিত হইয়া বজরাস্থিত রাজার কৌতূহল বৰ্দ্ধিত করিল। ঘাটে বজরা লাগাইয়া,—তীরে উঠিয়া রাজা দেখিলেন—শ্মশান। যেখানে সেই মানব-দেহ-ধারী দেবতার দেহ ভস্ম হইয়াছিল, এ সেই তীর্থস্থান, পুণ্যময় স্থান,—সেই চিরস্মরণীয় শ্মশান।

অবাক বিস্ময়ে রাজা দেখিলেন—

মাতালের দেহ যেখানে ভস্মীভূত হইয়াছিল,—ঠিক সেই স্থানে পুষ্পডালা হস্তে একপার্শ্বে একটী পুরুষ অন্য পার্শ্বে একটী রমণী দণ্ডায়মানা। আর তাহাদের মধ্যস্থলে—ধ্যানস্তিমিত-নেত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট অমল। সম্মুখে তার এক প্রস্তর মূর্ত্তি, মূর্ত্তি-পদতলে বৃহৎ অক্ষরে খোদিত রয়েছে—"মাতাল"।